

তাছাড়া মাঠে বা শিল্পক্ষেত্রের কর্মীদের
বন্ধু। আর সবাব উপরে, আপনাদের :
হৃৎস্পর্শের সবক'টি মুহূর্তে আমি আপ
চিরবন্ধু।



আমার নাম চা — আমি ভারতের সম্পদ

জাকারীনের আত্ম-জীবনী

শ্রীকৃষ্ণদীনৌ গিহু বি-এ

প্রকাশক

শ্রীবিপ্লববিজয়া চক্রবর্তী

১০৫ কি দাসব (১১) কলকাতা

এক টাংকা

২৭

জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনী



সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্ম জীবনী ভারতের ইতিহাসে
বস্তু। পৃথিবীর অগাধ সম্রাজ্যের তত্ত্বাধীনে
এবং জ্ঞানগভকাহীনী নিগন্ত হুণ্ড।
পূর্বকব ভারতবর্ষের সন্দা অবস্থা, ভারতের সুখ দুঃখ, আশা
সফলতা বা অসফলতা আমাদেব চক্ষে যথেষ্ট প্রজ্ঞাপ্রাপ্তবশত
কবিদাছে। সম্রাট জাহাঙ্গীর যখন যৌবনে খুদা জেগে উঠেন,
অভি-ও হুতেন যে তাঁর মরণ এবং স্পষ্টভাবে আগামীর দুঃখ এবং
বাজা শাসন অপমানের বিষয় বিবৃত কাব্যছেন, তাহাতে তাহাঁর
পাশে ও ক্রমঃ পরিমাণে বোধ হইয়াছে। তাহার বিশাল সাম্রাজ্য-
শাসনে তিনি যে সুন্দর ওগালি, অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং
সমৃদ্ধি বৃদ্ধি ক্রিতে তিনি যে নাতির অল্পসংখ্য করিয়াছিলেন, তাহার
অল্পশালন যে আমাদের প্রাণে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা উদ্ভূত করিবে, তাহাঁকে
সন্দেহ নাই।

রাজ্যাভিষেক

সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্ম-জীবনীর প্রারম্ভে সেই সৰ্ব্বসিদ্ধিদাতা, সৰ্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া ইহা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তৎপরে এই প্রকাৰে তাঁহাব কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন;—

“১৬০৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবাস দুই প্রহরের সময় আটত্রিশ বৎসর বয়সে আগ্রা নগরীতে আমি সিংহাসনাবোহণ করিয়াছিলাম। নখর, ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব ধন সম্পত্তি, স্নেহ ও ঐশ্বর্য্য এবং মিথ্যা মোহপূর্ণ সংসারকে চিরস্থায়ী জানিয়া আমি তাহার উপব একান্ত নির্ভর করিয়াছিলাম দেখিয়া কেহ আমাকে উপহাস করিবেন না। সন্তোষময় রাজা বায়ুর উপব তাহাব উপাধান বক্ষা কবিয়াছিলেন, আমি কি তাহার অপেক্ষা বড়? আমি যে মুহূর্ত্তে সিংহাসনে বসিলাম, তখনই ধৈর্য্যদায় হইল। আমি ইহাকে অতুলনীয় সমৃদ্ধি, উন্নতি এবং জয়ের স্তম্ভ চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করিলাম। এই কাৰণে আমি জাহাঙ্গীর বাদশা (পৃথিবীজয়ী সম্রাট) এবং জাহাঙ্গীর সা (পৃথিবীজয়ী রাজা) উপাধি গ্রহণ করিলাম। রাজ্যের প্রচলিত মুদ্রাব উপব এই কথাগুলি অঙ্কিত করিতে আদেশ প্রদান করিলাম,—‘সম্রাট আকবরের পুত্র, বিশ্বাসের জীবন্ত গৌরবপূর্ণ চিত্র জাহাঙ্গীর এবং পৃথিবী রক্ষাকারী ‘বসন্ত’ কর্তৃক আগ্রা নগরীতে নির্মিত হইল।’

এই সময়ে নব বৎসরের উৎসব উপলক্ষে আমার পিতার সিংহাসন অবর্ণনীয় ও অতুলনীয় ব্যয়ে সজ্জিত করিলাম। সিংহাসন প্রস্তুত করিতে -

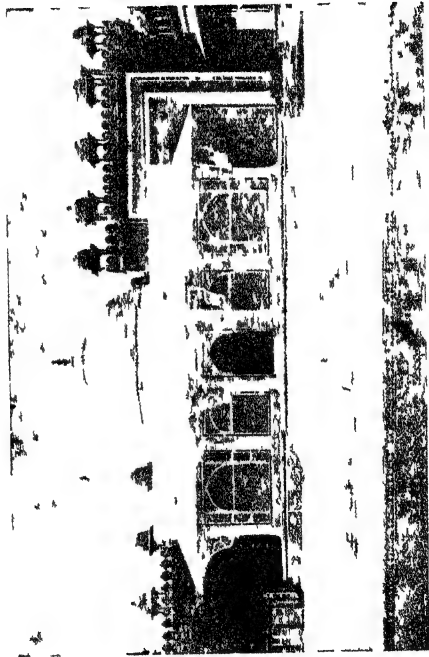
১৫০ কোটি টাকার মণি, মুক্তা, জহবত, এবং ১৫ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ লাগিয়াছিল, স্থানান্তরে লইয়া যাইবার জন্য সিংহাসনটি একরূপ ভাবে নির্মিত হইয়াছিল যে, অনায়াসে ইহাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া পুনরায় সংযুক্ত করা যাইত। সমুদয় সিংহাসন পঞ্চাশ মণ স্বর্ণ দ্রব্যে পবিপূর্ণ করা হইয়াছিল।

আমার চিববাহিত সিংহাসনে আবোহণ করিয়া রাজ মুকুট আমার নিকট আনিতে আদেশ করিলাম। এই মুকুট আমার পিতা, পাল্লভব রাজাদিগের মুকুটের ত্রায় নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তৎপরে, আমার আমীর এবং ওমরাহদিগের সম্মুখে মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া আমার বাজ্যের স্বত্ব এবং স্থিতির ওভচিহ্ন স্বরূপ ইহা এক ঘণ্টা আমার মস্তকে রাখিলাম। মুকুটের ছাদদশটি কোণ ছিল, এক কোণে ১৫ লক্ষ টাকার এক একটি হীৰকথণ্ড ছিল, মধ্যভাগে ১৫ টাকার একটি মুক্তা এবং অগ্রাংশে দুইশত চুণী ছিল। চুণীর দাম ছয় হাজার টাকা। আমার পিতা নিজের সম্পত্তি এই টাকা প্রদান করেন নাই, সমুদয় ব্যয় রাজকোষ হইতে আদায় হইয়াছিল। আমার রাজ্যাভিষেকের শুভ সমাচার চতুর্দিকে প্রচার করিবার জন্য চল্লিশ দিন এবং বাত্রি রাজকীয় বাহ্যকবদিগকে বাহ্য বাজ্য হইতে আদেশ করিলাম। আমার সিংহাসনের চতুর্দিকে বহু মূল্যবান স্বর্ণখচিত কার্পেট বিস্তৃত করিতে আদেশ দিলাম। নানান দিকে হস্ত দ্রব্য পোড়াইবার নিমিত্ত স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্মিত বহু পাত্র বিতরণ করা হইয়াছিল। স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্মিত বাতি-দানে প্রায় তিন হাজার বাতি সারা রাত্রি জলিয়াছিল। বহু সংখ্যক স্ত্রী, তরুণ যুবক স্বর্ণখচিত মূল্যবান রেশমী বস্ত্র এবং হীরা, চুণী, পাল্লা, মরকত মণির নানা অলঙ্কার সজ্জিত হইয়া উচ্চ নীচ পদাঙ্গুসারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সর্বিশেষ বিলাস

জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনী

সহকারে আমার আদেশের প্রতীক্ষা করিত। সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেণীর আমোবগণ জহরত এবং স্বর্ণে আপাদ মস্তক ভূষিত করিয়া উজ্জ্বল সাজে দণ্ডায়মান থাকিয়া আমার আজ্ঞা বহনের নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিতেন। চল্লিশ দিন এবং রাত্রি ব্যাপিয়া পৃথিবীতে অতুলনীয়, অবর্ণনীয় মদগর্ভিত রাজকীয় ঐশ্বর্যের এবং আডম্বরমব জাকজমকপূর্ণ উৎসবের দৃষ্টান্ত জগতের সম্মুখে প্রদর্শন করিয়াছিলাম।

۱۰ (کتابخانه و مکتبہ)



জন্মকথা.

আমাব পিতাব আটাশ বৎসর বয়সের পূর্বে যত সন্তান হইয়াছিল, কেহই একঘণ্টা কালের অধিক জীয়াত গাবে নাই। ইহাতে আমাব পিতা সর্বদাই অতিশয় 'বিয়গ-চিত্ত' থাকিতেন। তাহাব এই প্রাণের আবাজ্জা পুণ কবিবার নিমিত্ত তিনি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের নিকট কত আকুল প্রার্থনা কবিতেন। যখন তিনি চিন্তা এবং দুঃখে এই প্রকারে জর্জরিত, তখন একজন আমীর, সাধু ফকিরের প্রতি আমার পিতাব বিশেষ ভক্তি ও অনুরাগ আছে জানিয়া, আজমীর নগরের ভক্তিভাজন মইনুদ্দিন তেহতির সমাধিক্ষেত্রবাসী এক পবিএচেতা ফকিরের নিকট গমন করিতে বলেন। আশা এবং আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পিতা বলিলেন,—যদি ভগবান তাহাকে একটি সন্তান প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি এই সাধুকে পূজা অর্পণ কবিবার নিমিত্ত আগ্রা হইতে আজমীর (প্রায় ১৪০ ক্রোশ পথ) পদব্রজে গমন করিবেন! আমার পিতাব এই সঙ্কল্প হৃদয়েব অন্তঃস্থল হইতে উথিত হইয়াছিল বলিয়া আমাব শিশু ভ্রাতার মৃত্যুর ঠিক ছয় মাস পরে সর্বনিয়ন্তা জগদীশ্বর আমাকে এই পৃথিবীতে আনিলেন। পিতা তাহার প্রতিজ্ঞানুসারে রাজদববাবের কয়েকটি আমীরকে সঙ্গে লইয়া আগ্রা হইতে যাত্রা করিলেন। প্রতিদিন পাঁচ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া তাহার মইনুদ্দিনের কববে উপনীত হইলেন। পিতা প্রথমে মইনুদ্দিনের কববে পূজা অর্পণ করিয়া সেই সাধু ফকিরের অশ্বেষণে গমন করিলেন। এই ফকিরের নাম সেলিম। আমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া পিতা ফকিরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আমার নিরাপদ দীর্ঘ জীবনের

জন্ম পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা কবিতো তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। ভবিষ্যতে তাঁহার আব কয়টি সন্তান হইবে, তাহাও জানাইতে বলিলেন রাজেশ্বরের সাক্ষাতে সাধু অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—“ভগবানের ইচ্ছায় আপনাব তিনটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে।” পিতা বলিলেন—“ইহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠটিকে আপনার ক্রোড়ে অর্পণ কবিয়াছি।” সাধু উত্তর করিলেন “ভগবান ইহাকে আশীর্বাদ করুন, আপনি যখন ইহাকে আমার ক্রোড়ে অর্পণ করিয়াছেন, তখন আমার নামানুসারে এই শিশু নাম মহম্মদ সেলিম রাখিলাম।” পিতা সাধুর এই প্রকাব প্রীতিপূর্ণ ভাব অত্যন্ত মঙ্গলজনক মনে করিয়াছিলেন। এই ফকিবের সহিত চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। পিতা আমাকে কখনও “সেলিম” বলিয়া ডাকিতেন না, সর্বদাই তিনি আমাকে “বাবা” বলিয়া ডাকিতেন। হুজুর, শেষ জীবন পর্য্যন্ত আমি সুলতান সেলিম নামেই অভিহিত হইতাম। ঐকান্তিক তুরক সাম্রাজ্যের অধীশ্বরদিগের তুল্য হইবার জন্ত জাহাঙ্গীর বাদশাহী উপাধি ধারণ করিলাম। আমি বিশ্বাস করি, মঙ্গলময় পরমেশ্বরের রূপায় দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া এই নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন কবিতে পারিব।

দ্বাদশটি আদেশ

সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াই আমি “শ্রায়েব শৃঙ্গল” প্রস্তুত করিতে আদেশ প্রদান করিলাম। এই শৃঙ্গল স্বর্ণদ্বারা নির্মিত হইল। ইহা ১৪০ গজ দীর্ঘ এবং ইহাব স্থানে স্থানে আশিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা সংযুক্ত ছিল, ইহা একুশ মণ ভারি ছিল। এই শৃঙ্গলের একদিক আগ্রার রাজকীয় প্রাসাদের প্রাচীরে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং অত্র দিক দিয়া নদীকূ তটের নিকটে একটি প্রস্তব-স্তম্ভের সহিত যুক্ত ছিল। আমি কর্মচারিগণের প্রতি নিম্নলিখিত দ্বাদশটি হুকুম জারি করিলাম।

১। আমি প্রজাদিগের জেপত, সিরমোহারি এবং তুম্বা নামক তিনটি কর মাপ করিতেছি। ইহা হইতে আমার পিতা ১৬ হাজার মণ স্বর্ণ* রাজস্ব স্বরূপ পাইতেন।

২। আমার তত্ত্বাবধানে রক্ষিত ঈশ্বরের সন্তানদিগের সম্পত্তি ডাকাতি অথবা কোন প্রকার অত্যাচারে অপহৃত হইলে, আমি আদেশ করিতেছি যে, সেই জেলার অধিবাসিগণ দোষী ব্যক্তিকে উপস্থিত করিতে কিংবা অপহৃত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য। কোন জেলা জনশূন্য হইলে কিংবা পতিত থাকিলে তথায় নগর নির্মাণ করিতে, জনসংখ্যা নিষ্কার্য করিতে এবং প্রজাদিগকে সর্বপ্রকার উৎপীড়ন এবং ক্ষতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য সর্ববিধ উপায় অবলম্বন করিতে আদেশ প্রচার করিতেছি। জনশূন্য জেলাগুলিকে লোকপূর্ণ করিবার নিমিত্ত জায়গীরদা

আহাধীয়েৰ আত্ম-জীবনী

মিলাকে পৱিত্যক্ত স্থানসমূহে মসজিদ নিৰ্মাণ কৰিতে ও বাহাৰতে প্ৰজাগণ
 পদে গমনাগমন কৰিতে পাবে তজ্জন্ত পাহনিবাস, পথিকদিগেৰ
 আহাৰাগাৰ স্থাপন কৰিতে আদেশ কৰিতেছি। যে সকল জেলা প্ৰত্যক্ষ-
 ভাবে আমাব শাসনাধীন এবং যে সকল স্থানে ক্ৰোৱী * বাস কবেন,
 সেই জেলায় উপবোক্ত কম্ৰচাবীকে এই সবল নিৰ্মাণ কৰিবাব সমুদয় বায়
 বাজকোষ হইতে নিৰ্বাহ কৰিতে আদেশ দিতেছি।

৩। সওদাগৰদিগেৰ অনুমতি ব্যতীত তাহাদিগেৰ পণ্যদ্রব্যেৰ বস্তা
 থোকা অথবা কোন বস্তুতে হস্তাৰ্পণ কৰা নিষিদ্ধ। কিন্তু যখন তাহাবা
 আহাধীয়েৰ দ্ৰব্যসমূহ বিক্ৰয় কৰিতে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিবে, তখন ক্ৰেতাগণ
 কোন গোলমাল না কৰিয়া তাহা ক্ৰয় কৰিতে পাৰিবে।

৪। কোনে যে সবকাৰী ব্যক্তি সম্ভান ৰাখিয়া পবলোক গমন কৰিলে
 গৰু, কেহুই তাহাব সম্পত্তি লইয়া গোলমাল কৰিতে পাৰিবে না, কিম্বা
 তাহাব সম্পত্তিৰ উপৰ কোন প্ৰকাৰ অত্যাচাৰ কৰিতে পাৰিবে না।
 কিন্তু, কোন ব্যক্তিৰ কোন উত্তরাধিকাৰী না থাকিলে তাহাব সম্পত্তি
 উপাধিকাৰী নিৰ্মাণ, পুৰুষিণী খনন অথবা কোন প্ৰকাৰ জনহিতকৰ কাৰ্য্যে
 ব্যস্ত হইবে এবং তদ্বাব তাহাব আত্মাৰ কল্যাণও সাধিত হইবে।

৫। কোন ব্যক্তি কোন প্ৰকাৰ মাদক দ্ৰব্য প্ৰস্তুত কৰিতে কিম্বা
 বিক্ৰয় কৰিতে পাৰিবে না। যদিও আমি ১৬ বৎসৰ বয়স হইতে মস্তশান
 কৰিবলৈ, তথাপি আমি এই নিয়ম প্ৰবৰ্তন কৰিতেছি। কেননা
 মস্তশান মাত্ৰেই মানুহেৰ সকল দুৰ্বলতা প্ৰকাশিত হয়, শাৰীৰিক শক্তি

সম্ভাট আকবৰ এই পদ স্থাপন করেন। এই কৰ্মচাৰীৰ উপৰিও কোন
 কৰ্ম (এক টাকায় ৪০ দাম হইত) সংগ্ৰহ কৰিবাব ভার অৰ্পিত ছিল, এই কৰ্ম
 কৰ্মেই কৰ্মে অতিহিত হইতেন।

[illegible]

৬। আনার বাজ্যে কোন প্রজাব গৃহে কোন ব্যক্তি তাঁহার বিনয় সম্বন্ধিতে জোর কবিয়া বাস করিতে পারিবে না। সৈনিকগণ কোন নগরে আসিলে জোর জবাবদস্তি না করিয়া সম্মতি লহয়া এবং ভাড়া দিয়া কাহারো গৃহে বাস করিতে পারিবে। একরূপ গৃহ না পাওলে তাহা বা অন্য কাহারো গৃহে বাস করিতে বাধ্য। কাহণ কোন অপাবচিত ব্যক্তি

আহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনী

করিয়া আসিয়া পরিবারের মধ্যে বাস করিতে আরম্ভ করিলে এবং হয়তো দীর্ঘত্বকে, ক্রেশ দিয়া বাটার ভাল অংশটি দখল করিয়া বসিলে সকলের পক্ষেই অতিশয় কষ্টকর হয়।

৭। কোনও অপরাধের জন্ত কাহারও নাসিকা কিংবা কর্ণ কটন করা হইবে না। যদি কেহ চৌধ্য অপরাধে অপরাধী হয়, তাহা হইলে অপরাধীকে কণ্টকময় চাবুক দ্বারা মারিতে হইবে অথবা কোরাণ স্পর্শ করাইয়া তাহাকে চৌধ্যের পথ হইতে ফিরাইতে হইবে।

৮। জোঁরী এবং জায়গীরদারগণ কোন প্রকার জমি বলপূর্বক জড়িয়া লইতে কিংবা তাহাদের জমিতে চাষবাস করিতে পারিবে না। কোন জেলার জায়গীরদার তাহার এলেকার সীমার বাহিরে কোন প্রকার কর্তৃত্ব করিতে পারিবে না। কিংবা অত্র জেলার পালিত পণ্ড অথবা মতুরা নিজের জেলায় বলপূর্বক আনিতে পারিবে না। তাহাদিগকে নিজের জেলার সর্ব প্রকার উত্তি বিধান এবং চাষের উন্নতি সম্বন্ধে কতিবিষিষ্ট থাকিতে হইবে।

৯। বিব-নাশক ওষধ অনিয়মিত রূপে ব্যবহার করিতে পারিবে না।

১০। সমুদয় প্রধান নগরের শাসনকর্তাদিগকে হাসপাতাল স্থাপন করিতে হইবে। এই সকল হাসপাতালে বিচক্ষণ ডাক্তার এবং রোগী দিগের সর্বপ্রকার সুখ স্বচ্ছন্দতার বিধান থাকিবে। রোগিগণের আরোগ্যসাধক পর্য্যন্ত তাহাদের সমুদয় ব্যয় রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইবে। তাহারা আরোগ্য লাভ করিলে তাহাদের হস্তে কিছু টাকা প্রদান করিয়া বিদায় দিতে হইবে।

১১। আমার জন্মমাসে সমগ্র রাজ্যে মাংসাহার নিষিদ্ধ এবং বৎসরের মধ্যে এমন এক এক দিন নির্দিষ্ট থাকিবে, যে দিন সর্বপ্রকার পশু হত্যা নিষিদ্ধ। আমার রাজ্যারোগ্যের দিন বৃহস্পতিবার, সে দিন এবং তারিখ

কেহ মাংসাহার করিতে পাবিবে না। কেন না যে দিন জগৎ সৃষ্টি সম্পূর্ণ হইয়াছিল, সে দিন কোন জীবের প্রাণহরণ কবা অত্যাশ। এগারো বৎসরের অধিক কাল আমাব পিতা এই নিয়ম পালন করিয়াছেন এবং এই সময়েব মধ্যে রবিবাব দিন তিনি কখনও মাংসাহার কবেন নাই। সুতরাং আমাব বাজ্যে আমিও এই দিনে মাংসাহার নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিতেছি।

১২। আমাব পিতাব জীবিত কালে যে সকল কৰ্মচারী বাজ্যকার্য্য পৰিচালন কবিতেন, আমিও তাঁহাদিগকে সেই সকল কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত বাগিতে আদেশ দিতেছি। ষাঁহাদেব প্রচুর গুণবত্তা দেখিতেছি, তাঁহাদিগকে উচ্চতব পদে স্থাপিত করিলাম। যেমন, দশটি অশ্বের অধিনায়ককে ১৫টি অশ্বের অধিনায়কত্বে উন্নীত কবিলাম। এই প্রকারে সাম্রাজ্যের সৰ্ব্ব প্রধান রাজকৰ্মচারী হইতে সৰ্ব্বনিম্ন রাজকৰ্মচারীর পৰ্য্যন্ত বৃদ্ধির আদেশ প্রদান করিতেছি।

Handwritten signature

প্রজানুরাগ

আমি প্রজাবর্গেব স্তম্ভ স্ববিধাব জগা এবাস্ত যত্ন কবিষাছিলাম এবং তদুদ্দেশে বিবিধ আদেশ প্রচার করিয়াছিলাম। তথাপি কোন কোন মন্ত্ৰেণেব প্রকৃতি একপ চীন ছিল যে, তাহারা আমাকে উপযুক্তরূপে সম্মান ও শ্রীতি অর্পণ করিত না।* এই সকল লোক কখনও শাস্তির প্রয়াসী নহে, তাহারা সর্বদাই একটা গোলমাল ও উত্তেজনা আকাজক্ষা করে। আমি রাজ্যের মধ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা, স্ববিচার প্রতিষ্ঠা কবিত্তে সচেষ্ট হইলেও, ইহারা তাহার প্রতিকূলাচরণ করিত।

সিংহাসনারোহণ করিয়াই আমি বাজ্যের সমুদয় কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধি করিতে আদেশ দিলাম। কেবল যে সকল কর্মচারী আমার প্রজা তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করিলাম তাহা নহে; পারস্ত, বোখারা প্রভৃতি রাজ্যের বিদেশী কর্মচারীদিগেরও বেতন বৃদ্ধি করিলাম। কারণ “সমুদয় ধন, সম্পত্তি, ক্ষমতা ঈশ্ববদত্ত এবং প্রজাবর্গ তাহারই ভৃত্য” এবং এই বিশাল রাজ্যে এত মহত্ব থাকিতেও তিনি যখন কৃপা করিয়া আমাকে এই সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন, তখন তাঁহার ভৃত্যবর্গের কৃতজ্ঞতা বৃদ্ধি করিতে, তাহাদের দুঃখ দূর করিতে, তাহাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে আমি বাধ্য। ইহার অত্যাচারণ করিলে পরলোকে বিচারের সময় আমাকে কঠিন শাস্তিভোগ করিতে হইবে।

কর্মচারীগণের বেতন বৃদ্ধি কবিবার পর রাজ্যের সমুদয় কর্মচারীদিগকে

* এইস্থানে জাহাঙ্গীর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরু ও তাঁহার দলের লোকদিগকে স্মৃতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

খালাস দিবার ছকুম দিলাম। ইহাতে কেবল গোয়ালিয়র দুর্গ হইতেই
সাত হাজার কয়েদী মুক্তি পাইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ চল্লিশ
বৎসর কাবাগৃহে আতঙ্ক ছিল। সমস্ত হিন্দুস্থানে সন্দেহে কত কয়েদী
স্বাধীনতা পোষ হইয়াছিল। ওঁরাও তাই কবায়না। একমাত্র বঙ্গ-
দেশের দুই হাজার সিন্ধু ও গঙ্গা কয়েদীদ্বারা কেবল খালাস দেওয়া
হইয়াছিল। দাঁত মনোমুহুরিত ও আশিষ্ট পুত্র ছিল। ইহারা
প্রায় সকলেই সিন্ধু ও গঙ্গা কয়েদীদ্বারা কবায়না। রাজা মানসিংহ
তাহার পুত্রদিগকে মনন করিবার জন্য যুদ্ধ করেন। পুত্রেরা আত্মরক্ষার্থ
এই সবল দুর্গ নিয়ন্ত্রণ করিয়া ওঁদের অশ্রয় গহণ করেন। কিন্তু চ্যাবি
বৎসরব্যবসায় মনোমুহুরিত ও গঙ্গা কয়েদীদ্বারা কবায়না হইয়া-
ছিল। মানসিংহ পুত্রেরা বিনষ্ট হইয়াছিল এবং মানসিংহ পিতার অধী-
নতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

— — —

রাজকার্য্য

রাজ্যাবোধে কবিষাই প্রচলিত মূল্যবান মুদ্রাসমূহ নূতন করিয়া প্রস্তুত এবং প্রত্যেকটি মুদ্রা নূতন নামে নামাঙ্কিত করিতে আদেশ করিলাম। দুই হাজার তোলাব একটি স্বর্ণ মুদ্রাব নাম “নূরইসাহি” (মাদ্রাজের আলো) এবং এক হাজার তোলার একটি স্বর্ণ মুদ্রাব নাম “নূরজাহান” (পৃথিবীর আলো) রাখিলাম। এই প্রকারে আরও অন্যান্য প্রকার মুদ্রাব নামকরণ করা হইল। প্রত্যেক রৌপ্য মুদ্রাও স্বর্ণ মুদ্রার অনুরূপে নির্মাণ করাইয়াছিলাম। এই সকল মুদ্রার এক পার্শ্বে আমার বাজত্বের বৎসব এবং অত্র পার্শ্বে আমার ধর্ম্মের মূল সূত্র “লাই ল্লা ইলউল্লা, মহম্মদ উবরস্সল্লাল্লা” (এক মাত্র পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নাই, মহম্মদ ঈশ্বরের দূত) অঙ্কিত হইল।

সমগ্র হিন্দুস্থানের মধ্যে আগ্রা নগরী অতিশয় প্রসিদ্ধ। অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহা দুর্ভেদ্য দুর্গ দ্বারা সুবক্ষিত ছিল। কিন্তু আমার পিতা এই দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া প্রকাণ্ড প্রস্তরনির্ম্মিত দুর্গ দ্বারা আগ্রা নগরীকে বেষ্টিত করিয়াছিলেন। এই নগরী যমুনা নদীর উভয় তীর ব্যাপিয়া বিস্তারিত এবং আয়তনে ও লোকসংখ্যাতে অতুলনীয়। বহু সংখ্যক কারুকার্য্যখচিত স্তূপসমূহ ও স্তূপশোভন অটালিকা ও মসজিদ, মনোহর স্থানাগার এবং বিশাল প্রমোদগৃহসমূহ এই নগরী পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

আফগানদিগের ভারতবর্ষে আগমনের বহুপূর্ব হইতেই আগ্রা নগরী বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। হিন্দুগণের লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, যমুনা নদী পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কান্দাহারের নিকটে

যেখানে প্রথমে যমুনা দেখা যায়, সেই স্থান হইতে নদী এতদূর প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে যে, ইহাতে হস্তী পতিত হইলেও তৃণেব ত্রায় ভাসিয়া যায়। আগ্রাব দুর্গের নিম্ন হইতে যমুনা নদী বাকিয় বঙ্গদেশ অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে।

সেকেন্দর লোদি গোয়ালিয়ব আক্রমণ করিবার জন্ত যাত্রা করিয় ভাবত সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লী হইতে আগ্রায় উপনীত হইয়া তাঁহার রাজধানী আগ্রা নগরীতে উঠাইয়া আনেন। পবিশেষে, সর্বনিম্ন জগদীশ্বরের ইচ্ছায় আমার পূর্ব পুত্র সম্রাট বাবর সেকেন্দরলোদির পুত্র ইব্রাহিমকে পবাজিত এবং দিল্লী ও সমগ্র বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া যমুনা নদীর অপব পাৰে এক মানোহব বৃহৎ উদ্যান রচনা করেন। উদ্যানের এক পার্শ্বে চাবিতল বিশিষ্ট সবুজ মন্দিব প্রস্তরের এক স্তম্ভাক মণ্ডপ নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার চতুর্দিকে মণ্ডপ মন্দিবের চতুর্দিক বিশিষ্ট একটি প্রকাণ্ড মঞ্চ এবং ততপবি গুহজ ছিল। এই গুহজের পবিশি ৩৭ ফিট ছিল। মঞ্চের ভিতবের ছাদে নানাপ্রকার আশ্চর্য কাককার্য্যবিশিষ্ট, স্বর্ণখচিত স্তম্ভোভন চিত্রসমূহ অঙ্কিত করা হইয়াছিল। বাগানের ভিতবে দুই ক্রোশ দীৰ্ঘ একটি আচ্ছাদিত পথ প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহাব দুই পার্শ্বে ২২ ফিট উচ্চ সুপাবী বৃক্ষসমূহ দণ্ডায়মান ছিল। এই সকল দীৰ্ঘ এবং সুন্দব বৃক্ষ দ্বাবা পথটি অতিশয় মনোবম হইয়াছিল। বাগানের মধ্যদেশে একক্রোশ পরিবিশিষ্ট একটি সর্বোবব খনন করা হইয়াছিল। তাহার চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রস্তবের আসন ছিল। এই সর্বোববের মধ্যে আর একটি দ্বিতল মণ্ডপ নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাব দেয়াল এবং দ্বাবসমূহ সূক্ষ্ম কারুকার্য্যবিশিষ্ট চমৎকার মনুষ্য মূৰ্ত্তি এবং চিত্রাবলীতে সজ্জিত ছিল। প্রকাণ্ড প্রস্তবের একটি স্তম্ভ দ্বারা এই মণ্ডপে গমনাগমন

ମାତ୍ର ଆଠଟି ବର୍ଷ, କଳିକାତା ।

ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ।

୧୯୭୫ ।



এবং গোয়ালিয়র নগর সমৃদ্ধি এবং ঐশ্বর্য্যে আগ্রা নগরের তুল্য বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ।

বাবাণসী নগরে বাজা মানসিংহ ৫ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি মন্দির নিৰ্ম্মাণ কৰিয়াছিলেন। মন্দিরের প্রধান দেবতাব মন্তকে ৪৫ লক্ষ টাকার মণিমুক্তাখচিত এক মুকুট ছিল। প্রধান দেবতাব ভূত্যকপে নিবেট স্বর্ণনিৰ্ম্মিত আবণ চাবিটি পুত্তলিকা ছিল, ইহাদের মন্তকেও মণিমুক্তাখচিত মুকুট ছিল। হিন্দুগণের বিশ্বাস ছিল যে, কোনো মৃতকে ইহাব সম্মুখে রাখিলে সে পুনৰ্জীবিত হয়। আমি ইহাদেব কথা বিশ্বাস না কৰিয়া সত্য নিগয়েব জন্য একজন লোককে নিযুক্ত কৰিলাম। তৎপরে ঘটনা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হওয়াতে, আমি এই প্রতাবণাব মন্দির ধ্বংস কৰিয়া সত্যেব মন্দির প্রতিষ্ঠিত কৰিবাব জন্য তথায় মসজিদ নিৰ্ম্মাণ কৰাইলাম।

হিন্দুজাতির প্রতি আকবরের অনুরাগ

আমার পিতা কাহারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করিতেন না। হিন্দু ও মুসলমানকে সমভাবে দেখিতেন। পিতা কোনো পৌত্তলিক ধর্মমন্দির ধ্বংস করিতেন না। কিংবা কোনো পৌত্তলিক ধর্ম্মালুঠানে বাধা দিতেন না। আমি ইহার কারণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন,—“প্রিয়পুত্র, আমি এক অতি ক্ষুদ্র রাজা, পৃথিবীতে মহান্ পরমেশ্বরের ছায়ামাত্র। আমি দেখিয়াছি যে, প্রভু পরমেশ্বর নিরপেক্ষ ভাবে তাঁহার সৃষ্ট সকল প্রাণিকে পালন করিতেছেন। সুতরাং তিনি কৃপা করিয়া যাহাদিগের ভার আমার উপর অর্পণ করিয়াছেন, তাহাদিগকে দয়া এবং মহানুভূতির সহিত রক্ষণাবেক্ষণ না করিলে আমার কর্তব্য করা হইবে না। ঈশ্বরের সৃষ্ট সকল প্রাণীর সহিত আমি শান্তি-স্বত্রে আবদ্ধ। তবে কেন আমি তাহাদের দ্রুত এবং কষ্টের কারণ হইব? এতদ্ব্যতীত ইহাও কি দেখিতেছি না যে, ছয় ভাগের মধ্যে পাঁচভাগ লোকই হিন্দু অথবা মুসলমানধর্ম্মবিরোধী। সকলকে আমার ধর্মে আনিব, এই মনে করিয়া যদি আমি কার্য্য করি, তবে সকলকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা ব্যতীত আর অন্য কোনো উপায় থাকে না। এই কারণে আমি ইহাদিগকে কোনো প্রকার বাধা না দেওয়াই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি। অপর দিকে দেখ, হিন্দুরা বিজ্ঞান ও শিল্প প্রভৃতির অলোচনায় নিযুক্ত থাকিয়া উত্তরোত্তর জ্ঞানপথে অগ্রসর হইতেছে। তাহারা মনুষ্য জাতির অশেষ উপকার সাধনার্থ কত সদনুষ্ঠান করিতেছে এবং রাজকার্য্যেও সবিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়া রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ পদে আসীন হইয়াছে। বাস্তবিক, এই

আগ্রা নগরে পৃথিবীর সমুদয় ধর্মাবলম্বী এবং জাতির মনুষ্য সকল বিদ্যমান রহিয়াছে।”

আগ্রাব বাজকীয় দুর্গে আমাব জ্যেষ্ঠপুত্র খসককে বন্দী কবিয়া বাধিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। যদিও আমি তাহাব অবাধ্যতা এবং মন্দ ব্যবহাবেব প্রচুব প্রমাণ পাইয়াছিলাম, তথাপি তাহাব ব্যয়স্বরূপ তাহাকে প্রতি মাসে ৪৫ লক্ষ টাকা প্রদান কবিতে আদেশ দিয়াছিলাম। আমি প্রতি, মাসে তাহাকে একবাব দেখিতে যাইতাম এবং তাহাব সম্মানদিগকে প্রানি সপ্তাহে একবাব পিতাব সহিত সাক্ষাৎ কবিতে অনুমতি দিয়াছিলাম।

সৈয়দ খাঁ বংশানুক্রমে আমাব পিতাব অধীনে কার্য্য কবিতেছেন। আমি তাহাকে পঞ্জাবেব শাসনকর্ত্তা এবং লাংগেব সৈন্তেব অধিনায়করূপে নিযুক্ত কবিলাম। এই উপলক্ষে তাহাকে একটি হস্তী, একখানি মণিমুক্তাখচিত তবখাবা, একটি অশ্ব এবং গীরকপচিত মস্তকাভরণ ও আমাব পোষাক হইতে একটি পোষাক তাহাকে প্রদান করিলাম। এই সেনাপতি মোগল বংশোদ্ভব। তিনি এই কার্য্যে নিযুক্ত হইবাব পর শুনিলাম যে, তাহাব অধীন কয়েকজন লোক অত্যন্ত অত্যাচারী এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতিসম্পন্ন। এই কথা শুনিয়াই আমি খোজা সাদেককে তাঁহার নিকট এই সংবাদ দিয়া প্রেরণ কবিলাম যে, “উচ্চ ও নীচবংশীয় সকল লোককেই আমি সমভাবে দেখি, সুতরাং আপনাব অধীন কোনো লোক যদি অত্যাচারী হয় অথবা অবিচারপূর্ণ নিষ্ঠুর ব্যবহাব কবে, তবে তাকে উপযুক্তরূপ শাস্তি প্রদান করা হইবে।” খোজা সাদেক তাহাকে এই সংবাদ দিবাব পর তিনি এই মর্মে এক প্রতিক্সা-পত্র স্বাক্ষর কবিলেন যে, “আমি কিংবা আমাব অধীন কোনো লোক অত্যাচার ও অত্যাচার ব্যবহার করিলে ইহাব শাস্তিস্বরূপ আমাদের মস্তক প্রদান কবিব।”

আমাব হস্তী-সমাহেব রীতিমত বক্ষণাবেক্ষণেব জ্ঞান প্রতি হাজাব

হস্তী-পালনের জন্ত একজন দৌজদার নিযুক্ত করিলাম। আমার রাজ্যেব হস্তীর সংখ্যা নির্ণয় করা আমার হৃৎসাধ্য। আমার অধীনে যুদ্ধক্ষেত্রের জন্তই বাবো হাজার বৃহৎ হস্তী আছে। এই সকল হস্তীর আহাব সামগ্রী যোগাইবার জন্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকাবের এক হাজার হস্তী আছে। বাজপবিবাবেব মহিলাদিগকে এবং বাজবাটীৰ বৌপানিস্থিত তৈজসপত্র কার্পেট ও অন্যান্য জিনিস বহন করিবার জন্ত এক লক্ষ হস্তী আছে। এই সমুদয় হস্তী-পালনেব জন্ত প্রতি মাসে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে।

বোখাবাবাসী সেখ ফরীদ আমার পিতাব অধীনে “মিববয়ী”র কার্য করিতেন, আমিও তাঁহাকে এই কার্যে নিযুক্ত করিলাম এবং বত্নগচিত একখানি তববাবী ও এক পোষাক প্রদান করিলাম। তাঁহাব অসীম গুণাবলীৰ প্রশংসা করিয়া আমি তাহাকে এলিবাছিলাম যে, তিনি তববাবী এবং কলম উভয়ই সমভাবে চালাইতে সক্ষম। আমার পিতা মকিম খাঁকে উভিব খাঁ উপাধি দিয়াছিলেন, আমিও তাঁহাব এই উপাধি মঞ্জুর করিয়া তাঁহাকে উজিবেব কার্যে নিযুক্ত করিলাম। খোজা ফতাউল্লাকে আমার সংসাবেব পরিদর্শক নিযুক্ত করিলাম। স্থপতিবিদ্যা-বিশাবদ আবদাববজাক, কার্য পবিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে পিতা তাঁহাকে বজ্জীর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমিও এখন তাঁহাকে খেলাত প্রদান করিয়া ঐ পদে নিযুক্ত করিলাম। আমার পিতাব অধীনে যাহাবা কর্তব্য-নিষ্ঠা ও বিশ্বস্তাব সহিত কার্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সকলেবই পদোন্নতি ও তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান প্রদান করিলাম।

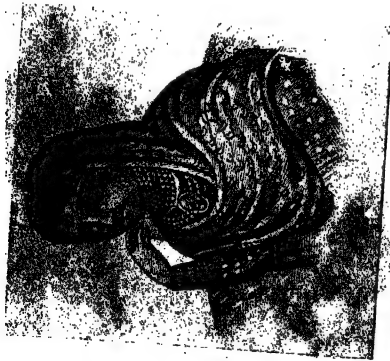
১৭-২০৭
Arcl 220719
২৭/১০/২০২৬

বন্ধু-প্রীতি

চিত্রকর আবদুল হামিদেব পুত্র সেবিফ খাঁ শৈশব হইতে যৌবন পর্য্যন্ত আমাব সহিত একত্রে পালিত হইয়াছে। যখন আমি যববাজ ছিলাম, তখনই আমি তাহাকে খাঁ উপাধি প্রদান কবিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাকে আমিব-উল ওমবা উপাধিতে ভূষিত কবিলাম। আমাব প্রতি তাহাব প্রগাঢ় অনুরাগেব চিহ্নস্বরূপ আমি তাহাকে এই উপাধি প্রদান কবিয়াছি। সেবিফ খাঁ একাধাবে আমাব বন্ধু, দাতা, পুত্র, সঙ্গী এবং অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ অকৃত্রিম স্নহদ। আমি জানি না তাহাকে কি ভাবে ভালবাসিলে এবং শ্রদ্ধা কবিলে তাহাব অনুরাগেব সমুচিত প্রতিদান দিতে পাৰি। আমি তাহাকে আমাব শরীবেব একাংশ বলিয়া মনে করি। বলিতে কি, আমাব সাম্রাজ্যেব মধ্যে বিজ্ঞা, বুদ্ধি, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতায় তাহাব তুল্য কেহ নাই। আমি বহু চিন্তা কবিয়াও তাহাব উপযুক্ত কোনো উপাধি, পদ বা সম্মান সৃষ্টি করিতে পাৰি নাই। আমাব পিতা নিয়ম কবিয়াছিলেন যে, বাজ্যেব সৰ্ব্বপ্রধান আমিরও পাঁচ হাজ্জাবেব অধিক সংখ্যক সেনাব অবিনায়ক হইতে পারিবে না। কারণ অধিক সৈন্য অধীনে থাকিলে বিদ্রোহী হইয়া সাম্রাজ্যেব বিকল্পে এই সৈন্য চালনা করাৰ সবিশেষ সম্ভাবনা। আমিও এই স্থানিয়ম প্রবর্তন কবিলাম এবং সেবিফ খাঁর অধীনেও পাঁচ হাজ্জাবেব অধিক সৈন্য বাখিলাম না। যদিও আমি জানি যে, একজন আমিব-ওল-ওমরাব পদগৌৰবেব পক্ষে ইহা অকিঞ্চিৎকব। আমি তাহাকে বলিয়াছি যে, আমার বখাসৰ্বস্ব তাহারই। সেবিফ খাঁও বলিয়াছে যে, আমি কৃপা করিয়া তাহাকে যে

সন্মান প্ৰদান কৰিব, তাহাতেই সে সন্তুষ্ট থাকিবে এবং যতদিন বাজ-
কাৰ্য্য কৰিব, ততদিন পঁচ হাজাৰেৰ অধিক সংখ্যক সৈন্যেৰে অধিনায়ক
কখনও হইবে না।

এলাহাবাদ হইতে আমাৰ পিতাৰ নিকট প্ৰত্যাগমনেৰ সেই বিশেষ
দিনে, যে সকল বিশ্বাসী আমাৰ সঙ্গে আসিয়াছিলে, সেবিফ খাঁও
তাহাদেৰ মধ্যে ছিল। ইহাৰ যোলা দিন পৰে আমাৰ বাজ্যাভিষেকেৰ
সময় যখন সেবিফ খাঁ আমাৰ বশুত স্বীকাৰ কৰিতে আমাৰ সম্মুখে
আসিল, তখন বেশ উপলব্ধি কৰিলাম যে, সৰ্বশক্তিমান ঈশ্বৰেৰ কৰুণা
আমাৰ উপৰ বৰ্ষিত হইল এবং আমি যেন নবজীবন লাভ কৰিলাম।
একমাত্ৰ সেবিফ খাঁৰ ভাগবাসা লাভ কৰিয়া আমি সত্য সত্যই যেন
আমাৰ সমুদয় প্ৰজাৰ প্ৰভু হইলাম। যদিও আমি তখন আমাৰ
চতুৰ্দ্ধিকে নিদাৰুণ বিপদসঙ্কল ও সংশয়পূৰ্ণ অবস্থাৰ বিষয় জ্ঞাত ছিলাম না,
তথাপি আমাৰ মনে হইতেছিল যে, আমাৰ বিপদেৰ সময় সেবিফ খাঁ
নিজেৰ জীৱন পণ কৰিয়াও আমাকে বক্ষা কৰিব। পৰে আমিৰ-ওল-
ওমবাকে আমি বঙ্গদেশেৰ শাসনকৰ্ত্তা নিযুক্ত কৰিলাম। তাহাৰ বিদায়েৰ
দিন আমাৰ নিকট যে কি ঘোৰ বিষাদপূৰ্ণ হইয়াছিল তাহা বৰ্ণনাতীত।
তখন তাহাৰ বিচ্ছেদ-যাতনা আমাৰ অসহনীয় হইয়াছিল। যাক,
এ বিষয় আৰ অধিক লিখিব না। সেবিফ খাঁৰ জন্মস্থান সিৰাজ নগৰে।
সেবিফ খাঁৰ পিতামহ তথাকাব সম্ৰাট সা সুলজাৰ অধীনে উজীৰেৰ
কৰ্ম কৰিতেন। তাহাৰ পিতা আমাৰ পিতামহ ছমাযুনেৰ পৰম বন্ধু
ছিলে এবং আমাৰ পিতাৰ অধীনে উচ্চ কৰ্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাৰ
মাতা মহম্মদেৰ বংশোদ্ভবা।



আকবর-মহিমী যোধবাই
(জাহাঙ্গীরের মাতা)



জাহাঙ্গীর-মহিমী
রাজা ভরমলের কন্যা
(খসরু মাতা)

পুত্র কন্যার বিবরণ.

ইতঃপূর্বে আমি রাজা মানসিংহকে বঙ্গদেশের শাসন কার্য হইতে অপস্থত করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে নানা কারণে তাঁহাকেই ঐ পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলাম এবং তাঁহাকে একটি বহুমূল্য পরিচ্ছদ, একখানি মণিমুক্তাখচিত তরবারী এবং সহস্র মুদ্রা মূল্যের অশ্বের সঙ্গে সর্বোৎকৃষ্ট “কোথপারা” নামক অশ্ব প্রদান করিলাম। রাজপুত সামন্তবর্গের মধ্যে রাজা মানসিংহের পিতামহ ভরমল সর্ক প্রথমে আমার পিতা সম্রাট আকবরের বশতা স্বীকার করিয়াছিলেন। স্বজাতীর মধ্যে ভরমল বীরা সাধুতা এবং বিশ্বস্ততার জন্ত বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। পিতা তাঁহাকে সমুচিত সম্মান প্রদান করিবার জন্ত তাঁহার কন্যাকে রাজ-প্রাসাদে আনয়ন করেন এবং পরিশেষে আমার সহিত এই কন্যার বিবাহ দিয়া ছিলেন। এই রাজকুমারী আমার পুত্র খসরুর জননী। খসরুর জন্ম কালে আমার সতেরো বৎসর বয়স ছিল। এক্ষণে খসরু কুড়ি বৎসরের যুবক হইয়াছে। আমি প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি যে, খসরুর জন্ম কুড়ি বৎসর জীবিত থাকিয়া যশস্বী হউক। এপধ্যন্ত আমি ভরমল আত্মগত্যে ও ভক্তিপূর্ণ আচরণে অতিশয় সন্তুষ্ট আছি, ইহা আমি এই প্রকারে সে সর্বদা জগন্ময়েরও প্রিয় কার্য সাধন করিবে।* খসরু আপেক্ষা এক বৎসরের বড় এক কন্যা আমার সর্বপ্রথম সন্তান।

* ইহার ছয়মাস পরেই তাঁহার আত্ম-জীবনীতে দেখিতে পারি যে জাহাঙ্গীর এই পুত্রের ব্যবহারে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। ইতিপূর্বেও আমরা খসরুর অবস্থা আচরণের আভাস পাইয়াছি।

কাসোবাবের রাজকুমার সুলতান সাবঙ্গেব পুত্র সৈয়দ খাঁব কন্ঠার সহিত আমাব বিবাহ হয়। খসকব জন্মগ্রহণেব পবে ইহার গর্ভে আমাব এক কন্ঠা হয়, তাহাব নাম ঔফেংবানি বেগম বাখিয়াছিলাম। এই বালিকার তিন বৎসব বয়সে মৃত্যু হয়। জেনিখা খোকাব ভাতুষ্পুত্রী আমাব পত্নী সাহেব জন্মলৈব গর্ভে কাবুল নগবে আমাব এক পুত্র হয়। পিতা তাহার নাম পাবভিজ বাখিয়াছিলেন। ঈশ্ববেব নিকট প্রার্থনা কবি যে, সে দীর্ঘজীবী হউক এবং তাহাব নিবলস, কার্য্যশীল উৎসাহপূর্ণ জীবন দ্বাৰা খ্যাতি লাভ কবিয়া আমাব উচ্চ আশা পূর্ণ করুক। চাকিণ মাস হইল আমি তাহাকে উদয়পুবেব বাণাব বিকদ্ধে এক ধন্যযুদ্ধে প্রেবণ কবিয়াছি। এই প্রথম তাহাকে দেশের কার্য্যে নিযুক্ত কবিলাম। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে তাহাব অধীন আমাবগণ তাহাব ব্যবহাবে অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ কবিতেন। তাহাব অধীনে প্রায় কুড়ি হাজাব অশ্বারোহী সৈন্ত আছে, তাহাদেব প্রত্যেকেব তিনটি কবিয়া অশ্ব আছে।

লাহোব গ্লব্বতেব পাদদেশস্থ এক শক্তিশালী বাজাব কন্যাব সহিত আমার বিবাহ হয়। ইহার গর্ভে এক কন্যা জন্মগ্রহণ কবে, তাহার নাম কৌলতনিসা বেগম বাখিয়াছিলাম। এই কন্যা সাত মাস বয়সে প্রাণত্যাগ করে। তৎপরে রায়পুৰ পবিবাবেব বিবি কয়মিতির গর্ভে আর এক কন্যা হয়, তাহার নাম বাহারবাহু বেগম বাখিয়াছিলাম, কিন্তু এই কন্যা দুই মাস মাত্র জীবিত ছিল। পবে হিন্দুস্তানেব মধ্যে প্রধান শক্তিশালী রাজা উদয় সিংহের কন্যাব গর্ভে আমাব এক কন্যা হয়, তাহার নাম বেগম সুলতান রাখিয়াছিলাম, সে এক বৎসর জীবিত ছিল। ইহারই গর্ভে আমার পুত্র খুবম * জন্মগ্রহণ কবে। লঙ্কোব বাজাব এক কন্যার গর্ভে আমার আর এক কন্যা হয়, সে সাতদিন মাত্র জীবিত ছিল।

* ইনিই পরে সম্রাট শাহজাহান হন।



সম্রাট সাজাহান ।

খুবম যে প্রকাব তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন তাহাতে আমি আশা কবি যে, ঈশ্ববা-
শীর্কাদে আমাব এই পুত্র সৰ্ববিষয়ে উন্নতি লাভ কবিবে। আমাব
সমুদয় সন্তানেব মধ্যে সে আমাব পিতাকে সৰ্বাপেক্ষা অধিক সম্মান
ও সেবা কবিত। এই কাবণে পিতা তাহাকে সৰ্বাপেক্ষা অধিক ভাল
বাসিতেন। পিতা আমাকে পুনঃপুনঃ বলিতেন যে, আমাব সকল
সন্তান অপেক্ষা এই পুত্রের মধ্যে তিনি নানা গুণাবলী দেখিতে পাইয়াছেন।
সম্ভবতঃ তখন সে সৰ্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ হিন বলিয়া সকলেই তাহাকে অতিশয়
সুন্দর বলিত। খুবমেব পবে কাশ্মীবেব যুববাজের কন্যার গৰ্ভে আমাব
এক কন্যা হয়। সে এক বৎসব বয়সে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়।
তৎপবে ইব্রাহিম হোসেন মির্জাব কন্যাব গৰ্ভে এক কন্যা হয়, সে আট
মাস জীবিত ছিল। পুনৰায় পাবভিজেব মাতা সাহেব জন্মণের আর
এক কন্যা হয়, সে পাঁচ মাস মাত্র জীবিত ছিল। তৎপবে খুবমেব মাতার
আব একটি কন্যা হয়, আমি ইহাব নাম লাজেত-উল-নিসা বেগম বাখিয়া-
ছিলাম, সে পাঁচ বৎসবেব সময় মানবলীলা সংবরণ কবে। পবে পুনৰায়
পাবভিজেব মাতার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। আমাব বাজ্যাভিষেকের
সময় তাহাব নাম জাহান্নর-বাখা হয়। পৰিশেষে খুবমেব মাতার আর
একটি পুত্র হয়, তাহাব নাম সেহাবাব। আমার এই দুই পুত্রই একমাত্র
জন্মগ্রহণ কবে।

আমাদেব পৰিবারেব সহিত বিবাহ সম্বন্ধ * নিবন্ধন রাজা মানসিংহ
আমাব পিতার রাজত্বকালে সাম্রাজ্যেব মধ্যে এতদুব প্রভাব লাভ কৰিয়া
ছিলেন যে, তিনি ছয় মাস তাহাব জায়গীৰে এবং ছয় মাস পিতার
বাজসভায় থাকিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহাব অপরিমিত
ধনসম্পদ ছিল। তিনি যতাব পিতাব সম্মুখে উপস্থিত হইতেন, ততবারই

* রাজা ভগমলের কন্যা, খসরুর মাতা, রাজা মানসিংহের ভগিনী ছিলেন।

১৮ লক্ষ টাকা নজব প্রদান করিতেন। বাজা মানসিংহ, তাঁহার পিতামহ বাজা ভবমলের সমুদয় ধনসম্পত্তি এত অধিক বাড়াইয়াছিলেন যে, সমস্ত হিন্দুস্থানের মধ্যে তাঁহার গ্রায় ধনা বাজা আর কেহ ছিলেন না।

ধম্মনিষ্ঠা

ঈশ্বরের নাম সংগ্রহ কবিবাব জ্ঞান আমি কয়েকজন ধর্মযাজককে নিযুক্ত কবিয়াছিলাম। তাহাবা ঈশ্বরের পাঁচশত বাইশটি নাম সংগ্রহ কবিয়া আমাকে দিয়াছিলেন। 'আমাব পিতাব জপমালাতে ইহাব অদ্বৈত নাম ছিল। তাহাবা কুড়ি বর্ণমালাতুসাবে এই পাঁচ শত বাইশ নাম সাজাইয়াছিলেন। আমি আমাব পোষাকের উপর সমুদয় নামগুলি কাককার্যা শোভিত কবিয়া সেলাই কবাইয়াছিলাম। আমি প্রতি শুক্রবার সাধু, ধার্মিক, জ্ঞানীদিগের সহবাসে যাপন করিতাম। সিংহাসনাবোহণের এক বৎসব পূর্বে আমি প্রতিজ্ঞা কবিয়াছিলাম যে, কোনো শুক্রবার মৃত্যু স্পশ কবির না। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কবি, তিনি আজীবন আমাকে এই প্রতিজ্ঞা পালনে শক্তি প্রদান করুন। ঈশ্বর এ পর্য্যন্ত আমাকে এই প্রতিজ্ঞা পালনে সাহায্য কবিয়াছেন।

আমাব অধীন কর্মচারিবৃন্দের অভাব অনুসাবে বেতন বৃদ্ধি করিবার আদেশ প্রদান কবিলাম। “আমাব পিতার মৃত্যুবশতঃ শোকপ্রকাশের দিন অতীত না হইলে কোনো ব্যক্তি বিবাহ কি অথবা কোনো প্রকার অহুষ্ঠানে কোনো প্রকার বাজ বাজাইতে পাবিবে না” এই মর্মে এক হুকুম জারি কবিলাম। এই সময়ে একদিন সংবাদ পাইলাম যে, হাকিম আলি নামক এক ব্যক্তি তাহার পুত্রের বিবাহে নানা প্রকার গীত বাজের আয়োজন কবিয়াছে। তাহাদের গীত বাজে নগর মুখবিত হইতেছে। আমি মহম্মদ তেকিকে এই কথা বলিয়া তাহাব নিকট প্রেরণ করিলাম যে,—“সে আমাব পিতার নিকট নানা বিষয়ে অশেষরূপে ঋণী, এই

শোকের সময় তাহাব এই প্রকার আমোদে লিপ্ত হওয়া কখনও কর্তব্য নহে। এই দুঃসময় ব্যতীত সে অগ্র সনবে পুত্রের বিবাহানুষ্ঠান কবিতো পাবিত।” যখন মহম্মদ তেঁকি, আমোদে উন্মত্ত, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের সন্মুখে আমাব এই কথা বলিল, তখন সকলেই আমোদ-প্রমোদ পরিত্যাগ কবিয়া নিরতিশয় ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া উঠিল। হাকিম আলি সাতিশয় অমৃতপ্ত হইয়া আমাকে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এক লক্ষ টাকা মূল্যের একছড়া মুক্তাব মালা প্রদান কবিল। আমি তখন উহা গ্রহণ কবিলাম। কিয়দ্দিন পরে তাহাকে আমাব সন্মুখে আহ্বান কবিয়া মুক্তাব মালাটি তাহাব গলদেশে অর্পণ করিলাম। বস্তুতঃ আমাব প্রজাবর্গের নিকট হইতে কোনো উপহাস গ্রহণ করিতে আমি লজ্জিত হই। কেন না আমি ইচ্ছা কবি, তাহাবা চিবদিনই আমাবই নিকট প্রত্যাশী থাকিবে। যত দিন আমাব ক্ষমতা এবং সামর্থ্য আছে, আমি তত দিন আমাব সমুদয় প্রজাকে গুণানুসারে পুৰস্কৃত কবিব।

কৰ্মচাৰীদিগেৰ বিবৰণ

আমি পঞ্জাবেৰ শাসনকৰ্ত্তা মহম্মদ থাকে এক লক্ষ টাকা, এক মলাবান পোষাক, হীৰক ও বহুমূলা মণিখচিত কোমববন্ধ, তববাবী ও বাজদণ্ড উপহাৰ প্ৰদান কৰিলাম। ইতি ফেবাব থাঁব বংশোদ্ভব। এই সময়েই মহম্মদ বেজাব হস্তে পঞ্চাশ হাজাব টাকা দিয়া দিল্লী নগৰীৰ দৰিদ্ৰ এৰা অত্যাগ্ৰ অধিবাসীসকলৰ মध्ये এই টাকা বিতৰণ কৰিবাব জগ্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলাম। উজীৰ থা বাজবংশোদ্ভব। ইতিপূৰ্বে তাহাকে উজীৰ উল মৌলক উপাধি প্ৰদান কৰিবাছিলাম, এক্ষণে তাহাকে পাঁচ শত হইতে এক হাজাব অশ্বাবোহী সৈন্তেৰ অধিনায়কপদে উন্নীত কৰিয়া উজীৰেৰ কাৰ্য্যে নিযুক্ত কৰিলাম।

সেখ ফবীদেৰ চতুৰ্থ পুত্ৰৰ সৈয়েদ আবডুল গফ্ফৰ তাহাব সন্তানদিগকে আদেশ কৰিয়া গিয়াছিলেন যে, তাহাব যেন কখনও শাস্তি, দুখ, স্বচ্ছন্দতাপূৰ্ণ নাগৰিক জীবন যাপন না কৰে। তিনি তাহাদিগকে সমগ্ৰ বিভাগেৰ দুঃখৰক্ষাপূৰ্ণ কাৰ্য্যে আজীবন ক্ষেপণ কৰিতে আদেশ প্ৰদান কৰিয়াছিলেন। এই সকল সন্তান বোখাবাব সৈয়দগণেৰ মধ্যে শৌৰ্য্যবীৰ্য্যেৰ জগ্ৰ চিৰবিখ্যাত হইয়া বহিয়াছে। সেখ ফৰীদ পূৰ্বে চান্নি হাজাব সৈন্তেৰ অধিনায়ক ছিলেন। এক্ষণে আমি তাহাকে পাঁচ হাজাব সৈন্তেৰ অধিনায়ক পদে অভিষিক্ত কৰিলাম।

কান্দাহাবেৰ শাসনকৰ্ত্তা মিৰ্জা সুলতান হোসেনিৰ পুত্ৰ মিৰ্জা বস্তম, বৈৰাম থাঁ, কুজেলবাসেৰ (red cap) * পুত্ৰ খাঁ খাঁন আবদাব ব্ৰহিম থাঁ,

* আকবৰেৰ স্ত্ৰপ্ৰসিদ্ধ প্ৰধান মন্ত্ৰীৰ পক্ষে এই পদটি নিতান্ত অবজ্ঞাসূচক বলিতে হইবে। সাধাৰণ পাৰসিগণ এই নামে অভিহিত হয়।

তাহার দুই পুত্র ঈরিদজি ও দোবাব এবং সেব খোজাকে তাহাদের পদোচিত খেলাত, মনিমুক্তার্থচিত তববাবী, পোষাক এবং বহুমূল্য সাজ সজ্জিত অশ্ব প্রদান কবিলাম। আবদাব বহমন বেগের পুত্র বিনামুক্তমতিতে তাহাব কার্য্য পবিত্যাগ কবিয়া আসিবাছিল। আমি অসন্তোষেব সহিত তাহাকে স্বকার্য্যে প্রত্যাবর্তন কবিত্তে আদেশ প্রদান কবিলাম। কেন না বাজার প্রতি অন্তবাবেব প্রধান লক্ষণ আন্তগত্যা, বাচনিক তোষামোদ নহে।

আমাব সিংহাসনাবোহণেব পূর্বেই কাবুলি লালা বেগকে বাজ বাহাদুরেব উপাধি প্রদান কবি। বাজ্য প্রাপ্তিৰ এক মাস পবে যখন তিনি আমাব আন্তগত্যা স্বীকাৰ কবিত্তে আসিলেন, তখন আমি তাঁহাকে বাহাদুরেব শাসনকার্য্যে নিযুক্ত কবিয়া এক লক্ষ টাকা উপহাব এবং এক হাজাব সৈন্তেব অধিনায়ক হইতে দুই হাজাব সৈন্তেব অধিনায়ক-পদে উন্নীত কবিলাম। তাঁহাব অধীন সমুদয় কর্ম্মচারীকে অবগত করান হইল যে, বাজ বাহাদুরেব মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত কবিবাব ক্ষমতা আছে। আমি আদেশ কবিলাম যে, তাঁহাব নিম্নপদস্থ ব্যক্তিগণেব অপেক্ষা তাঁহাব জায়গীর অধিকতব মূল্যবান বলিয়া পবিগণিত হইবে। তাঁহাব পূর্ব পুরুষগণ আজীবন বিশ্বস্ততাব সহিত সমর বিভাগে কার্য্য কবিয়াছেন এবং আমাদেব পবিবাবেব সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া তাঁহাকে এই পুরস্কার প্রদান কবিলাম। তাঁহাব পিতা আমাব পিতৃব্যেব অধীনে চিরাগচি অর্থাৎ আলো জ্বলাইবাব কার্য্য কবিতেন। তিনি নিজাম-ই-কাষাব * নামে অভিহিত হইতেন।

কাবুলেব মৃত মহম্মদ হাকিম মির্জাব একমাত্র পুত্র পূর্বে পাঁচশত সৈন্তেব অধিনায়ক ছিল, তাহাকে এক সহস্বেব পদে এবং রাজপুত বীর

* রক্তনশালার পবিদর্শক। এক প্রকাব খাণ্ডেব নাম ক্কাষাব।

কাৰুজেনকে ৰাজভক্তিৰ পুৰস্কাৰস্বৰূপ আট শতাব্দীত পদ হইতে পদেৰে
শত সৈন্তেৰে অধিনায়ক-পদে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিলাম। মিৰাণ সদৰ উদ্দিনকে
তিনি শতাব্দীত পদ হইতে এক সহস্ৰ সৈন্তেৰে অধিনায়ক-পদে উন্নীত কৰি
লাম। আমাৰ পিতাৰ পুৰাতন ভূতাসমূহেৰে মধে ইনি একজন অতি
পুৰাতন ভূত। যখন সেখ আবদুল নেব্বি আমাকে “৬০ গল্প” পাঠ
কৰিতে শিক্ষা দিতেছিলেন, তখন ইনি বাজবীৰ লাইব্ৰেৰীতে কল্প
কৰিতেন। বস্তুতঃ আমি তাহাকে আমাৰ খলিফা অংশু বুলিয়া
সন্মান কৰিতাম। কিন্তু পিতা আমাৰ শিক্ষক আবদুল নেব্বিকে বেৰুপ
সন্মান কৰিতেন, একপ সন্মান অতি অল্প লোককেই কৰিতেন।
মেখদামউল্-মৌলক্ (বাহাব পূৰ্ব নাম সেখ আবদুল্লা ছিল), বিজ্ঞান
শাস্ত্ৰে, বাগ্‌চিতায় এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে তাহাব সময়ে অভুলনীয় ছিলেন।
পিতা ইহাকেও যথেষ্ট সন্মান কৰিতেন। কিন্তু পৰিশেষে ইল্লি পিতাৰ
অসন্তোষভাজন হন এবং আবদুল নেব্বিই পিতাৰ প্ৰিয় পাত্ৰ হইয়া উঠেন।
সেখ আবদুল্লা বয়োবৃদ্ধ ছিলেন এবং আফগান সৈন্যৰ খাঁ ও তাহাৰ পুত্ৰ
সেলিম খাঁৰ নিকট তাহাব অপৰিমিত প্ৰতিপত্তি ছিল। জ্যোতিষ বিজ্ঞান
তাহাৰ অপৰিসীম জ্ঞান ছিল।

— — — — —

প্রতিশ্রুতি পালন ও ধর্মোপদেশ

হাকিম হাজাম যখন মেওয়াবান্নেহাবে দৌত্য কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন আউজবেকসেব সম্রাট আবছল্লা খাঁর পিতাব মৃত্যুতে তাঁহাকে সাহুনা প্রদান কবিবাব জগ্ন মিরাণ সদব জাহানকে প্রেরণ কবা হয়। তিনি তিন বৎসর পবে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে পিতা তাঁহাকে সমব-বিভাগের কোনো উচ্চ কর্মে নিয়োগ কবেন এবং ক্রমশঃ তাহাব পদোন্নতি হয়। পরিশেষে তিনি সাম্রাজ্যেব সর্ব প্রধান ভিক্ষাদাতাব পদ লাভ কবেন। সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে মিরাণ সদব জাহান সর্বদাই আমাদের একান্ত অহুগত। ধর্ম এবং বীর্য্যেও তিনি অতিশয় উচ্চ। তিনি এরূপ কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে ও বিশ্বস্ততার সহিত সকল কার্য্য সম্পাদন কবিয়াছেন যে, তাহাতে আমাদের প্রতি তাঁহার আশৈশব একান্ত অনুবাগই প্রকাশ পাইতেছে। আমি যখন যুববান্ন ছিলাম, তখনই তাঁহাকে কোনো উচ্চ পদে নিযুক্ত এবং তাঁহার সর্ব প্রকাষ ঋণ পরিশোধ কবিত্তে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। হিন্দুস্থানের সিংহাসনারোহণ কবিয়াই আমি তাঁহাকে আমার প্রতিশ্রুতি শ্রবণ কবাইয়া তাহা পালন কবিব বলিয়া জানাইলাম। তিনি সংবাদ পাঠাইলেন যে, তাঁহাকে যদি চাবি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্তের অধিনায়ক-পদ প্রদান করা হয়, তবে তিনি তদ্বাবাই তাঁহাব ঋণ পরিশোধ কবিত্তে সমর্থ হইবেন, তিনি অন্য কিছু আকাঙ্ক্ষা কবেন না। আমার নিয়ম ছিল যে, সর্বাগ্রেই কাহাকেও এক শতাব অধিনায়ক অপেক্ষা উচ্চ পদ প্রদান কবা হইবে না। তথাপি তাহার প্রার্থনানুসারে আমি তাঁহাকে চারি সহস্রাব পদে অভিবিক্ত কল্পিলাম। বাস্তবিক সহস্র তীর্থে গমন কবা অপেক্ষা একটি বিশ্বস্ত হৃদয়ের

প্রগাঢ় প্রেম লাভ করাই আমি অধিকতর মূল্যবান মনে করি। সাধ্যাতীত না হইলে, স্বধর্মী কিংবা বিধর্মী গণনা না করিয়াই আমি সকল লোকের আশা পূর্ণ কবিতো নিতান্ত ইচ্ছুক। আমার ন্যায় কত সহস্র লোক কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এই সৌব জগৎ স্থির বহিয়াছে। যে ক্ষণস্থায়ী সময়ের জন্য আমরা এই পৃথিবীতে আছি, তন্মধ্যেই এমন কিছু করিয়া যাইতে হইবে, যাহার ফল অনন্তকাল স্থায়ী এবং যাতে আমাদের পবকাল সুখপূর্ণ হইতে পারে। এই পৃথিবীতে সহৃদয়তা, সপ্রেম ব্যবহার, মনুষ্যেব প্রেম ও প্রীতির মূল্য নাই। চুট সন্তানগণের অপব্যয় কবিতা উড়াইয়া দিবার জন্য অগণিত ধনবাশি এবং বহুলক্ষ্য রাখিয়া যাওয়া অপেক্ষা একটিমাত্র হৃদয়েব প্রেম লাভ কবা, একটি মাত্র মনুষ্যকে সুখী করা, আমি অধিকতর মূল্যবান জ্ঞান কবি, ইহাই আমাব পক্ষে অধিকতর আদরীয়। পুত্র। স্রবণ বাখিষো যে, এই পৃথিবীই আমাদের চিব বাসস্থান নহে। ঐ স্থানেব কোনো দ্রব্যেব উপবই অনন্ত আশা এবং চির বিশ্বাস স্থাপন করিয়ো না। তুমি কি শ্রবণ কর নাই, কিকপে ঐ পাশ্চাত্য দেশে মহান্ সলোমনের সিংহাসনও চূর্ণ হইয়াছিল? যিনি জ্ঞান, ধর্মালোচনা এবং মানবের সুখ-শান্তি বিধানার্থ হিতকর কার্যে জীবন ক্ষেপণ করেন, তিনিই দ্বন্দ্বতোভাবে সুখী। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ধর্মালোচনায় জীবন ক্ষেপণ করেন, কিন্তু তুমি যে প্রকার কার্যেই লিপ্ত থাক না কেন, এই জীবন দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছে। যে সম্পত্তি যক্ষের ধনেব হ্রাস সঞ্চয় করিয়াছ এবং যাহা তোমার পশ্চাতে রাখিয়া যাইতে বাধ্য হইবে, তাহাব অধেষণে দৌড়ান মবীচিকার অনুসরণ মাত্র। যদ্বাবা তুমি অমর জীবন লাভ করিবে এবং তোমার কীর্তি চিরস্থায়ী হইবে, তাহাই সঞ্চয় কবিবার জন্য মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিতে হইবে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিব জ্ঞান ও উপদেশ লাভ কবিতো সচেষ্ট হও। কেব না, শিকারীব নিপুণতা থাকিলেও বুদ্ধ নেকড়ে খুঁড়তায় পরিণত। তোমার

প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত বিবাদ থাকিলে, বীর্য্য এবং সাহসের সহিত তাহার সন্মুখীন হও, ব্যাত্রই সিংহের সহিত যুদ্ধ কবিবার যোগ্য। নবীন যোদ্ধাব-
 ত্তবাবারী অতিশয় তীক্ষ্ণ হইলেও ভীত হইয়ো না ; বহু যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত-
 দেহ, বৃদ্ধ, ও অভিজ্ঞ যোদ্ধাকে ভয় কবিয়ো। তবণ যুবকের সিংহ ও হস্তীর
 সহিত যুদ্ধ কবিবার মত শক্তি থাকিতে পাবে, কিন্তু সংসারের শত ঝঞ্ঝা-
 বাতে আহত বৃদ্ধের ন্যায় তাহার অভিজ্ঞতা কোথায় ? সঙ্কটপূর্ণ সংসারের
 কষ্টকের মধ্যে বাস কবিয়া, দুঃখ দুর্দিনের মধ্য দিয়া মানুষ অভিজ্ঞতা লাভ
 করে। তোমার দেশকে উন্নত, জীবন্ত, ক্ষমতাশালী ও সুখী কবিত্তে
 হইলে নবীন যুবকের পরামর্শে আস্থা স্থাপন কবিয়ো না , বিপদ আপদে
 পরীক্ষিত হইয়া শত দুঃখ কষ্ট মন্তকে লইয়া যাহাবা স্বদেশের সেবা
 করিতে করিতে বৃদ্ধ হইলেন, তাঁহাদের পরামর্শ লইয়া দেশের কার্য্য
 করিবে। এখন হইতে তোমার পুত্রকে দুঃখ বিপদের মধ্যে ফেলিয়া দাও,
 জাহা হইলে যথাসময়ে সে নির্ভীকভাবে সংগ্রামে যোগদান করিবে।
 বিলাসে পান্নিত সাহসী ব্যক্তিও বিপদ উপস্থিত হইলে ভয়াতুব হইয়া পড়ে।
 আমরা দুইটি লোককে ক্ষমা করিতে পারি না। যুদ্ধে যাহাব পৃষ্ঠদেশ দেখা
 যায়, সে সন্মুখীন হইলেই তাহাকে অবিলম্বে কাটিয়া ফেলা উচিত। এবং
 কাপুরুষ ক্ষমাব যোগ্য, কিন্তু ভীষণ সংগ্রামের মধ্যে যে ব্যক্তি তরবারী
 হস্তে থাকিতেও পলায়ন করে, সে ক্ষমার অযোগ্য, তাহাকে হত্যা
 করিয়া তরবারী কলঙ্কিত করাও উচিত নহে।



ମହାମାୟା ନୃପଜାହାନ ।

নূরজাহান ও তাঁহার পিতা

মির্জা ঘিাস বেগেব যথোচিত প্রশংসা কবা আমার সাধ্যাতীত... আমার পিতাব অবীনে তিনি সমগ্র বাজবাটার পরিচালক, এক হাজার সৈন্তেব অধিনায়ক ও সাম্রাজ্যেব দেওয়ানেব পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আমি তাহাকে সাত হাজার সৈন্তেব অধিনায়ক ও সাম্রাজ্যেব দেওয়ানের পদে অভিষিক্ত কবিলাম, অধিকন্তু তাঁহাকে এতমাদুদোলা উপাধি প্রদান কবিলাম। বর্তমান সময়ে গণিত শাস্ত্রে তাঁহাব প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাই। বচনাব মাধুৰ্য্যে, লেখনীৰ পাবিপাটে, প্রাচীন কাব্য সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচার ও জ্ঞানে তিনি অতুলনীয়। তাহাব স্মৃতিশক্তিও অত্যন্তুত। তিনি যে প্রকাব বিনা আয়াসে ও মধুবভাবে প্রাচীন কবিতা সকল আৰুত করেন, তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তিনি অত্যন্ত যত্নসহকারে এই সকল কবিতা সংগ্রহ কবিয়া রাখিষাছেন এবং স্বয়ং অতি মধুৰ, চিত্তাকর্ষক এবং উচ্চভাবসম্বলিত কবিতা বচনা করিষাছেন। তিনি চুনাচুণ কাব্য একটি উত্তেজক পানীয় দ্রব্য প্রস্তুত কবিষাছেন। বলিতে কি রাজ্য-সংক্রান্ত ব্যাপারে যেবিষয়ে তাঁহাব পরামর্শ গ্রহণ কবা হয় নাই, তাহাতেই কোনো প্রকাব ত্রুটি বহিয়া গিষাছে। এতমাদুদোলা আমার সুহৃদ্বন্ধিগী নূরজাহান এবং আসফ খাঁর পিতা। আসফ খাঁকে আমি আমার লেক্টেনাণ্ট জেনাবল নিযুক্ত কবিয়াছি এবং পাঁচ হাজার সৈন্তেব অধিনায়ক-পদ প্রদান কবিয়াছি। আমার চাবিশত জীর সৈন্ত নূরজাহান সর্কশ্রেষ্ঠা। আমি তাঁহাকে ত্রিশ হাজার সৈন্তেব অধিনায়ক-পদ প্রদান কবিয়াছি। সমগ্র সাম্রাজ্যেব মধ্যে এমন একটি নগর অল্পই

আছে, যাহা এই বাজমহিষী-সুদৃশ অট্টালিকা, মনোহর এবং বিস্তৃত উদ্যানদ্বারা শোভিত করেন নাই। এই সকল সুশোভন অট্টালিকা ও উদ্যান তাঁহার অপূর্ব সৌন্দর্য্যময়বাগ এবং দানশীলতার পরিচায়ক। পূর্বে আমি তাঁহাকে বিবাহ কবিতে ইচ্ছুক ছিলাম না। আমার পিতাবৃদ্ধকালে তিনি সুব আফগানের বাগদত্তা ছিলেন কিন্তু এই সেনাপতি হত * হইবাব পব, আমি কাজীকে আহ্বান কবিয়া নুবজাহানকে বিবাহ এবং তাঁহাকে ৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা যৌতুক প্রদান কবিয়া ছিলাম। নুবজাহান অলঙ্কারাদি ক্রয় কবিবার জন্য এই টাকা চাহিয়া ছিলেন, আমি বিনা বাক্যব্যয়ে উহা তাঁহাকে প্রদান কবিয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত আমি তাঁহাকে একটি বহুমূল্যবান মুক্তার মালা উপহাৰ দিয়াছি। এই মালাতে ৪০টি মুক্তা আছে, প্রত্যেক মুক্তার মূল্য ৪০ হাজার টাকা। এই সময়ে আমার বাটীৰ যাবতীয় দ্রব্য, স্বর্ণ এবং বস্ত্রালঙ্কার, একমাত্র তাঁহাবই অধীনে ছিল। এই বাজমহিষী আমার একান্ত বিশ্বাসের পাত্ৰী। তিনি আমার সমুদয় গোপনীয় বিষয় জ্ঞাত আছেন। ঋদ্ধিক আমার সমগ্র সাম্রাজ্যের স্বথ, সৌভাগ্য এই অতুল প্রতিভাযুক্ত পরিবারের উপর নির্ভর কবিতেছে এবং তদ্বারাই চালিত হইতেছে। এই পরিবারের পিতা আমার দেওয়ান, পুত্র আমার লেফটেন্যান্ট জেনারেল এবং কন্যা আমার সমুদয় সুখদুঃখভাগিনী ও চিবসহচরী।

* জাহাঙ্গীর সের আফগানের হত্যা ব্যাপারে কলঙ্ক অর্জন কবিয়াছিলেন; তাহা সকলেরই স্ববিদিত।

রায় রায়ান

বায় বায়ান উপাধিধারী রাজা বিক্রমজিতেব পুত্রকে আমি গোলন্দাজ সৈন্তেব পবিদর্শক নিযুক্ত কবিলাম। আমাব সমগ্র সাম্রাজ্যেব সমুদয় কামান ও গোলন্দাজ সৈন্ত ব্যতীত কেবল বাজধানীতেই ৬০ হাজার উষ্ট্র-বাহী কামান সর্বদা প্রস্তুত বাখিতে আদেশ প্রদান কবিলাম। প্রতি কামানেব জন্ত দশ সেব বাকদ ও কুডিটি গোলা এবং সর্বপ্রকার প্রযোজনীয় দ্রব্যো সজ্জিত কুডি হাজাব বৃহত্তব কামান বাখিতে আদেশ দিলাম। এই বিভাগেব ব্যয় বহন কবিবাব জন্ত কুডিটি পবগণাব রাজস্ব নব লক্ষ টাকা নিদিষ্ট কবিলাম। “এই বিশাল সৈন্ত সর্বদা সম্রাটের অনুগমন কবিবে” এই আদেশ দিলাম।

বায় বায়ান আমাব পিতাব অধীনে দেওয়ান ছিলেন এক তিখি তাঁহাব একজন অতি পুৰাতন কর্মচাবী। তিনি একশে বৈয়ন ষয়সে বুদ্ধ হইয়াছেন, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতায়ও তদনুকূপ পবিপক্ক হইয়াছেন। তিনি নাগরিক এবং সামবিক উভয় বিষয়েই অভিজ্ঞ। যখন তিনি আমাব পিতাব অধীনে কর্ম কবিতেন, তখনই তিনি বহু ধন সঞ্চয় কবিয়া-ছিলেন। তাঁহাব সমপদস্থ হিন্দুদিগেব মধ্যে তিনি অভুলনীয় ধনী ছিলেন। বর্তমান সময়ে সহবেব কযেকটি সওদাগবেব নিকট তাঁহার ২০ কোটি টাকা সঞ্চিত আছে। হস্তীশালার পবিদর্শকের পদ হইতে তিনি একগুণে উজীর-উল-ওমবাব পদে উন্নীত হইয়াছেন। বোধায়। অধিবাসী সৈয়দ চাঁদেব পুত্র সৈয়দ কমলকে সাত শত সৈন্তেব অধিনায়ক-পদ হইতে এক সহস্রেব পদে উন্নীত কবিয়া হিন্দুস্থানেব প্রাচীন রাজ্য-

পুণের রাজধানী দিল্লী নগরী জাযগীবস্বরূপ প্রদান কবিলাম। আফ-
গানদিগের সহিত যুদ্ধে সৈয়দ কমলের পিতা পেশওয়ার নগরে হত হন।
থেরুনি আজিমের পুত্র মির্জা খোবেমকে দুই হাজার অশ্বরোহী সৈন্যের
অধিনায়কত্ব হইতে তিন হাজারের পদে স্থাপিত করিলাম।

সতীদাহ প্রথা এবং হিন্দু জাতির প্রতি অনুরাগ

হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত সতীদাহ প্রথা সম্বন্ধে আমি ইতঃপূর্বেই আদেশ প্রচার করিয়াছিলাম যে, সন্তানবতী জননিগণ স্বামীর সহগমন করিতে ইচ্ছুক হইলেও এই প্রকারে জীবন বিসর্জন দিতে পারিবে না। এক্ষণে আমি পুনরায় আদেশ দিলাম যে, কোনো স্ত্রীলোককেই বলপ্রয়োগ করিয়া স্বামীর সহিত এক চিতায় জীবন্ত দাহ করিতে পারিবে না।

অপর দিকে ইহাও আদেশ দিলাম যে, হিন্দুগণের কোনো ধর্ম্মানুষ্ঠান কিংবা অপর কোনো কার্য্য কেহ বলপ্রয়োগ করিয়া ধ্বংস করিতে কিংবা বাধা দিতে পারিবে না। কারণ, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর তাঁহার করুণার প্রতিবিশ্বরূপে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার দয়া অপরিমিত, সমুদয় সৃষ্ট জীব তাঁহার দয়া সমভাবে পাইতেছে। সুতরাং একটি বিশাল জাতির উচ্ছেদ সাধন আমার পক্ষে নিতান্ত অসুচিত এবং অকর্তব্য। সমগ্র হিন্দুস্থানে ছয় ভাগের মধ্যে পাঁচ ভাগই পৌত্তলিক হিন্দু। সাম্রাজ্যের সমুদয় ব্যবসায় বাণিজ্য, সর্ব্বপ্রকার শিল্প তাহাদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। তাহাদিগকে সত্য ধর্ম্মে আনিতে হইলে কোটী কোটী লোকের প্রাণ নাশ করিতে হইবে। কিন্তু মানবের প্রাণ হরণ করা আমার কর্তব্য কার্য্য নয়। অত্যাশ্রয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিয়মের মধ্যে এই নিয়ম করিলাম যে, রাজকার্য্যে নিযুক্ত কোনো সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব ব্যক্তি তাঁহার জন্মভূমি দেখিতে ইচ্ছুক হইলে, মিরবন্দী সেখ ফরীদের নিকট দেরখাস্ত প্রেরণ করিবেন। তাহা হইলে অনায়াসে স্বদেশে যাইবার

অল্পমতি প্রাপ্ত হইবেন। এতদিন লাল রঙের কাগজে জায়গীর দানের
মলিল লেখা হইত, এখন হইতে সোনালী রঙের কাগজে তাহা হইবে—
এই আদেশ দিলাম।

মহাবৎ খাঁ

উজ্জীৰ খাঁকে অপরিমিত ক্ষমতা প্রদান করিয়া বঙ্গদেশের দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত করিলাম। বিগত দশ বৎসরের খাজনার সঠিক হিসাব না পাওয়াতে এই বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্ত তাঁহাকে তথায় প্রেরণ করিলাম। বাদক্সানেব রাজকুমার মির্জা সাবোংগের পুত্র মির্জা স্থলতান পিতার সমুদয় সম্ভানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সদৃশগাথিত। তাহাকে আমি আমাব পুত্রের তায় জ্ঞান করি। তাহাকে আমীর-উল-ওমরার নিজে স্থাপন করিলাম। বাজা মানসিংহেব তুষ্টি সাধনার্থ তাঁহার পুত্র রাজা ভাউ সিংহকে পনেরো শত সৈন্তেব অধিনায়ক-পদে উন্নীত করিলাম। রাজা মানসিংহের পনেরো শত সৈন্ত বর্তমান। প্রত্যেক স্ত্রীর দুই তিনটি সন্তান জন্মিয়াছিল কিন্তু একমাত্র ভাউ সিংহ ব্যতীত আর কেহই জীবিত নাই। পিতার মুখ উজ্জল করিতে পাবে, এমন গুণ ভাউ সিংহের ছিল না, তথাপি আমি তাহার পদোন্নতি করিতে অনুরক্ত হইয়াছিলাম। সে আমার পিতার অধীনে পাঁচ শত সৈন্তের অধিনায়ক-পদে কার্য্য করিতেছিল। কাবুলী ঘোরবেগের পুত্র জেমোনা বেগ বাল্যাবধি আমার অধীনে কার্য্য করিতেছেন। আমার রাজ্যারোহণের পূর্বে আমি তাঁহাকে পাঁচ শত সৈন্তের অধিনায়ক-পদ প্রদান করিয়াছিলাম। এক্ষণে তাঁহাকে মহাবৎ খাঁ উপাধি প্রদান করিয়া পনেরো শত সৈন্তের অধিনায়ক-পদে স্থাপিত করিয়া সাম্রাজ্যের সমগ্র শিল্প বাণিজ্যের পরিদর্শক নিযুক্ত করিলাম।

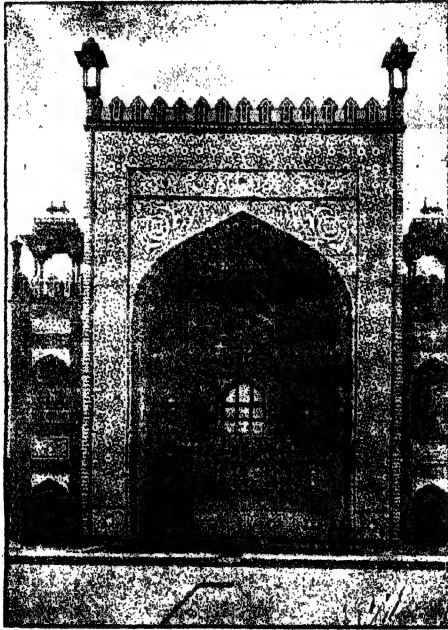
আমার অখারোহী সৈন্তবর্গ এবং অগ্ন্যাগ্ন কন্দচারিগণকে অশ্ব বিতরণ করিবার জন্ত আস্তাবলের রক্ষক বিকণ দাসকে আমার সম্মুখে প্রত্যহ দুই শত অশ্ব আনিতে আদেশ করিলাম।

পারভিজের বিবাহ✓

১৬১০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বরে আমার প্রিয় পুত্র পারভিজের সহিত বেহরাম মির্জাব পৌত্র মির্জা রস্তুমের কন্যাব বিবাহ হয়। এই বিবাহের সময় পারভিজকে আমি ২ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছিলাম। বিবাহ-উৎসবের সময় মূল্যবান পরিচ্ছদসমূহ আত্মীয়দিগকে উপহাস প্রদান করা হইয়াছিল এবং একশত মণ অশুক চন্দন প্রভৃতি স্নগন্ধি দ্রব্যের ধূমে চতুর্দিক সৌভাগ্যপূর্ণ হইয়াছিল। আমাব প্রাসাদে বধু আগমন কবিলে আমি তাহাকে ৬০ মুক্তাব একটি মালা উপহার দিলাম। প্রত্যেক মুক্তাব দাম ১০ হাজার টাকা। আমি তাহাকে আরো ২৫ হাজার টাকা মূল্যব একটি চুনী উপহাস দিলাম। ইহাদেব ব্যতীত জম্মা বাৎসরিক ৩ লক্ষ টাকা নিদিষ্ট কবিলাম এবং সুরাট হইতে একশত বাদী আনিয়া তাহাদের অধীনে রাখিয়া দিলাম।

মির্জা আলি আকবর সাহিকে চারি হাজারের পদে উন্নীত করিয়া কাশ্মীরের সীমান্ত প্রদেশেব শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলাম। আমি তাহাকে একটি অশ্ব, মণিমুক্তাখচিত অশ্বের সাজ, কোমরবন্ধ, তরবারী এবং এক লক্ষ টাকা ইনাম প্রদান করিলাম। বকার খাঁ হুদজুম সানি আমার পিতার অধীনে তিন শতের পদে কার্য্য করিতে-
ছিলেন। আমি ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে দুই হাজারের পদ প্রদান করিলাম এবং তাঁহাকে মুলতানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া আলি খাঁ নদী এবং তৎসন্নিকটবর্তী স্থানসমূহের সেনাপতি নিযুক্ত করিলাম। তাঁহার নিরোগ-
পক্ষে তাঁহাকে আমার “পুত্র” নামে অভিহিত করিয়া নূরজাহান বেগমে

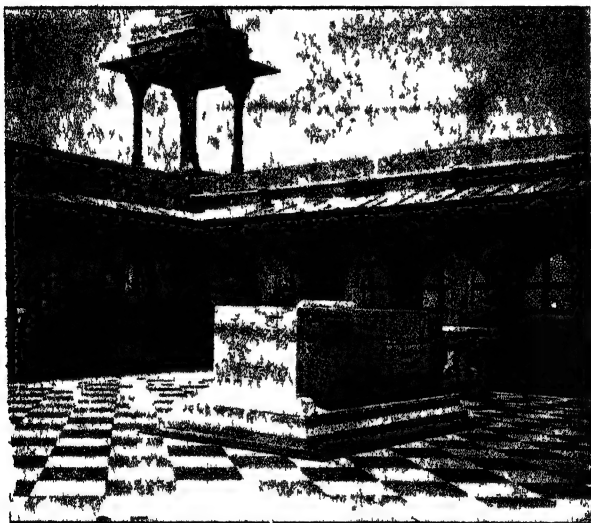
ভগিনী-কন্ঠার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলাম। তিনি একজন সাহসী ও
বীৰ্য্যশালী বিশ্বস্ত সৈনিক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। সুযোগ পাইলেই
আমি তাঁহার পদোন্নতি সাধন করিব। রাণা সিংহকে তিন হাজার টাকা



সেকেন্দ্রা—পশ্চিম তোরণ।

পারিতোষিক প্রদান করিয়া আমার পিতার সমাধি স্থানের পরিদর্শক
নিযুক্ত করিলাম। আগ্রা নগরীর পশ্চিম প্রান্তে এই সমাধি * অবস্থিত।

আমি আমীরদিগকে আদেশ কবিয়াছি যে, বাজসভায় আসিয়া আমাকে সম্মান প্রদর্শন কবিবাব পূর্বে তাঁহাদিগকে পিতাব সমাধিব প্রতি সম্মান প্রদর্শন কবিতে হইবে। আমি নিয়ম করিলাম যে, সাম্রাজ্যশাসন-কার্যে অভিজ্ঞ লোক নিযুক্ত ববিতে হইবে। প্রয়োজনীয় দ্রুত শাসন-কার্য



সেকেন্দ্রার উপবে নকল গোব ।

কখনো স্থলবুদ্ধি ব্যক্তিদ্বারা সুসম্পাদিত হইবাব আশা নাই। আবাব সাম্রাজ্য বিষয়ের জ্ঞাত কার্যক্রম তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির প্রয়োজন নাই। সাম্রাজ্য-পরিচালনে এই সকল বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, নতুবা সমূহ গোলযোগেব সম্ভাবনা।

বিদ্রোহ নিবারণ

এই সময়ে সংবাদ পাইলাম যে, বকি খাঁর অধীন সমরখন্দ প্রদেশের অধিবাসিবৃন্দ ওয়ালি খাঁ নামক এক সর্দারের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। আমার প্রতি এই সর্দারের বিরুদ্ধাচরণের সম্ভাবনা বুঝিয়া আমি প্রথমে পারভিজকে ইহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম এবং মনে করিয়াছিলাম যে, দাক্ষিণাত্য জয়ের পর আমি স্বয়ংই সমরখন্দ জয় করিতে গমন করিব। কিন্তু ভারতবর্ষে যথেষ্ট সৈন্য না রাখিয়া এই মহাদেশকে আমার কোনো পুত্রের শাসনাধীনে রাখিয়া যাওয়া নিতান্তই অবিবেচকের কার্য্য মনে করিয়া পারভিজকে উদয়পুরের রাণার বিরুদ্ধে প্রেরণপূর্বক উক্ত রাজ্য জয় করিয়া তাহাকে উহা জায়গীরস্বরূপ প্রদান করিলাম; এবং অগ্রান্ত ব্যক্তিকেও মুলতান ও আগ্রা নগরী প্রদান করিলাম। ঈশ্বর কৃপা করিয়া যদি এই বিষয়ের চিন্তা হইতে আমাকে মুক্ত করেন, তবে এই বৎসরই আমি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে গমন করিব। যদি গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ রাণা তখনও আমার বিরুদ্ধাচরণ করেন, তবে তাঁহাকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্ত আমার অধীন সমুদয় সৈন্য নিয়োগ করিব। পারভিজের অধীনে যে সৈন্য আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহার মধ্যে আমার পিতার উজীর আসফ খাঁ সর্বপ্রধান ছিলেন। নাগারা এবং জয়ঢাক অঙ্কিত পতাকা প্রদান করিয়া তাঁহাকে আমি পাঁচ হাজার সৈন্যের অধিনায়কপদে অভিষিক্ত করিলাম এবং তাঁহাকে একখানি হীরকখচিত তরবারী, যুদ্ধের হস্তী ও বহুমূল্য সাজে সজ্জিত যুদ্ধাশুও প্রদত্ত হইয়াছিল। এই সময়ে আমি তাঁহাকে আমার পুত্রের শিক্ষক

নিযুক্ত কবলাম। আসফ খাঁর পূর্ব নাম জফর বেগ ছিল, ইনি কাজভান অধিবাসী। আমার পিতা ইঁহাকে আসফ খাঁ উপাধি প্রদান করেন। আসফ খাঁ সর্বপ্রথমে পিতার অধীনে মীষ বকসীর কায্য কবিতেন। অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিব গুণে তিনি উজীবেব পদে উন্নীত হন। তিনি প্রভূত ক্ষমতার সহিত ছই বৎসর এহ কায্য পবিচালন করেন। তাঁহার দূরদর্শিতা ও নানাপ্রকার বিজ্ঞাবুদ্ধি পবিচয় পাইয়া আমি তাঁহাকে আমীবেব পদে উন্নীত কবলাম। এই সময়ে সমুদয় শ্রেণীর কর্মচারিবৃন্দকে আদেশ কবলাম যে, তাঁহারা যেন বিনা বাধ্যব্যয়ে তাঁহার আজ্ঞা বহন কবে, কেন না আমি নিশ্চিতই জানিতাম যে সৎ এবং সাধু উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি সকল কায্য এবং সকল বিষয়ের নিবপেক্ষ বিচার করিবেন। এই সময়ে সাহাজাদা পাবভিজ্কে ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের মুক্তাব মালা উপহার প্রেবণ কবিয়া বলিলাম যে, বাণাব রাজ্যে পারভিজাবাদ নাম প্রদান কবিয়া বেণারসেব ন্যায্য একটি নগর নিৰ্ম্মাণ কবিত্তে হইবে। স্থপতিবিজ্ঞাবিশাবদ আবদারাজাককে এক হাজ্জাব সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করিয়া সাহাজাদাব বকসী নিযুক্ত করিয়া দিলাম এবং আসফ খাঁর কাকা মোক্তিয়াব বেগকে আট শত সৈন্যেব সেনাপতি কবিয়া আমার পুত্রের সহগমন করিতে আদেশ প্রদান কব্বিলাম। আফগান সেখ রাহুদ্দিনকে আমার সিংহাসনারোহণের পূর্বে সের খাঁ উপাধি প্রদান কবিয়াছিলাম। তিনি অতিশয় সাহসী ব্যক্তি, কিন্তু কল্পেকজন কান্দাহারী সামন্তেব অধীনে কর্ম কবিবার সময় মদ্যপানাসক্ত হইয়া পড়েন।

আবুল ফজল

আবুল ফজলের পুত্র সেথ আবদার বহমনকে দুই হাজার অধারোহী সৈন্তেব সেনাপতি পদে উন্নীত করিলাম, যদিও আমি আবুল ফজলকে এক চঞ্চলমতি লোক বলিয়া জানিতাম। কাবণ পিতার উপর তাহার অসীম প্রভাববশতঃ পিতাব বাজহের শেষ সময়ে তিনি পিতার প্রাণে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল কবিয়া দিয়াছিলেন যে, কোবাণ ঈশ্বরের বাক্য নহে, ইহা মহম্মদ কর্তৃক গিথিত এবং মহম্মদ ঈশ্বর প্রেবিত পয়গম্বরও নহেন, তিনি অসাধারণ ক্ষমতাবিশিষ্ট আবব দেশীয় একটি মহম্মা মাজ। এই কাবণে আমি লোক নিযুক্ত করিয়া আবুল ফজলকে হত্যা করিলাম।* পিতা এজ্জ মাব প্রতি নিবতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া পড়েন এবং এই হেতু অসন্তোষ খসককে আমার অপেক্ষা উচ্চ পদ ও অধিক ক্ষমতা প্রদান করেন। এমন কি, তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর খসরুই হিন্দুস্থানের সিংহাসনারোহণ করিবে। কিন্তু যে দেবতাব জন্ত আমি পিতাব অসন্তোষভাজন হইয়াছিলাম, সেই মহম্মদের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া তখন বলিয়াছিলাম যে, তাঁহারই সাহায্যে আমি হিন্দুস্থানের সিংহাসন বিনা আয়াসে লাভ কবিব। সেথ সাদি বলিয়াছেন— “ঈশ্বর যাহাকে লইতে মনস্থ কবিয়াছেন তাহাকে লইবেনই, যদিও অবিশ্বাসী ব্যক্তি দেহকে লুকাষিত করিবাব চেষ্টা করিয়া থাকে।”

৬। * জাহাঙ্গীর এই ক্ষমতাশালী ইতিহাস-লেখকের হত্যার মূল, এ বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ করেন। এই স্থানে জাহাঙ্গীর তাহা পরিভাররূপে স্বীকার করিতেছেন।

পরিশেষে সৰ্ব্বশক্তিমান প্রভু তাঁহাব ইচ্ছাই পূর্ণ করেন। আবুল ফজলের মৃত্যুর পৰ পিতা অত্যন্ত কার্য্যে মনোনিবেশ করেন এবং পুনরায় নিষ্ঠাবান ধৰ্ম্মবিশ্বাসী হন।

তুর্ক কাবার্থার উজীব সাদেক খাঁর পুত্র জয়েদ খাঁকে দুই হাজাব সৈন্তেব অধিনায়ক-পদে উন্নীত করিলাম। আমাব পিতার বাজস্বেব সময় ইনি গোলন্দাজ সৈন্তেব সেনাপতির কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন কৰিয়াছিলেন এবং আসীরেব অববোধেব সময় কার্য্যতৎপরতা এবং কৌশল প্রদর্শন কৰিয়া খ্যাতি লাভ কৰিয়াছিলেন। এই কারণে আমি তাঁহাকে এই পদ প্রদান কৰিলাম এবং ত্ৰিশ হাজার টাকা ও একটি বৃহৎ চুনী উপহাৰ দিলাম। কেচোষাব হিন্দুবংশোদ্ভব বায় মনোহৰ যৌবনে আমাব পিতাব বিশেষ রূপাপাত্র ছিলেন। পিতা ইহাব সহিত পাবসী ভাষায় কথোপকথন কৰিতেন। বস্তুতই তিনি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি, অতাপি তিনি বাজকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। রাজা মানসিংহেব পিতৃত্ব পাছাড থা দুই হাজাব সৈন্তেব অধিনায়ক। তিনি সমবকৌশলে ও যুদ্ধবিজ্ঞায় সবিশেষ পৰিপক্ক, কিন্তু তিনি নিৰ্জ্জনতাপ্ৰিয়। আমার পিতাব অন্তরে তাঁহাব এক ভয়ী আছেন। তিনি অলোকসামান্য সুন্দরী, কিন্তু তাঁহাব অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ। দৌলত থা আমাব পিতাব অন্তৰ মহলের সৰ্ব্বপ্রধান খোজা ছিলেন, এই জন্ত তিনি নজিরউদৌলা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সাম্রাজ্যেব মধ্যে ইহাব আয় ঘুষখোর এবং কর্তব্যকার্য্যে অবহেলাপৰায়ণ লোক দ্বিতীয় ছিল না। মৃত্যুকালে সন্মালঙ্কার, স্বর্ণ, বোপা তৈজসপত্র, মূল্যবান কাচ, পিত্তল এবং কাম্বেব তিন কোটী টাকাব তৈজসপত্র ব্যতীত ২০ কোটী মুদ্রাই রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাব মৃত্যুর পৰ এই সমুদয় দ্রব্যই পিতাব রাজকোষে গিয়াছিল। জেন থা কোকাব পুত্র জফরখাঁর উপর পিতা নানা বিষয়ে

অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে এবং খাঁ-ই-আজেমকে পুত্রের
 ত্রায় জ্ঞান করিতেন, কিন্তু জফর খাঁই তাঁহার অধিক অনুগ্রহ ও সম্মান
 লাভ করেন। জফর খাঁ তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী। বাহু বস্তুর জ্ঞানবোধ তাঁহার
 পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক ঝাঁক পারাবত আকাশ-
 পথে চলিয়া যাইবাব সময় তিনি একবার দেখিয়াই নিভুলরূপে তাহাদের
 সংখ্যা বলিয়া দিতে পারেন। হিন্দুসঙ্গীতশাস্ত্রেও তিনি বিশেষ দক্ষতা
 লাভ করিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত তিনি একজন অতুলনীয় সাহসী যোদ্ধা।

দস্যুদমন

এই সময়ে অন্যান্য কার্যের মধ্যে ফেন্দিয়া নামক দস্যুদলকে দমন করিলাম। ইহারা বহুদিন হইতে আগ্রা নগরীতে সন্নিকটবর্তী পথ ও স্থানসমূহে দস্যুবৃত্তি করিত। রাজ্য লাভ করিয়া তাহাদিগকে হস্তী দ্বারা মথিত করিয়া হত্যা করিবার আদেশ প্রদান করিলাম। সাত শত সৈন্যের অধিনায়ক রায় জুর্গা বহু যুদ্ধে শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। আমি তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা উপহার ও এক হাজার সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করিলাম। সুজায়েত খাঁর পুত্র মোকিম খাঁকে সাত শত হইতে এক হাজার সৈন্যের অধিনায়ক-পদে উন্নীত করিলাম। সুজায়েত খাঁ পিতার একজন প্রধান আমীর ছিলেন। যৌবনে আমার পিতার আদেশ মত আমি তাঁহার নিকট ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিতাম। এই কারণে এক্ষণে আমি তাঁহাকে পাঁচ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক আমীরের পদ প্রদান করিলাম। রূপখাওয়াস নামক এক ব্যক্তি পিতার ১২০ জন কৃতদাসকে প্রলোভন দেখাইয়া কার্য্য পবিত্যাগ করাইয়া পলায়ন করিয়াছিল। এই ব্যক্তি হিন্দুত্বপূরের পরাভবের সময় ধৃত হয়। এই ব্যক্তি অতিশয় সাহসী ছিল, কিন্তু নিরতিশয় পানাসক্ত। সমুদয় জীবনে সে কখনো নমাজ পড়ে নাই, কিংবা রমজানের উপবাস করে নাই। এই সকল কারণে আমি তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহার জীবন দান করিলাম। সাবাজ খাঁ নিম্নবংশোদ্ভব। কিন্তু সে নানা বিষয়ে কার্য্যক্ষম। সে হেতু পিতা তাহাকে পাঁচ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক-পদ প্রদান করিলাম।

কবিয়াছিলেন। সে তুর্ক ভাষায় অভিজ্ঞ এবং সমরকৌশল স্তম্ভবরূপে অবগত আছে। কিন্তু শত্রু সম্মুখীন হইলেই সে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে এই কারণে আমি তাকে পাঁচ হাজারের পদ হইতে দুই শত সৈন্তের পদে অবনত কবিয়া তাকে প্রধান শিকারী নিযুক্ত কবিলাম।

সৈন্যাদ্যক্ষের বিশ্বাসঘাতকতা

পাঁচ শত অখারোহী সৈন্যের অধিনায়ক হইতে সর্বনিয়মপদ্ধতি চাৰিটি অখারোহী অধিনায়ক পর্য্যন্ত সকলেবই গুণ এবং পদাঙ্কসাবে বেতন বৃদ্ধি আদেশ প্রদান করিলাম। রাত্রিকালীন পাহারা দিবার জন্য ত্রিশ হাজার অখারোহী সৰ্বদা প্রস্তুত থাকিতে আদেশ দিলাম বদকশানেব রাজকুমার এবং আমাব আত্মীয় মির্জা-সা-রোথ পিতাব রাজত্বের সময় পাঁচ হাজার সৈন্যেব অধিনায়ক লাভ করিয়াছিলেন আমি এক্ষণে তাঁহাকে সাত হাজার সৈন্যেব অধিনায়ক-পদ প্রদান করিলাম। আমি নিয়ম করিয়াছিলাম যে, কোনো তুৰহ পাঁচ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক-পদ অপেক্ষা উচ্চতৰ পদ পাইবে না। তথাপি মির্জা সা-রোথকে এই উচ্চতৰ পদ প্রদান করিলাম। সা-রোথ অতিশয় সৰল প্রকৃতিব লোক। পিতা তাহাব পুত্রদের স্যং ইহাকেও তাঁহাব সম্মুখে বসিবার অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাব জাতি স্বভাবতঃই সৰল। সা-রোথ কুড়ি বৎসর ভারতবর্ষে বাস করিয়াও হিন্দুস্থানী ভাষার এব বর্ণও উচ্চারণ কবিতে পাবেন না। পৃথিবীর মধ্যে বদকশানেব অধিবাসীর ন্যায় মিথ্যাবাদী জাতি আৰ নাহি, যদিও জ্ঞানে এবং বুদ্ধিবলে তাহারা অন্য জাতি অপেক্ষা হীন নহে। কিন্তু সা রোথ এবিষয়ে বদকশানেব অধিবাসীদের সম্পূর্ণ বিপৰীত, তিনি সত্যপরায়ণ। সা-রোথ আমার পিতার প্রভূত সমাদর লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু বদকশান অধিবাসী মীর আলাউদ্দীনেব প্রবোচনা ও কুমন্ত্রণায় পরিশেষে তিনি পিতার অসন্তোষভাজন হইয়া পড়েন। এই কাৰণে তিনি কাবুলী আশ্রয় লইয়া অধীনে বন্দীরূপে কাবুলে প্রেরিত হন। এই

বাজ্রোহীতার অপরাধে চারি শত বিদ্রোহী কাবুল নগরে অবরুদ্ধ ছিল। এই সকল বিদ্রোহীদিগকে রাজার প্রতি আজীবন বিখন্ততার শপথ করাইয়া মুক্তি দান কবিবাব আদেশ প্রদান করা হয় এবং খাজা আবদুল্লা ইহাদিগকে দিল্লী নগরীতে আনিতে আদিষ্ট হন। খাজা আবদুল্লা যখন সা-রোথকে লইয়া কাবুল নগরে যাইতেছিলেন, তখন আলাউদ্দীন কাবুলের শাসনকর্ত্তাকে বলেন সন্নাটেব আদেশানুসারে এই বিদ্রোহী-দিগকে সমুদয় অস্ত্র শস্ত্র, এবং অশ্বে সজ্জিত করিয়া লইয়া যাইতে তিনি আদিষ্ট হইয়াছেন। কাবুলের শাসনকর্ত্তা তাহাদিগকে অসঙ্খিগ্ধচিত্তে অস্ত্র শস্ত্র প্রদান করেন। আলাউদ্দীন ইহাদিগকে লইয়া কাবুল নগর আক্রমণ করেন এবং নগরের যাবতীয় ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া বদক্শান অভিমুখে প্রস্থান করেন। আলাউদ্দীন পিতার রাজত্বের সময় দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন, তথাপি তিনি এই বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে নানাপ্রকার দুঃখ কষ্টে জঞ্জালিত হইয়া তিনি আমার নিকট উপস্থিত হন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া তিনি যুগিত কৃতঘ্নের গ্ৰায় আচরণ করিয়াছেন, এক্ষণে কোন্ সাহসে আমার সন্মুখীন হইয়াছেন? এই বাক্যে আলাউদ্দীন নিতান্ত অল্পতপ্ত ও মর্দাহত হইয়া পড়েন। আমি তাঁহার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে আড়াই হাজার সৈন্তের অধিনায়ক-পদে নিযুক্ত করিলাম। আমীর-ওল-ওমরাহ এই কার্যের সম্পূর্ণ অল্পমোদন করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিয়া-ছিলেন একটি অপরাধের জন্ত আলাউদ্দীনের গ্ৰায় এরূপ সাহসী বোদ্ধাকে একেরারে ত্যাগ করা উচিত নয়, অধিকন্তু এই অপরাধের জন্ত তিনি বিশেষ সন্তপ্ত ও অল্পতপ্ত হইতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে সৈনিক বিভাগে ১৫০০ হাজার আউজ্বেক অশ্বারোহী সৈন্ত আছে।

অদ্বিতীয় ঐতিহাসিক

সিংহাসনাবোহণের কিয়দিন পূর্বে সেখ হুসান বুল্‌নাবেক মোকারেব খাঁ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। দক্ষিণাভ্যে পাঁ খানের শিবির হইতে আমাব ভ্রাতা দানিয়েলেক সন্তানদিগকে আনিবাব জন্ত যথোচিত উপদেশ দিয়া ইহাকে তথায় প্রেরণ করিলাম। সেখ হুসান যত্নসহকারে আমাব ভ্রাতার পবিবাবস্থ সমুদয় লোক ও প্রভূত ধনসম্পত্তি লইয়া আসিলেন। আমাব ভ্রাতাব আঠারো কোটা নগদ মুদ্রা ব্যতীত, ৪৫ কোটা টাকার বজ্রালঙ্কার ছিল, তাহাও তিনি লইয়া আসিলেন। দানিয়েলের দুই শত রহৎ হস্তী ও দুই হাজার পারশু দেশীয় অশ্ব ছিল। প্রকৃত পক্ষে মোকারেব খাঁর শ্রায় একপ বিশ্বস্ত ও কর্তব্যপবায়ণ ভৃত্য অতিশয় বিশ্বাস্য। এই কার্যের পুৰস্কারস্বরূপ আমি তাঁহাকে পাঁচ হাজার অশ্বাবোহী সৈন্যের অধিনায়ক এবং আমীব-পদে অভিষিক্ত করিলাম। এই উপলক্ষে আমি তাঁহাকে হীরকখচিত একখানি তববাবী, বহুমূল্য অলঙ্কারে সজ্জিত একটি অশ্ব, বুদ্ধিচিহ্ন পাগডী ও পরিচ্ছদ এবং একটি শিক্ষিত হস্তী উপহাব প্রদান করিয়া তাঁহাকে সুলতানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলাম। নেকিব খাঁও দুই হাজার অশ্বাবোহী সৈন্যের অধিনায়ক-পদে উন্নীত হইলেন। তাঁহাব পূর্ব নাম অনায়েতুল-রেখলি; ইনি কাজ্‌ভিন অধিবাসী। আমার পিতার নিকট হইতে তিনি নেকিব খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। ইতিহাসে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহাব স্বতিশক্তিও এতদূর প্রখর যে, শত্রু পুরাতন ঘটনাবলী সম্বন্ধে কোনো তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা বিবৃত করেন।

তিনি বহু ইতিহাস অব্যয়ন কবিয়াছেন। ঐতিহাসিক তত্ত্বের জ্ঞান দৃষ্টে তিনি অদ্বিতীয়। বলিতে কি, তাঁহার আয় ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিত আব কোনো সম্রাটের বাজসভায় নাই। কৈশোরে কিছুদিন আমি তাহার নিকট শিক্ষালাভ কবিয়াছিলাম।*

* নেকিব খাঁ নামক এক ব্যক্তি সংস্কৃত হইতে পারস্য ভাষায় ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। ইনিই সম্ভবতঃ সেই সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নেকিব খাঁ।

রাজপুত বিদ্রোহ

সাবন মাসের ৭ই তারিখে রাজা মানসিংহের পিতৃব্য ভগবান্দা দাসের পুত্রগণ রামজি, বেচাবাম এবং শ্রাম বিশ্বাসঘাতকতা অপবাধে হস্তীপদ-তলে মর্ষিত হয়। ভগবান্দা দাসের এই তিন পুত্রের মধ্যে রামজিই সর্বোপেক্ষা অলস ও অনিষ্টকারী ছিল। রাজা মানসিংহের পুত্র পাহাড় সিংহ এলাহাবাদ নগরে যখন দুই হাজার অশ্বাবোহী সৈন্তের অধিনায়ক পদে উন্নীত হয়, তখন রামজি তাকে নানাপ্রকারে লাঞ্চিত ও অপমানিত করে। রামজি আরো নানাপ্রকার অনিষ্টকর কার্যের সূচনা কবিয়াছিল, কার্যতঃ কিছু পাবে নাই। ইহাদেরই দলভুক্ত এলিচাবামও আমার বিক্কাচরণ করিতে আবস্ত করাতে তাকে বঙ্গদেশের কোরি (কলেক্টর) মহম্মদ আমিনের নিকট বন্দীকপে প্রেরণ কবিলাম। মহম্মদ আমিনকে বলিয়া দিলাম যে বঙ্গদেশে পৌঁছিয়াই তিনি যেন এলিচাবামকে রাজা মানসিংহের অধীনে রাখেন। মহম্মদ আমিন এলিচারামের হস্তপদ বন্ধন কবিয়া তাকে এক গোরুব গাড়ীতে চড়াইয়া বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে সেবাক্তাল গাজিপুর্বের মধ্যে এক দিবস মধ্যরাতে যখন সকলে নিদ্রিত ছিল তখন এলিচারাম বাণীর সহিত যোগ দিবার উদ্দেশ্যে পলায়ন করে। পলায়নের সময় কিছু গোলযোগ হওয়াতে মহম্মদ আমিনের নিদ্রাভঙ্গ হয়। তিনি তাকে ধৃত করিবার জন্ত তাহাব পশ্চাদ্ধাবন করেন, কিন্তু কৃতকার্য হন নাই। এলিচারাম গোরুব গাড়ী হইতে পলায়ন কবিয়া দৌড়িতে দৌড়িতে যমুনা নদীর তীরে উপস্থিত হয়। নদীতে পাবেন নৌকা না

থাকাতো সে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া, সাঁতাব দিয়া নদী পার হইয়া অপর পারে পৌঁছে। এখানে কয়েকটি গ্রাম্য লোক কর্তৃক সে পুনরায় ধৃত হইয়া মহম্মদ আমিনের হস্তে সমর্পিত হয়। এই ব্যক্তির সম্বন্ধে এক্ষণে কি করা কর্তব্য তাহা অবগত হইবাব জ্ঞাত মহম্মদ আমিন আমার নিকট সংবাদ প্রেবণ কবেন। আমি তাহাকে জানাইলাম যে, রাজপুত-দিগেব মধ্যে কোনো ব্যক্তি তাহার জামিন হইলে আমি তাহাকে মুক্তি প্রদান কবিতে পারি। কিন্তু তাহার হৃদান্ত চরিত্রেব জ্ঞাত কেহই তাহাব জামিন হইল না। অতঃপর ইহার সম্বন্ধে কি করা যায় সে বিষয়ে আমি আমীর-ওল-ওমবাহের পৰামর্শ প্রার্থনা কবিলাম। কেননা বুঝিতে পারিলাম, জামিন না লইয়া ছাড়িয়া দিলে সে মহা অনর্থ ঘটাইয়া ফেলিবে। আমীর-ওল-ওমবাহ বলিলেন যে, তাহাকে কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তিব নিকট বন্দীস্বরূপ কিংবা গোয়ালিয়র দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পাবে। যখন এইরূপ পরামর্শ চলিতেছে, তখন সংবাদ পাইলাম যে, দিলওয়ার খাঁ উপাধিদারী ইব্রাহিম গগর এবং সাহনোওয়াজ খাঁ উপাধিদারী হুসাম মঙ্গুলি অনুচরবৃন্দেব সহিত অস্ত্রশস্ত্রে সুরক্ষিত হইয়া মহম্মদ আমিনেব নিকট হইতে এলিচারামকে উদ্ধার করিতে আসিতেছে। এই বাক্যটে পড়িয়া আমি আশ্চর্য্যাব জ্ঞাত চারি হাজাব অশ্বাবোহী সৈন্ত সজ্জিত বাধিতে আদেশ দিলাম। তাহাদিগকে এই হুকুম দিলাম যে, এলিচারাম যাহাতে শত্রুহস্তে পতিত না হয়, সে বিষয়ে তাহারা যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখে। বন্দীকে সুরক্ষিত করিয়া বাধিবার জ্ঞাত মহম্মদ আমিনকে আদেশ করিলাম। ইত্যবসরে নওয়াজেস খাঁ দ্রুতপদে আসিয়া আমীর-ওল-ওমবাহকে সংবাদ দিল যে শত্রুগণ এলিচারামকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গিয়াছে এবং পোস্তর-মধ্যস্থিত হুদেব নিকট মহম্মদ আমিন আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। আমীর-ওল-ওমবাহ গোপনে

এই সংবাদ আমাকে প্রদান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পবে আমার প্রাসাদেব নিকটেই ভীষণ গোলাযোগে শূন্যে পাঠিলাম। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলিলাম—“শত্রুদিগকে আব বাদিতে দেওয়া উচিত নহে। আপনাব অধীন সমুদয় সৈন্য লইয়া উহাদিগকে সমুচিত শাস্তিপ্ৰদান করিতে গমন করুন।” আমার ওল-ওমবাহ তৎক্ষণাৎ সৈন্য লইয়া এই বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে গমন করিলেন। তৎপবে বক্সি সেখ ফরীদকে বলিলাম যে, সম্ভবতঃ এই বিদ্রোহীদল বাজপুতদিগের সহিত যোগদান করিবে, তাহা হইলে আমাদের সমগ্র বিপদের সম্ভাবনা। তাহাব অধীন সৈন্য সামন্ত লইয়া আমার ওল-ওমবাহেব সহিত তাঁহাকে যোগদান করিতে আদেশ দিলাম। সেখ ফরীদ চলিয়া গেলে পব ভীষণতব গোলাযোগে শূন্য হইল। আমি দববাব গৃহেব সর্বোচ্চ হুম্ম হইতে দেখিলাম যে দুই পক্ষই সাংঘাতিক যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে। কুডি হাজাব বাজপুত অশ্বাবাহী সৈন্য বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগদান করিয়া তরবারী হস্তে আমার ওল-ওমবাহেব সৈন্যদিগকে ভীষণ রূপে আক্রমণ করিয়াছে। আমার ওল-ওমবাহও নিপুণতার সহিত আত্মরক্ষা করিতেছেন। দেখিলাম, সাহসী কুতুব খাঁ এবং অত্যাগ্ৰ বহু সমরনিপুণ যোদ্ধা শত্রুর অস্ত্রাঘাতে নিহত হইলেন। দিলওয়ার খাঁ অনুচববৃন্দসহ কুতুব খাঁব সাহায্যেব জগ্ৰ অগ্রসব হইলেন কিন্তু শত্রুগণ তাঁহাকে অশ্ব হইতে টানিয়া নামাইয়া তববাবী আঘাতে দ্বিধা করিয়া ফেলিল এবং তাঁহাব অনুচরগণকেও নিহত করিল। আমি আমার ওল-ওমবাহেব সাহায্যেব জগ্ৰ তিন হাজার সৈন্য প্রেরণ করিলাম। তিনি ইহাদের সাহায্যে বহু বাজপুতকে নিহত করিলেন। এই সময়ে সেখ ফরীদ তাঁহাব অধীন দশ সহস্র বন্দুধাবী অশ্বারোহী সৈন্য এবং পাঁচ সহস্র উল্লাবাহী বন্দুকধারী সৈন্যসহ মন্ত্রী সাহায্যার্থ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ইহার বাজপুত-

দিগকে ভীষণরূপে আক্রমণ করিল। বহুক্ষণ সাংঘাতিক যুদ্ধ চলিবার পর বাজপুতগণ পবাস্ত হইল। যুদ্ধের সময় একজন বাজপুত তববাবী হস্তে সেখ ফবীদকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল সেখ ফবীদ তাঁহাব এক অন্তরেব নিকট হততে বসি কাড়িয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ একপ জোবে তাহাব বাক বিদ্ধ করিয়া দিলেন যে বসি তাহাব পৃষ্ঠদেশ দিয়া বহির্গত হইয়া পড়িল এবং ঐ বাজপুত তখনই মানবলীলা সংবরণ করিল। বাজপুতগণ পবাজিত হইবা নিতান্ত বিশৃঙ্খলরূপে পলায়ন করিল। যে চাবি হাজাব বাজপুত বন্দী হইল, তাহাদিগকে হস্তীপদতলে মথিত করিয়া হত্যা করিবাব আদেশ প্রদান করিলাম। ভবিষ্যতে যাহাতে কেহ এই প্রকার বিদ্রোহে যোগ না দেয়, তজ্জন্য বিদ্রোহীদিগের অধিনায়ক বখ্তাবামকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করিলাম। এই উপলক্ষে আউজবেক সেনাপতি বাহাডুর খাঁ বলিলেন যে, অন্য কোনো সম্রাটের অধীনে এই প্রকার প্রজাবিদ্রোহ ঘটিলে তিনি নিশ্চয়ই সেই জাতিব উচ্ছেদ সাধন করিতেন। প্রত্যুত্তর আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, আমাব পিতাব অধীনে বাজপুতগণ উচ্চ উচ্চ কর্ম করিত এবং তিনিও ইহাদিগকে অত্যধিক সমাদর করিতেন। অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তিনি বাজপুতদিগকে অধিকতর সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন। কয়েক জন লোকের অপবাদের জন্য আমি সমগ্র জাতিব বিনাশ সাধনে ইচ্ছুক নহি। যাহাবা প্রকৃতই দোষী আমি কেবল তাহাদেরই দণ্ড প্রদান করিয়াছি।

কৰ্মচাৰীবৰ্গেৰ উন্নতি

এক্ষেণে এই দুৰ্ঘটনাপূৰ্ণ ও কষ্টকৰ ব্যাপাৰেৰ বিষয় আৰ উল্লেখ না কৰিয়া আমাৰ বাজ্যেৰ কতিপয় হিতকাৰী ও বিশ্বস্ত কৰ্মচাৰীৰ পদোন্নতি সাধন ও পুৰস্কাৰ প্ৰদানেৰ বিষয় বৰ্ণনা কৰিতেছি। কাবুলী কাজি আব-দুল্লাকে পাঁচ শত অশ্বাবোহী সৈন্যেৰ অধিনায়ক-পদ হইতে পাঁচ হাজাৰেৰ পদে উন্নীত কৰিলাম, এবং অপমানিত খাজা মহম্মদ জাহেয়াৰ পুত্ৰ খাজা জাকারিয়াকে পাঁচ শতেৰ পদ প্ৰদান কৰিলাম। পূজ্যপাদ সেথ হোসেন জৌমি ইহাৰ পদোন্নতিসাধন সম্বন্ধে আমাকে একান্ত অহুৰোধ কৰিয়াছিলেন। আমাদেৰ সময়ে সেথ হোসেন জৌমি নিষ্কলঙ্ক ও শুভ্ৰ চৰিত্ৰেৰ জন্য বিখ্যাত ছিলেন। আমাৰ সিংহাসনারোহণেৰ ছয়মাস পূৰ্বে সেথ হোসেন আমাৰ নিকট এক আবেদন-পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিযাছিলেন যে, তিনি স্বপ্ন দেখিযাছেন ঈশ্বৰ আমাকে হিন্দুস্থানেৰ সম্ৰাট কৰিয়াছেন। এই মধুব ভবিষ্যদ্বাণীৰ পুৰস্কাৰস্বৰূপ তিনি খাজা জাহেয়াৰ পুত্ৰেৰ পদোন্নতি সাধনেৰ জন্য আমাকে অহুৰোধ কৰিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাৰ অহুৰোধে আমি খাজা জাহেয়াৰ অপৰাধ ক্ষমা কৰিয়া তাঁহাৰ পুত্ৰকে উচ্চ পদ প্ৰদান কৰিলাম। কাবুল-বাসী তাস খাঁ বেগকে আমি দুই হাজাবেৰ পদ প্ৰদান কৰিয়া বত্সালঙ্কাৰ-খচিত পাগড়ী, তৰাবাৰী এবং মূল্যবান সাজে সজ্জিত অশ্ব উপহাৰ দিলাম। ইনি আমাৰ পিতাৰ নিকট হইতে তাস খাঁ উপাধি প্ৰাপ্ত হইয়াছিলেন। আমাদেৰ পৰিবাৰেৰ অতি পুৰাতন কৰ্মচাৰীদিগেৰ মধ্যে তাস খাঁ এক জন। তিনি আমাৰ পিতামহ হুমায়ুনেৰ অধীনে সৈনিক বিভাগে কৰ্ম

করিতেন এবং আমাব পিতৃব্য মহম্মদ হাকিম মির্জা তাঁহাকে আমীর-
পদে উন্নীত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি বয়োবৃদ্ধ হইয়াছেন এবং



সম্রাট হুমায়ুন।

তাঁহার কৃষ্ণ কেশ ও অশ্রু শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে, তথাপি তাঁহার মধুর
ও সহাস্ত ভাবেব কোনো পরিবর্তন হয় নাই। বেহাজা বেগ খাঁ নামধারী

আমি একটি কাবুলীর পদ বৃদ্ধির আদেশ প্রদান করিলাম। ইহাকে পনেরো শতের পদ হইতে তিন হাজার অধারোহী সৈন্যের অধিনায়কপদে উন্নীত করিলাম। এই সেনাপতি সাহস এবং কার্যকুশলতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। মহম্মদ হাকিমের সমুদয় আমীরের মধ্যে ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ইনি একজন অকৃত্রিম মুসলমান। ধর্ম সঙ্কীয় সমুদয় আচার অনুষ্ঠান তিনি নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকেন। অল্প সময়ের মধ্যেই আমি প্রায় এক শত কাবুলীর পদ বৃদ্ধির আদেশ প্রদান করিলাম। মির্জা আবুল কাশেমও আমার পিতার পুরাতন ও বিশ্বস্ত কর্মচারী। তিনি একজন সমরকুশল যোদ্ধা। আমি তাঁহাকে এক হাজার পদের আমীর হইতে পনেরো শতের পদে নিযুক্ত করিলাম। তাঁহার ত্রিশটি পুত্র; কিন্তু কেহই মানুষ হইয়া সং-পুত্রের কর্তব্য পালন করিয়া পিতার সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারিল না। বস্তুতই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, তাঁহার পুত্র-সংখ্যা যত অধিক তাঁহাকে এ সংসারে ততই অশুখী হইতে দেখা যায়। আজমীরের নৈথ সৈন্যের পৌত্র সেখ আলিকে খাঁ উপাধি প্রদান করিয়া দুই হাজার সৈন্যের অধিনায়কের পদ প্রদান করিলাম এবং তাহার পিতামহের দ্বাদশবর্ষিক উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্ত তাহাকে ৫০ হাজার টাকা প্রেরণ করিলাম। সেখ আলি আমার এক বৎসরের ছোট। সে শৈশব হইতে আমারই সহিত একত্রে লালিত পালিত হইয়াছে। সে এক জন দুঃসাহসী যোদ্ধা, এ বিষয়ে তাহার স্বজাতির মধ্যে সে অতুলনীয়। সেখ আলি কোনো প্রকার মাদক দ্রব্য স্পর্শও করে না। এই কারণে আমি তাঁহার নিকট হইতে মহত্তর, উন্নততর কার্য আশা করি এবং বিশ্বাস করি যে, সে আমার সম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্তই সমুদয় কার্য নির্বাহ করিবে। বস্তুতঃ আমি তাহাকে পুত্রবৎ জ্ঞান করি এবং তদনুরূপই মেহ করিয়া

থাকি। সয়েদ আলি আসফকে সেফ থা উপাধি প্রদান করিলাম। তিনি আমার পিতার রাজ সভার উচ্চ আদীব সয়েদ মহম্মদের পুত্র। সয়েদ আলি, বোবাব সয়েদ বংশোদ্ভব। তিনি গুণ গরিমায় এবং মহত্বে সয়েদ বংশের মুখ উজ্জল করিয়াছেন। সয়েদ বংশের সমুদয় সদগুণ তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান আছে। এই প্রশংসাই তাঁহার সর্বোচ্চ প্রশংসা। তিনি যে একজন অকৃত্রিম সয়েদ, ইহা বলিলেই তাঁহার যথোচিত প্রশংসা করা হইল বলিয়া আমি মনে কবি। বিবেচনাশূন্য এবং গোঁয়ার লোকদিগকে আমি অতিশয় ঘৃণা কবি। সারা জীবনে সেফ থা কখনো কোনো অশ্রায় কার্য করেন নাই। তিনি জীবনে কখনো কোনো প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করেন নাই। এই বৎসবেই আমি তাঁহাকে সর্বোচ্চ অভিজাত শ্রেণীতে উন্নীত করিব। মহম্মদ কুলীখাঁর পুত্র ফেরীদোনকে এক হাজাবেব পদ হইতে দুই হাজাব অখারোহী সৈন্তেব পদে উন্নীত করিলাম। ফেরীদোন এক বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব। তিনি শৌর্যবীর্যে, এবং দক্ষিণেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, তিনি এতদূর দূরসাহসী যে তিনি একদা এক সিংহের সহিত লড়াই করিয়াছিলেন। এক হস্ত পশমীবস্ত্রে আবৃত করিয়া অপব হস্তে তরবারী লইয়া তিনি সিংহকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। আবৃত হস্ত সিংহের মুখ-গহ্বরে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া অপর হস্তস্থিত তরবারীর আঘাতে কেশবীকে নিহত করেন। রাজা খনপাল এবং তাঁহার অমুচরবৃন্দের সহিত তাঁহার বিবাদ হওয়াতে তিনি একাকীই তাহাদের আক্রমণ করিয়াছিলেন। ক্ষত বিক্ষত হইয়াও তিনি ক্রিয়াকাল তাহাদিগকে সফলতার সহিত বাধাপ্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে ফেরীদোনের অমুচরগণ আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

তায়পৰায়ণতা

একগৈ আমি একটি ঘটনা বিবৃত কৰিতেছি। ইহাতে আমাৰ বাজকীয় কৰ্ত্তব্য এবং পাবিবাবিক স্নেহ-মমতায় মধ্যো দ্বন্দ্ব বাধাতে আমি মন্মস্কৃত বেদনা প্ৰাপ্ত হই। খান-ই-আজিমৰ পুত্ৰ মিজা হুৰ নৱহত্যাৰপাৰ্শ্বে বিচাৰাৰ্থ আমাৰ নিকট আনীত হয়। পিতা এই যুবককে পুত্ৰবৎ স্নেহ কৰিতেন এবং বহু ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিয়াও ইহাৰ বাসনা পূৰ্ণ কৰিতেন। আমি ইহাকে কাজি এবং মিৰ-ই আদেলৰ (বিচাবপতি) নিকট বিচাৰাৰ্থ লইয়া যাইতে আদেশ প্ৰদান কৰিলাম। বিচাৰকদ্বয়কে বলিলাম যে, উপযুক্ত প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিবা আইনানুসাৰে ইহাৰ নিৰপেক্ষ বিচাৰ কৰিতে হইবে। কয়েক দিন পৰে তাহাৰা আমাকে বলিলেন যে, মিজা হুৰেৰ অপবাধ প্ৰমাণিত হইয়াছে এবং মহম্মদীয় আইনানুসাৰে ইহাৰ প্ৰাণদণ্ডই প্ৰদান কৰিতে হইবে। মিজা হুৰেৰ প্ৰতি আমাৰ একান্ত স্নেহ এবং তাহাৰ পিতাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা থাকা সত্ত্বেও আমি ঈশ্বৰেৰ আইনেৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্য্য কৰিতে সাহসী হইলাম না এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে যাতকৈব হস্তে সমৰ্পণ কৰিলাম। আসাবদি আমি মিজা হুৰেৰ জন্ত দাকণ মনোকষ্টে কাল ক্ষেপণ কৰিয়াছি। এ প্ৰকাৰ নানা গুণবিশিষ্ট তৰুণ যুবকেৰ এই ঘৃণ্য মৃত্যুতে আমি মৰ্মাহত হইবা পড়িয়াছি। কিন্তু কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম যতই কঠোৰ ও কষ্টদায়ক হউক না কেন তাহা সম্পন্ন কৰিতেই হইবে। একুপ ভীষণ পৰীক্ষাপূৰ্ণস্থলে আইনানুসাৰে দোষী ব্যক্তিকে দণ্ড প্ৰদান না কৰিলে প্ৰত্যেক লোকই বিবোধীৰ সহিত বিবাদ কৰিয়া তাহাকে হত্যা কৰিতে

পারে। স্তত্রাং যে ব্যক্তির উপর একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যেব মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর কবিতেছে, দোষী ব্যক্তির সমুচিত শাস্তি প্রদান করা তাহাব সর্বপ্রথম কর্তব্য। খান-ই-আজিম তাঁহার পুত্রের কাঁসিব কথা শ্রবণ করিয়া ভীষণ মনোবষ্ট প্রাপ্ত হন। তিনি সম্যকরূপে বুঝিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরের নিয়ম ভঙ্গ কবিলে তাহাব যথোচিত শাস্তি পাইতেই হইবে। এই আমীব নেসটালিক ভাষায় মহা পণ্ডিত ও সুলেখক। সমগ্র কোবাণ তাঁহাব কণ্ঠাগ্র এবং নেকিব খাঁর ন্যায় ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনিও একজন অতুলনীয় পণ্ডিত। খান-ই-আজিমের ছায়া আসফ পণ্ড সমগ্র কোবাণ মুখস্থ বলিয়া যাইতে পাবেন। তাঁহাব প্রকৃতিও অতি সবস এবং মধুব। আমাব পিতাব রাজসভায় তাঁহাব ছায়া একপ নানা সদগুণবিশিষ্ট আমীব আব ছিল না বলিলে হয়। আমি তাঁহাকে অন্তর্ববেব সহিত শ্রদ্ধা কবিয়া থাকি এবং তাঁহাকে “কাকা” বলিয়া ডাকি। বাস্তবিক তাঁহাব ন্যায় জ্ঞানে, ধর্মে, চবিত্রে এবং পাণ্ডিত্যে উন্নত ও সকল সদগুণস্বশোভিত মহাশয় এই পৃথিবীতে কদাচিত্ দেথিতে পাওয়া যায়। কিন্তু একটি দোষ তাঁহার নানা গুণ-রাশি ম্লান করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি কুপণ। আমি মনে কবি সকল মহুষ্যেব বিশেষতঃ আসফ খাঁর ছায়া উন্নতমনা ও উচ্চ রাজকর্মচাবীর পক্ষে কুপণতা মহাকলঙ্কেব কথা। লোভ, ইহকাল ও পবকালেব পুণ্য নষ্ট কবে। “আমি গভীব চিন্তাব পর বুঝিয়াছি যে উদারতা ও দয়ার ছায়া গুণ মানব-হৃদয়ে আব নাই।” তাঁহার একটি গুরুতর কলঙ্কেব কথা বলিতেছি—তিনি কখনো প্রার্থনা করেন না। তিনি বলেন যে, অনবরত নানা প্রকার প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম কবিতে করিতে প্রার্থনা করিবার অবসর পান না। এই কথা বলিয়া তিনি এই মহা অপরাধের গুরুত্ব কিঞ্চিৎ লাঘব করিতে প্রয়াস পান।

তিনি আমার পিতাব অনুমতি লইয়া নিষ্ঠা ও অনুব্রাহ্মণেব সহিত মক্কা-
তীর্থে গমন করিয়া সকল প্রকাব ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন।
কিন্তু হিন্দুস্থানে পুনবাগমন করিয়াই তিনি আব ধর্ম্মের সহিত কোনো
সংশ্রব বাখেন নাই।

মোযেজ্জ-উলমুলকে পাঁচশতাব্দ পদ হইতে এক হাজাবেব পদে উন্নীত
করিলাম। তাহাব পূর্ক নাম মোযেজ্জ-উদ্-তোসেন ছিল এবং আমার
পিতাব বাজত্বেব সময় তিনি স্বর্ণকাব বিভাগেব পবিদশকেব কাযা
করিতেন। আমিও তাহাব এই উপাধি বহাল রাখিলাম এবং তাহাকে
বাজকীয় অট্টালিকা সমূহেব পবিদশক নিযুক্ত করিলাম। তিনি একজন
স্নলেখক এবং সবল ও সত্যবাদী। আজমীরেব সেথ সেলিমের আর এক
পোত্র সেথ বায়জিদকে দুই হাজার অখাবোহী সৈন্যেব অধিনায়ক-পদ
হইতে তিন হাজাবেব পদে অভিষিক্ত করিলাম। সেথ বায়জিদেব মাতা
আমার ধাত্রী ছিলেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া আমি সর্বপ্রথম তাহারই
দুগ্ধ পান করিয়াছিলাম। সেথ বায়জিদ এরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী ও বিচক্ষণ
যে, যে বিষয়ে তাহাকে নিযুক্ত করা যায় তাহাবই সমূহ উন্নতি সাধিত
হইয়া থাকে।



সম্রাট আকবর ।

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস কলিকাতা ।

আকবরের কথা

আমাব পিতাব স্মৃতি চিরস্মরণীয় কবিতা বাখিবাব জগৎ এ স্থলে তাঁহার আকৃতি বর্ণনা কবিতেছি। আমাব পিতা দীর্ঘাকৃতি ও গৌরবর্ণ ছিলেন। তাঁহার চক্ষু ও ক্রাণ্ড যোব কৃষ্ণবর্ণ ছিল। ক্রাণ্ড জোড়া ছিল। তিনি দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন, তাঁহার দৈহিক শক্তি অতুলনীয় ছিল। তাঁহার হস্তদ্বয় দীর্ঘ এবং দেহে সিংহেব ত্রায বল ছিল। তাঁহার নাসিকাব উপব একটি তিল ছিল। জ্যোতিষিগণ বলিয়াছিলেন যে ইহা তাঁহার অসাধারণ সুখ এবং সৌভাগ্যেব চিহ্ন। প্রকৃত পক্ষে যিনি ২৫ বৎসব ধবিয়া এই বিশাল হিন্দু-স্থানেব (যাহার এক প্রান্ত হইতে অপব প্রান্ত পর্য্যন্ত পর্য্যটন কবিতে দুই বৎসব লাগে) উপর প্রতিদ্বন্দ্বিবিহীন হইয়া একচ্ছত্র বাজত্ব করিয়া গিয়াছেন তাঁহাকে সৌভাগ্যবান পুরুষই বলা যাইতে পারে। তাঁহার রাজকোষ অগাধ ধনবাশিতে পূর্ণ ছিল। একদা তাঁহার রাজকোষেব কেবল স্বর্গেব পরিমাণ নিদ্ধিষ্ট কবিতে তিনি কিলজি খাঁকে আদেশ করেন। এই কর্মচারী প্রথমতঃ আগ্রাব রাজকোষেব স্বর্ণ ওজন কবেন। তিনি সহরেব বিভিন্ন ব্যবসায়ীদিগেব নিকট হইতে চাবি শত দাঁড়িপাল্লা সংগ্রহ কবেন। এই সমুদয় দাঁড়িপাল্লা দ্বাবা তিনি অনববত পাঁচ মাসকাল রাজিদিন স্বর্ণ মুদ্রা এবং স্বর্ণ ওজন কবেন। পাঁচ মাস পর ইহার পরিমাণ জ্ঞাত হইবার জগৎ পিতা তাঁহার নিকট লোক প্রেবণ করেন। তিনি বলিয়া পাঠান যে, যদিও এক হাজাব লোক চারি শত দাঁড়িপাল্লাব দ্বাবা পাঁচ মাস ধবিয়া রাজি দিন স্বর্ণ ওজন কবিতেছেন তথাপি এপর্য্যন্ত আগ্রাব রাজকোষেবই স্বর্ণ ওজন করা শেষ হয় নাই। ইহা শ্রবণ কবিয়া পিতা

১৮ এপ্রেল ১৬০৬ - (১৬০৬) - ১৬০৬

তাহাদিগকে স্বর্ণমুদ্রা ও স্বর্ণ যথাস্থানে স্তবক্ষিত করিয়া বাথিতে আদেশ প্রদান করিয়া এই কার্য্য হইতে তাহাদিগকে নিবৃত্ত কবেন। একটি মাত্র রাজকোষেই এত ধন ছিল। পিতাব হস্তীশালা অতুলনীয় ছিল। পৃথিবীর কোনো সম্রাটই এত হস্তী সংগ্রহ কবিতে পাবেন নাই এবং পারিবেন না। তাহার হস্তীশালায় ১২ হাজাব বৃহত্তর হস্তী এবং ২০ হাজাব হস্তিনী ছিল। ইহাদিগেব ভরণপোষণেব নিমিত্ত প্রত্যহ ১ লক্ষ টাকা ব্যয় হইত। তাহার শিকাবেব জন্ত পশু রক্ষিত ছিল। ১২ হাজাব কৃষ্ণসাব মৃগ, ১২ হাজাব নীল গাই, পাক্ৰতীয় ভেড়া উটপক্ষী, গণ্ডাব ও সিঙ্কুঘোটক ছিল।

আমি যুদ্ধেব জন্ত এবং আমোদপ্রমোদেব জন্ত কয়েকটি হস্তী বাগিষা অবশিষ্ট সমুদয় হস্তী ছাড়িয়া দিয়াছি। পৃথিবীজয়ী অজেয় তৈমূবেব পর ছয় জন দিল্লীর সিংহাসনারোহণ করেন, আমাব পিতা তাঁহাব অষ্টম উত্তরাধিকারী। কিন্তু পিতাব ধর্নৈশ্বৰ্য্য এবং জয়কালো আসবাবেব দশভাগেব এক ভাগও তাঁহাব ছিল না। সম্ভবতঃ তাঁহাব পূৰ্ব্ববর্তী সম্রাটগণকে সমুদয় বিষয়ে পরাস্ত কবাই তাঁহাব আকাঙ্ক্ষা ছিল। পৃথিবীর কাহারো সহিত তাঁহাব মানসিক সদগুণাবলীৰ তুলনা হয় না।

— — —

আকবরের পুত্র কন্যা

কুড়ি বৎসব বয়সের সময় তাহার প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ কবে। তাহার নাম ফতেম্মাবানু বেগম ছিল। এই শিশুকন্যা এক বৎসব বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার জননীর নাম বিবি পাঙ্কবাই ছিল। বিবি আবামবন্ধুর গর্ভে তাহার দুই পুত্র জন্মগ্রহণ কবে, একজনের নাম হাসান ও অপরের নাম হোসেন ছিল। আসফ খাঁব মাতা বিরিজা বেগমেব নিকট হোসেনকে লালিত পালিত হইবাব জন্ত প্রদান কবা হয় কিন্তু হোসেন ১৮ দিন জীবিত ছিল। জেন খাঁ কোকাব নিকট হাসানকে প্রদান কবা হয় কিন্তু সে দশম দিবসে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তৎপরে বিবি সেলিমাব গর্ভে এক কন্যা জন্মগ্রহণ কবে, তাহার নাম সাহজাদা খাউনাম। ইহার রক্ষণাবেক্ষণেব ভাব আমাব পিতার জননী মিরিয়াম মাকৌনিব উপর রক্ষিত হয়। আমাব সমুদয় ভগ্নীব মধ্যে সাহজাদা খাউনাম আমার মঙ্গলেব জন্ত যে প্রকার যত্নশীল ছিল একপ আর কেহ ছিল না। কিন্তু সে সর্বক্ষণ ঈশ্বরাবাদনায় নিযুক্ত থাকিত। তৎপরে বিবি ক্ষীবাব গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহার নাম পাহাড়ী রাখা হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতা তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন। তথায় তিনি গড়গাইল, পার্গালা প্রভৃতি দুর্গ অধিকার এবং নন্দাদা নদীব দক্ষিণস্থ সমুদয় প্রদেশ বশীভূত করেন। এই রাজকুমার ত্রিশ বৎসর বয়সে খাউনপুব নগবে প্রাণত্যাগ কবেন। পিতা ইহার নাম হুলতান মুবাদ রাখেন কিন্তু তিনি ফতেপুরের পার্শ্বভেব মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহাকে সকলে পাহাড়ী বলিয়া ডাকিত। হুলতান মুবাদ গৌরবর্ণ,

কিঞ্চিং কৃশ ও দীৰ্ঘাকৃতি ছিলেন। তিনি নম্র, আত্মমৰ্য্যাদাসম্পন্ন, সাহসী ও সৰ্ব্বকাৰ্য্যে সতৰ্ক ছিলেন। পিতা এই কাৰণে তঁাহাকে ইমাবত নিৰ্ম্মাণ বিভাগেৰ কৰ্ম্মে নিযুক্ত কৰিয়াছিল। পাহাড়ীৰ জন্ম-গ্ৰহণেৰ পৰা মিহাব সেন্মাৰ গৰ্ভে এক কত্থা জন্মগ্ৰহণ কৰে। পিতা ইহাব নাম মিঠি বেগম বাখেন, মিঠি অৰ্থাৎ মিষ্ট। এই কত্থা আট মাস বয়সে প্ৰাণত্যাগ কৰে। পৰে বিবি মিৰিয়ামেৰ গৰ্ভে এক পুত্ৰ জন্মে, তঁাহাকে বাজা ভবমলেৰ নিকট লালিত পালিত হইবাব জন্য প্ৰদান কৰা হয়।

সুলতান মুবাদেৰ মৃত্যুৰ পৰা আমাৰ ভাতা সাহজাদা দানিয়েলকে দাক্ষিণাত্য জয় কৰিতে পাঠান হয়। বুৰহানপুৰে দানিয়েল পিতাৰ সহিত মিলিত হন। এই স্থান হইতে খা খান ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ আৰ্মীৰ এবং বহু সৈন্য লইয়া তিনি পিতাৰ অগ্ৰেই দাক্ষিণাত্যভিমুখে প্ৰেৰিত হন। দানিয়েল আহমেদনগৰ-দুৰ্গ অধিকাৰ কৰেন। পিতা পুনৰায় বুৰহানপুৰে প্ৰত্যাবৰ্ত্তন কৰিয়া দানিয়েলকে দাক্ষিণাত্যেৰ শাসনকৰ্ত্তা নিযুক্ত কৰিয়া আগ্ৰায় প্ৰত্যাগমন কৰেন। প্ৰায় ত্ৰিশ বৎসৰ বয়সেৰ সময় দানিয়েল অতিবিক্ত মত্তপান হেতু মৃত্যুমুখে পতিত হন। দানিয়েল অত্যন্ত শিকাব-প্ৰিয় ছিলেন এবং বন্দুক ছুঁড়িতেও অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। পক্ষী মাৰিবাবৰ জন্য তঁাহাৰ একটা ছোট বন্দুক ছিল, ইহাব নাম জেম্বোজা (কফিন) বাখিয়াছিল। এই বন্দুকটিৰ উপৰ তিনি নিয়ন্ত্ৰিত কৰিতাৰি বচনা কৰিয়া খোদিত কৰিয়া বাখিয়াছিল,—

মৃগয়াৰ হও তুমি প্ৰিয় সহচৰ,
অহৰহ প্ৰাণে মম আনন্দ বিতৰ,
তব স্তম্ভুৰ স্পৰ্শ লাভে যেই জন,
অনন্ত নিজাব কোলে জাহাৰ শয়ন।

দানিয়েলেব অত্যধিক মত্তপান নিবাবণেব জন্য খাঁ থানকে আদেশ করা হইয়াছিল যে, তিনি যেন আব কখনো কোনো প্রকাব মত্ত ক্রয় না করেন এবং যে কেহ দানিয়েলেব জন্ত মদ্য ক্রয় কৰিবে কিংবা তাহাব নিকট মত্ত লইয়া যাইবে তাহাব প্রাণদণ্ড হইবে। এই আদেশ প্রচাবেব পর তাঁহাব কৰ্মচারিগণ শাস্তিব ভবে কিছুদিন দানিয়েলকে মত্ত প্রদান করিতে বিবত ছিল। কয়েক দিন মত্তপান না কবিয়াই দানিয়েল একান্ত অবীব হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনন্তোপায় হইয়া দানিয়েল অশ্রুপূর্ণ নেত্রে মুর্শিদকুলী খাঁকে মত্ত প্রদান কবিবাব জন্য কাতব অনুরোধ কবিয়াছিলেন। দানিয়েল বলিযাছিলেন, যদি সে অল্প পৰিমাণেও এই বিষ আনিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে তাহার ইচ্ছান্ত সাবে সর্বোচ্চ পদ প্রদান করা হইবে। দানিয়েলেব করুণ ক্রন্দনে বিগলিত হইয়া মুর্শিদকুলী খাঁ জিজ্ঞাসা করিল যে, প্রাণদণ্ডের আদেশ এড়াইয়া সে কি প্রকারে মদ্য আনিতে পাবে? দানিয়েল বলিলেন যে, তাহার প্রিয় বন্ধুকেব নল মত্তে পূর্ণ কবিয়া আনিতে কেহই সন্দেহ করিতে পারিবে না। মুর্শিদ কুলী খাঁ তাঁহাব হৃদয় দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া বন্ধুকেব নল পূর্ণ কবিয়া প্রভুব নিকট মত্ত আনিল। দানিয়েল এই বন্ধুকেব যে অমঙ্গলসূচক নাম (কফি ন) রাখিয়াছিলেন, বিধাতার ইচ্ছায় ইহাই তাঁহাব মৃত্যুর কাবণ হইল। এই নল হইতে মদ্য পান করিবার পরই তাঁহাব মৃত্যু হয়। দানিয়েল যে প্রকাব মদ্যপানাসক্ত ছিলেন, সেই প্রকাব পেটুক ছিলেন। কিন্তু হস্তী পালন কবা তাঁহার জীবনেব প্রধান আকাজকা ছিল। কখনো কখনো আমীরদিগের মধ্যে কাহারো নিকট উৎকৃষ্ট অথবা বৃহৎ হস্তী দেখিলে তিনি তাহা লইয়া যাইতেন, এমন কি সময়ে সময়ে তাহাদেব যথোচিত মূল্য প্রদান করিতেও বিস্মৃত হইতেন। এ বিষয়ে বিস্মৃত বিবরণ পবে বিবৃত হইবে। বলিতেছি কি, কোনো উৎকৃষ্ট হস্তী দেখিলে তিনি তাহা নিজেই অধিকার করিতেন,

অন্য কাহাকেও লইতে দিতেন না। দানিয়েল হিন্দী সঙ্গীতের প্রতি একান্ত অমুরাগী ছিলেন এবং হিন্দী কবিতা অতি সুন্দররূপে আবৃত্তি করিতে পারিতেন।

নানু বিবির গর্ভে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে, পিতা তাহার নাম লালবেগম রাখিয়াছিলেন। ইহার রক্ষার ভার তাঁহার মাতার নিকট অর্পণ করেন। ১৮ মাস পরে এই কন্যার মৃত্যু হয়। তৎপরে বিবি দৌলতসার গর্ভে এক কন্যা হয় তাহার নাম আরামবাহু বেগম রাখা হয়। পিতা ইহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। তিনি ইহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমার প্রতি অর্পণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় ইহাকে ভালবাসিতে ও ইহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে তিনি আমাকে পুনঃ পুনঃ অমুরোধ করেন। তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, আমি নিশ্চয়ই তাঁহার আদেশ রক্ষা করিব।

আকবরের চরিত্রের বিশেষত্ব

যৌবনকালে পিতা নানা প্রকার সুখাদ্য আহ্বান করিতে ভালবাসিতেন এবং তীব্র স্তম্ভা থাক। ঈশ্ববেক আশাবাদ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। পিতাব বিপুল ও ক্ষমতাশালী সৈন্তবাহিনী এবং অগাধ ঐশ্বর্য ছিল, তিনি ভাবতবর্ষেব ত্রায এক অতুলনীয় সাম্রাজ্যেব অধীশ্বব ছিলেন তথাপি মহান্ জগদীশ্বরেব পূজা করিতে কখনো বিস্মৃত হইতেন না। তিনি সর্বদাই এই বাক্য কয়েকটি বলিতেন,—“সকল স্থানে, সৰ্ব্ব প্রকাব মনুষ্য এবং সমুদয অবস্থাব মধ্যে তোমাব চক্ষু, এবং হৃদয় সেই চিব স্নহদের প্রতি নিবদ্ধ বাথ।” তাঁহার চবিত্বেব প্রধান বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি সমুদয ধন্মের সহিত সখ্যতা স্থাপন কবিয়াছিলেন এবং সৰ্ব্বজাতি ও সৰ্ব্বশ্রেণীব ধার্মিকগণকে প্রীতি কবিতেন ও তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতেন। অনেক সময় সারারাত্রি এই ‘সৰ্বল সাধু পুরুষেব সহবাসে যাপন করিতেন। পিতা দিবা বাক্রিব মধ্যে কখনো এক প্রহৰেব অধিক কাল নিদ্রা যাইতেন না। তিনি এত অধিক সাহসী ছিলেন যে, তাঁহাকে দুঃসাহসী বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। তিনি অনেক সময় এক হস্তীর পৃষ্ঠদেশ হইতে অপব এক ভয়ঙ্কর এবং অতিশয় দুৰ্দান্ত হস্তীর উপব লাফাইয়া পড়িতেন। এই হস্তী ইতিপূৰ্বে বহু মাহতকে মাৰিযা ফেলিযাছিল। স্ততরাং ইহার পৃষ্ঠদেশে এক্রপ ভাবে আবোহণ করাতে অনেক স্তদঙ্গ হস্তীচালকও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইত। অনেক সময় তিনি বৃক্ষ হইতে এই প্রকাব দুৰ্দান্ত এবং মত্ত হস্তীর পৃষ্ঠে লাফাইয়া পড়িতেন। তিনি মত্ত হস্তীব পৃষ্ঠে আরোহণ করিযামাত্র

হস্তীও যেন কোন্ মন্ত্রবলে তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়িত। পিতার দৈহিক শক্তিও অসাধারণ ছিল। তিনি সাড়ে তিন মণ ওজনের একটি লোহার শৃঙ্খল প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। প্রত্যহ প্রাতে ইহা লইয়া তিনি ব্যায়াম করিতেন।

Uth
Baghazpur Reading
Library

হিমুর সহিত যুদ্ধ

নিম্ন লিখিত ঘটনাদ্বারা পিতাব অসামান্য যুদ্ধ কোণল, অক্লান্ত কাৰ্য্য-ক্ষমতা এবং যুদ্ধবিদ্যায় অপূৰ্ব জ্ঞান প্রমাণিত হইবে।

প্রথম ঘটনা। আমাব পিতামহ হুমায়নেৰ মৃত্যুৰ পর আগাব পিতা যখন হিন্দুস্থানেৰ 'স হাসান' আবোহণ কৰেন তখন তাঁহাৰ বয়স চোদ্দ বৎসৰ ছিল। এই বিপদসঙ্কল সময়ে হিমু পিতাব বিবন্ধে যুদ্ধযাত্রা কৰেন। হিমু আফগানদিগেৰ বাড়া ছিলেন, আফগানগণ তাঁহাকে তাহাদেৱ জাতীয় গোঁববন্ধকপ জ্ঞান কৰিত। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে ২০শে নভেম্বৰ হিমুর সহিত যুদ্ধ হয়। দুইজন ভাবতৎপর ক্ষুদ্র বাজাব সহিত ঘোৰতর সংগ্রামে জয়লাভ কৰিয়া হিমু তাঁহাব অসাধাৰণ ক্ষমতাগোঁববে উৎক্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে হিমু প্রভূত বীৰ্য্য প্রদৰ্শন কৰিয়াছিলেন। পিতাৰ বিবন্ধে যুদ্ধযাত্রা-সময়ে হিমুৰ সহিত এক লক্ষ অশ্বাবোহী সৈন্য, পঞ্চাশ হাজাব উষ্ট্রাবোহী বন্দুকধাৰী সৈন্য এবং তিন হাজাৰ বণ-হস্তী ছিল। তিনি পিতাব নিবট সংবাদ প্রেৰণ কৰিলেন যে, বালক হইয়া তিনি যেন তাঁহাব ন্যায় অসীম ক্ষমতাশালী সম্রাটেৰ সমকক্ষ হইবাব আশা না করেন। তিনি আৰো বলিয়া পাঠাইলেন—“আমাৰ অগণিত এবং চৰ্দাস্ত সৈন্য এবং হস্তীব সম্মুখীন হইবেন না, তাহা হইলে আপনাব প্রভূত অনিষ্ট সাধিত হইবে। বঙ্গদেশেৰ সীমা হইতে যমুনাৰ পূৰ্ব দিকেৰ সমুদয় প্রদেশ আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া সমগ্র হিন্দুস্থান আমি অধিকাৰ কৰিলাম।” পিতা প্রত্যুত্তৰে বলিয়া পাঠাইলেন যে,—“এক ক্ষুদ্র বাজাকে পরাজিত কৰিয়া তিনি যেন এত অহঙ্কাৰ না কৰেন, একজন দাসকে

শুধুলাবদ্ধ কবিয়া এত উৎকল হইবাব কোনা কাবণ নাই।” তিনি আবে বলিলেন,—“আমাব সৈনিকদিগেব সহিত যুদ্ধ না কবিয়া, প্রকৃত বীবদিগেব সহিত সংগ্রামেব মর্ষ উপলব্ধি না কবিয়া তিনি যেন যুদ্ধেব ভীষণত্ব এং সংগ্রাবকত্ব বিষয়ে কোনা কল্পনা না কবেন। দিবাগমে বাত্রিব অন্ধকাব দবীভূত হইয়া যায। আগাণী কল্য প্রত্যষে সৈন্য সামন্ত লইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন, ঈশ্বব কাহাকে অবিক অন্তগ্রহ কাবেন তখন তাহার পবীক্ষা হইবে।’

পিতাব নিকট হইতে এই তেজোপূর্ণ উত্তর লাভ কবিয়া হিমু যুদ্ধেব আয়োজন কবিবার জন্য সেনাপতিকে আদেশ কবিলেন। এক হাজাব হস্তীকে সৈন্য-শ্রেণীব অগ্রগামা কবিয়া এং হুই হাজার হস্তী পশ্চাভাগে স্থাপন কবিয়া হিমু সকলের অগ্রে অশ্বাবোহণে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। রণবাদ্যকবকে হস্তাব উপব আবোহণ কবিত্তে আদেশ দিয়া সন্নাগ্রে পাঁচ হাজাব বক্ষপরিহিত অশ্বারোহী সৈন্য এং এক হাজাব হস্তী স্থাপন কবিয়া পিতা তাঁহাব হস্তীব উপব আরোহণ পূর্বক হিমুব সম্মুখীন হইলেন। পিতার পঞ্চাশ হাজাব অশ্বাবোহী এং আট হাজার উষ্ট্রারোহী বল্লমধারী সৈন্ত ছিল। তীব ধনুক এং বন্দুক দ্বারা যুদ্ধ আরম্ভ হইল এং হুই দলেবই হস্তী সকল মাহত কর্তৃক পবম্পরের বিকন্ধে প্রেরিত হইল। অনতিবিলম্বে ভাগ্যালক্ষী পিতাব প্রতি স্প্রসন্ন হইলেন। একটি তীব হতভাগ্য হিমুর দেহে বিদ্ধ হইল এং তিনি তৎক্ষণাৎ মানবলীলা সম্বরণ কবিলেন। এই আকস্মিক বিপদে হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন কবিল। এই প্রকাবে মুহূর্তের মধ্যে তাঁহাব হস্তীসমূহ, অগণিত ধনবাশি এং অসামান্য জাঁকজমকশালী শাজ সজ্জা সমূহ পিতার কবতলগত হইল। যে স্থানে হিমুব সিংহাসন পড়িয়াছিল, সা কুলি খাঁ মহবম সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া উহা এক

হস্তা পৃষ্ঠে উঠাইয়া দিয়া পিতাব নিকট আনিলেন। এই সাংহাসন
নিৰ্মাণ কবিতে ১৮ লক্ষ টাকাব স্বর্ণ এবং মণিমুক্তা লাগিয়াছিল।
হিমুব মস্তকে হীৰক চুর্ণা, পান্না, যবকত মুক্তাখচিত ৫ কোটি ৯০
লক্ষ টাকা মূল্যেব এক উষ্ণীষ ছিল। এই উষ্ণীষ সমেত হিমুব ক্ষত-
বিস্তত মস্তক পিতাব পদতলে বক্ষিত হইল। বাজ্যাবোহণ করিয়াই
সর্বপ্রথমে এক যুদ্ধে জয়লাভ ববা পিতা তাঁহাব রাজত্বের শুভ
চিহ্ন বলিয়া মনে কবিলেন। আনন্দে উল্লসিত হইয়া পিতা সা কুলি
থাকে জয়ঢাক ওপতাকা প্রদান কবিয়া পাঁচ হাজাব অশ্বারোহী সৈন্তের
অধিনায়ক পদে উন্নীত কবিলেন। এই যুদ্ধে অসীম ঐশ্বর্য্য, ও
হাজার হস্তী, ৫০ হাজাব উষ্ট্র এবং অগাণ বহু দ্রব্য লাভ হইয়াছিল।
যুদ্ধের পব পিতার মন্ত্রী বৈবাম থা জয়চিহ্ন-স্বরূপ হিমুর মৃতদেহেব উপর
পুনরায় আঘাত কবিতে পরামর্শ দেন। প্রত্যুত্তরে পিতা বলিয়াছিলেন
যে—“কয়েক বৎসব পূর্বে আমি এক দিবস আমার পিতাব পাঠাগারে
নানাপ্রকাব চিত্র দর্শন কবিতেছিলাম, ভগ্নাধো চিত্রকব আবাদাসামাদ
কল্পক অঙ্কিত হিমুর একটি চিত্র অনুচবকর্ভুক আমাব হস্তে প্রদত্ত হয়,
অ আমি তৎক্ষণাৎ উহা খণ্ড খণ্ড কবিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। তখনই
আমি মনে কবিয়াছিলাম যে তাহাব উপর জয়লাভ কবিয়াছি। লোকটা
তাহাব কার্য্যেব উপযুক্ত পুৰস্কাব পাইয়াছে, তত্পবি আমি আব তাহাকে
অপমানিত কবিতে ইচ্ছা কবি না।” যুদ্ধের পব হতাহতের সংখ্যা
গণনা কবিয়া দেখা গিয়াছিল যে, হিমুব পক্ষে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ১৪ হাজার লোক
হত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বহু লোক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছিল
এবং আহত হইয়া পবে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। *

* আবুল ফজলের মতে ঠাহাব এক বৎসব পবে পাণিপথেব নিকটে এক
যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আবুল ফজেল বলেন যে, হিমুর এক চক্ষু তীরদ্বারা বিদ্ধ হইয়া

আকবরের রণনৈপুণ্য

দ্বিতীয় ঘটনা। পিতার ফতেপুর অবস্থানকালে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল যে, গুজবাটেব অধিবাসীবৃন্দ মির্জা ইব্রাহিম হোসেন এবং মির্জা সা মির্জাব কর্তৃত্বে আহমেদাবাদ নগর অবরুদ্ধ কবিযাছে। এই সহব খান-ই-আজমের (আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা) অধীনে বহু সৈন্য কর্তৃক পবিসন্ধিত হইতেছিল। এই সংবাদ পাইয়া এ বিষয়ে কি কবা যাইবে তাহা স্থির করিবার জন্য পিতা কয়েকটি বিশ্বস্ত অম্লচরের সহিত পৰামর্শ কবিতে লাগিলেন। এই পরামর্শ-সভাতে খান-ই-আজিমের মাতা এবং আমার পিতার বাত্নী বিবি বেগম উপস্থিত ছিলেন। এই সভাতে স্থির হইল যে পিতা সৈন্য লইয়া এই বিজ্রোহীদের দমন কবিতে গমন কবিবেন। ফতেপুর হইতে গুজবাট দুই মাসের বাস্তা। সমুদয় আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া এং সৈন্যদল স্তসজ্জিত করিয়া পিতা দিবাবাত্রি কখনো অশ্বপৃষ্ঠে, কখনো উষ্ট্রপৃষ্ঠে আবোহণ করিয়া চৌদ্দ দিনে দুই মাসের বাস্তা অতিক্রম কবিয়া ১৫৭২ খৃষ্টাব্দেব অক্টোবর মাসে শত্রব সম্মুখীন হন। তাঁহাবা

ছিল এবং জীবিতাবস্থায়ই তাঁন আকবরের সমীপে নীত হন। হিমু কোনো প্রকাব বাক্যব্যয় কবিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন, ইহাতে সকলেই তাহাকে হত্যা কবিবার জন্য নবীন সম্রাটকে উত্তেজিত কবে। কিন্তু আকবর এই নিরস্ত্র শত্রকে হত্যা করিয়া তাঁহাব তববাবী কলঙ্কিত কবিতে অস্বীকার কব্রাতে বৈরাম থা তাঁহাকে হত্যা কবেন। আবুল ফতেল লিখিয়াছেন যে, এই প্রকাব বুদ্ধিমান এবং বীর্যশালী লোককে হত্যা কবা কিছুতেই উচিত হয় নাই, বরং তাঁহাকে নিঃসন্দেহে রাজকাণ্ডে নিযুক্ত কবিলে প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইত এবং রাজ্যের বহু কার্য সম্পাদিত হইত।

রাত্রিকালে এই স্থানে পৌঁছিয়াছিলেন। সেনাপতি রাত্রিকালেই শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিতে উৎসুক ছিলেন; কিন্তু পিতা বলিলেন যে, ভীকু এবং কাপুরুষেরাই রাত্রিকালে বিপক্ষকে আক্রমণ করে। পরদিন প্রাতঃকালে পিতা সমব-বাঘ বাজাইবাব আদেশ প্রদান করিলেন। তৎক্ষণাৎ ৪৫ জোড়া জঘঢাক এবং বিংশতিটি তুরক্ষ দেশীয় শিক্ষা বাজিয়া উঠিল। হঠাৎ এই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শত্রুদল হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। অস্বাভাবিক কবিতা পিতা কিয়দূর অগ্রসর হইয়া সাবারমতি নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। বিপক্ষ দলকে অপর পাবে দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাব সৈন্যদিগকে সম্ভরণ করিয়া অপর পারে যাইতে আদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন যে, পরপাব এত জঙ্গলাকীর্ণ যে ইহা যুদ্ধের পক্ষে কিছুমাত্র উপযোগী নহে। সুতরাং নৌকা সংগ্রহ করিয়া পরপারে যাইবার আয়োজন করিতে বহু বিলম্ব হইয়া পড়িলে, শত্রুগণ সাহস সঞ্চয় করিয়া যুদ্ধের জগ্ৰ প্রস্তুত হইবে।

এই সময়ে মহম্মদ হোসেন মির্জা নদী-তীরে আমাদের তুরক্ষ দেশীয় সেনাপতি শোভান কুলিকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, এই বিপুল সৈন্যদলের এ স্থানে আসিবার কারণ কি এবং তাহাদের প্রধান সেনাপতিই বা কে। শোভান কুলি বলিলেন যে, ইহার সন্ন্যাসের সৈন্য এবং সন্ন্যাস স্বয়ং এই স্থানে প্রধান সেনাপতিরূপে উপস্থিত আছেন। শত্রুগণ পূর্বেই হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অধিকতর ভীত হইয়া বলিল,—“তোমাদের বাক্য সর্বৈব মিথ্যা, কারণ চৌদ্দদিন পূর্বে আমাদের গুপ্তচর ফতেপুর নগরে সন্ন্যাসকে দেখিয়া আসিয়াছে, এই বিপুল সৈন্য-বাহিনী এবং সমুদয় হস্তী ও অশ্ব সজ্জিত করিয়া দুই মাসের পথ চৌদ্দদিনে অতিক্রম কবা অসম্ভব। তোমরা নিশ্চয়ই কোনো দস্যুদল হইবে।” পিতা অতঃপর সৈন্যদিগকে যুদ্ধের জগ্ৰ প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন।

এই আদেশ প্রদানের পরও যুদ্ধারম্ভ কবিতো কিয়ৎকাল বিলম্ব হইল। খাঁ কুলান পিতাকে লিখিলেন যে—“শত্রুপক্ষের সৈন্ত-সংখ্যা অগণ্য, তদুপরি গুজবাটের চাবিজন শক্তিশালী বাজাও তাহাদের সহিত সমুদয় সৈন্যসামন্ত লইয়া যোগদান করিয়াছে। শত্রুপক্ষে দুই লক্ষ বন্দুপবিহিত অশ্বারোহী সৈন্য এবং কুডি হাজাব উষ্ট্রাবোহী বন্দুকধারী সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত আছে, এতদ্ব্যতীত ত্রিশ হাজাব উষ্ট্রের পৃষ্ঠদেশে গোলাগুলি মজুত আছে। আমরাদিগেব পক্ষে এত অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া এই বিশাল সৈন্যেব সম্মুখীন হওয়া কোনো প্রকারেই যুক্তিসিদ্ধ নহে, অতএব খাঁ-খান, খাঁ-ই দোরাম, খাঁ-ই জেহানের সৈন্যদলেব আগমন-প্রতীক্ষা করা কর্তব্য, নতুবা আমরা সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইব।” ইহাব প্রত্যুত্তরে পিতা লিখিলেন যে—

“আমি সর্বদাই এবং এক্ষণেও ঈশ্বরের সাহায্য এবং কৃপাব উপর নির্ভব কবিয়া আছি। মল্লযোব উপব যদি আমি সম্পূর্ণরূপে নির্ভব কবিতাম তবে এই পবাক্রান্ত শত্রুর সম্মুখীন হইতে সাহসী হইতাম না। ঈশ্বরের উপব এই ঘটনার ফল্যফল নির্ভব করিতেছে। তাঁহাব যাহা ইচ্ছা জাহাই পূর্ণ হইবে। শত্রুগণ আমাদের সহিত যুদ্ধ কবিতো অগ্রসর হইতেছে, এ সময়ে কোনো প্রকার চাঞ্চল্য বা ভীকৃত্য দেখাইলে তাহাদের সাহস বৃদ্ধি পাইবে। স্তববাং এখনই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হউন।” এই সময়ে পিতার নিকট পাঁচ হাজার সৈন্য ছিল। আমীবগণের নিষেধ এবাং অধিকাংশ সৈন্য ও সেনাপতিগণেব অল্পপস্থিতি সত্ত্বেও পিতা তখনই যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া মজার দিকে মুখ ক্রিয়াইয়া ঈশ্বরের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়া প্রার্থনা করিলেন। তৎপবে পুনরায় অশ্বারোহণ করিয়া অল্পচরবর্গের সহিত নির্ভয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন এবং ঈশ্বরের কৃপায় নিরাপদে অপর পাবে উপনীত হইলেন। এই স্থানে আসিয়া তিনি তাঁহার অল্পচর

বাজা দেবচাঁদের নিকট হইতে তাঁহার পিতার অঙ্গরাখা চাহিলেন। রাজা কহিলেন,—“উহা নদীর স্রোতে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।” পিতা বলিলেন যে,—“ইহা একটি শুভচিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে; ইহা দ্বারা বুঝিতেছি যে আমরা বিনা বাধায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিব।” এই সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট সৈন্য সকল ক্রমে আসিতে লাগিল। ক্রমে পিতার নিকট দশ সহস্র অশ্বরোহী সৈন্য এবং এক সহস্র হস্তী ও দুই সহস্র বন্দুকধারী সৈন্য একত্র হইল। পিতার অগ্নে ও দয়ায় প্রতিপালিত বিদ্রোহী মির্জাগণ তখনো যুদ্ধ করিতে অগ্রসব হয় নাই।

আহমেদাবাদেব রক্ষক আজিম এতাবৎকাল উপলব্ধি করিতে পারেন নাই যে, তাঁহার প্রভু সহরে উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি, আসফ খাঁ এবং অন্যান্য আমীরগণ দ্রুতগতিতে পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের অপরাধেব জন্ত ক্ষমা ভিক্ষা কবিয়া পিতার পদতলে পতিত হইলেন। এমন সময়ে হঠাৎ জঙ্গলের মধ্য হইতে শত্রুপক্ষের একদল সৈন্য নির্গত হইয়া পিতার সৈন্য আক্রমণ করিল। মহম্মদ কুলি খাঁ এবং তার্থান দিওয়ানা তাহাদের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহারা পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিল। পিতা ইহাতে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি অশ্বরের রাজা ভগবান দাসকে বলিলেন,—“শত্রুপক্ষ পরাক্রান্ত, স্তবরাং আমাদের তরবারি গ্রহণ করা ব্যতীত আর অগ্র উপায় নাই। এক্ষণে আমরা পলায়ন করিলে, আমাদের মধ্যে কেহই জীবিত থাকিবে না। স্তবরাং বিধাতার উপর একান্তভাবে নির্ভর করিয়া দৃঢ়চিত্তে শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিতে হইবে।” এই সময়ে মহম্মদ হোসেন মির্জা সৈন্যদলের পুরোভাগে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সা কুলি খাঁ মহরম এবং তুর্ক হোসেন খাঁ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন যে, শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। পিতা ইহাতে আনন্দের সহিত

সম্মতি প্রদান করিলেন। অতঃপর পিতার সৈন্যদল অগ্রসর হইতে লাগিল ; কিয়ৎকাল পরে তাহাবা শত্রুপক্ষের সৈন্যদলের অতি নিকটবর্তী হইল। পিতা এই সময়ে কোপারা নামক এক তেজস্বী অশ্বে আরুঢ় ছিলেন। সর্বাঙ্গ বর্ণ্যাবৃত করিয়া, হস্তে দীর্ঘ বর্শা এবং কটিদেশে তীর ধরুক লইয়া পিতা সৈন্যদলের অধিনায়করূপে অগ্রসর হইলেন। অমনি গভীর নির্যোষে সমর-বাণ বাজিয়া উঠিল, সৈন্যগণ আল্লা হো আকুবর বনে দিগন্তর কাপাইয়া তববারি হস্তে শত্রুপক্ষের উপর পতিত হইল। পিতা স্বয়ং এই যুদ্ধ পবিচালনা করিতেছেন, ইহাতেই ভীত হইয়া শত্রুপক্ষের বাম পার্শ্বের সৈন্যদল পলায়ন করিল। কিন্তু এদিকে আমাদের সৈন্যদলের বামপার্শ্ব মহম্মদ হোসেন মির্জা কতৃক পরাজিত হইল এবং এই সেনাপতি সেই দিকে ক্রমাগত জয়লাভ করিতে লাগিলেন। আমাদের পক্ষের একদল সৈন্য কিয়ৎকাল তাহাকে বাধা প্রদান করিয়াছিল। এ সময় চতুর্দিক হইতে তীব্রবেগে অনবরত হাউই নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। এমতাবস্থায় বিদ্রোহীদের মধ্যে এক সর্দার অসাবধানতা বশতঃ একটি হাউই একপ ভাবে ছুঁড়িল যে, তাহা তাহাদেরই দলস্থ একটি হস্তীর পৃষ্ঠদেশে পতিত হইল। এই হস্তীর পৃষ্ঠে ৫ শত বস্তা বারুদ, ৩ গোলা গুলি ছিল। ইহার উপর হাউই পড়িবামাত্র তৎক্ষণাৎ সমুদয় গোলা গুলি ভীষণ শব্দে ভস্মীভূত হইল এবং চতুর্দিকে ভীষণ অগ্নি জলিয়া উঠিল। অন্যান্য হস্তী এবং উষ্ট্রের পৃষ্ঠে এক হাজার বস্তা বারুদ ছিল, অগ্নি লাগিয়া তাহা পুড়িয়া গেল। হস্তী সকল ভীত হইয়া তাহাদেরই সৈন্যদলের উপর আসিয়া পড়িল। ইহাতে প্রায় ৫০ হাজার অশ্ব ধ্বংস প্রাপ্ত এবং ভীষণরূপে ক্ষত বিক্ষত হইল। এই অভাবনীয় ঘটনায় বিদ্রোহী সৈন্যদল সমস্ত হইয়া নিতান্ত বিশৃঙ্খলভাবে পলায়ন করিতে লাগিল। পিতা এই সৈন্যদলের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু সম্মুখে এই

কালান্তক ব্যাপার দর্শন কবিয়া তাঁহার অশ্বেষ গতি রোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং কয়েকটি অনুচর পরিবৃত্ত হইয়া শত্রুর নিদারুণ ধ্বংসপ্রাপ্তি এবং পলায়ন পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এমতাবস্থায় মহ-শ্বদ হোসেন মির্জা একদল সৈন্য লইয়া হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমণ কবিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুচরবৃন্দ তাঁহাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। মান-সিংহ দববাবা সাতিশয ক্লতকার্য্যাতার সহিত প্রভুব প্রাণরক্ষার্থ যুদ্ধ কবিয়া-ছিলেন। কিন্তু রাজা বগুদাস প্রভুব প্রাণবক্ষা করিতে গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বিশ্বস্ত ওয়াফাদার বাহতে এবং হস্তে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও যুদ্ধ কবিয়াছিলেন। অবশেষে শত্রুগণ তাঁহার অশ্ব মাঝিয়া ফেলিলে তিনি ভূমিতে দাড়াইয়া পিতাব প্রাণরক্ষার জন্ত যুদ্ধ কবিয়া-ছিলেন। সৌভাগ্য বশতঃ শত্রুগণের মধ্যে কেহই পিতাকে স্পর্শিত না, এই জন্ত তাহারা তাঁহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য বাখে নাই। কিন্তু এই সঙ্কটেব সময় দেখা গেল যে, তিন জন অশ্বাবোহী সৈন্য অস্থহস্তে পিতাব দিকে অগ্রসব হইতেছে। দুইজন পিতাব নিকটবর্তী হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ না কবিয়াই হঠাৎ অস্ত্র দিকে চলিয়া গেল। তৃতীয় ব্যক্তি পিতাব অস্ত্র নিকটে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। পিতা একটি বর্শা উত্তোলন করিয়া তাহার দেহে বিদ্ধ করিতে যাইবেন এমন সময়ে সে ব্যক্তি তাঁহার করুণা প্রার্থনা কবিয়া প্রাণ ভিক্ষা চাহিল এবং বলিল যে, গোলা গুলি নিঃশেষ প্রাপ্ত হওয়াতে শত্রুগণ নিতান্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছে, আব সংগ্রাম কবিবার সাহস ও শক্তি তাহাদের নাই। তিনি এক্ষণে তাহাদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিতে পাবেন। এই সংবাদ প্রদান কবিয়াই এ ব্যক্তি তথা হইতে প্রস্থান কবিল। পবে জানা গেল যে এই তিন ব্যক্তি পিতাকে হত্যা কবিবার জন্য শত্রু কর্তৃক নিয়োজিত হইয়াছিল। প্রথম দুই ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার মহিমাবিস্ত

তেজোদীপ্ত মূর্তি দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল। তৃতীয় ব্যক্তি সাহসের সহিত তাঁহার নিকটবর্তী হইয়াছিল কিন্তু পিতাকে বর্শা ধরিতে দেখিয়া এবং মৃত্যু নিশ্চিত বুঝিয়া জীবনের জন্য করুণা ভিক্ষা চাহিয়াছিল।* তৃতীয় ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সংবাদ প্রাপ্ত হইবার পরও পিতা যুদ্ধ করিতে ছিলেন। কিয়ৎ কাল পরে সৈন্যাগণ আসিয়া সংবাদ দিল যে—বিদ্রোহিগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছে ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতেছে। পিতা তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। সৈন্যাগণ শত্রুপক্ষের দুই হাজার হস্তী, দুই হাজার সুসজ্জিত অশ্ব এবং বন্দুকসহ পঞ্চাশ হাজার গর্দভ হস্তগত করিয়াছিল। সর্বাগ্রে সুজায়েত খাঁ পিতার নিকট আসিয়া এই জয়ের জন্য আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, একমাত্র দৈশ্বরের কৃপাতেই এই জয়লাভ হইয়াছে নতুবা এত অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া এই বিশাল শত্রুদলকে পরাজিত করা অসম্ভব হইত। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া ও তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া পিতা ধীরে ধীরে আহমেদাবাদ নগরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে সংবাদ পাইয়াছিলেন যে এই সময়ে সেফ খাঁ কোকার মৃত্যু হইয়াছে। পিতা ইহাতে প্রথমতঃ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার মৃত্যু-বিবরণ শ্রবণ করেন। ইনি জেন্ খাঁর সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। এই যুদ্ধের কয়েক দিন পূর্বে পিতা কয়েকটি আমীরকে ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই নিমন্ত্রণ-সভায় কয়েকজন ভবিষ্যদ্বক্তা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সকলেই

* আবুল ফজল বলেন যে, এই তিন ব্যক্তিই পর পর আকবরকে আক্রমণ করিয়াছিল। একজন তাঁহার উরুতে তরবারি দ্বারা আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু অসাধারণ সাহস, ক্ষিপ্ততা এবং অশপরিচালনা-নৈপুণ্যবলে তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন।

একবাক্যে বলিয়াছিলেন যে, এই যুদ্ধে আকবরই জয়লাভ করিবেন, কিন্তু তাঁহার এক প্রধান কর্মচারী নিহত হইবেন। সেই রাত্রেই সেফ খাঁ পিতার নিকট আসিয়া এই যুদ্ধে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং তাঁহাকে বলেন যে, প্রভুব জন্য মরিবার ভাগ্য যেন তাঁহারই হয়। কার্য্যতও তাহাই হইল। যুদ্ধকালে তিনি মুখে দুইটি ভীষণ আঘাত পাইয়াছিলেন। রক্তাক্ত দেহ লইয়াই তিনি পিতার নিকট আসিয়াছিলেন, কিন্তু মহম্মদ হোসেন মির্জা ও তাহার সৈন্যদল কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়াতে তিনি তরবারি হস্তে প্রাণত্যাগ করেন।

পবাজিত হইয়া মহম্মদ হোসেন মির্জা বাবলা বৃক্ষপূর্ণ জঙ্গলের ভিতর দিয়া যখন পলায়ন করিতেছিলেন, তখন বাবলায় একটি কাঁটা তাহার অশ্বের পদমূলে বিদ্ধ হওয়ায় অশ্ব ভূপতিত হয়। মহম্মদ তখন পদব্রজেই পলায়ন করিতে লাগিলেন। এমতাবস্থায় আমাদের কর্মচারী গজা আলিবেগ কর্তৃক মহম্মদ ধৃত হন। তাঁহার হস্তপদ পশ্চাদিকে বন্ধন করিয়া এবং তাঁহাকে অশ্বপৃষ্ঠে আবোহণ কবাইয়া আলিবেগ তাঁহাকে পিতার সম্মুখে আনয়ন করে। আলিবেগ ব্যতীত আরো দুই ব্যক্তি বন্দে যে, তাহারাই মহম্মদকে বন্দী করিয়াছে। এ বিষয়ে মতভেদ হওয়াতে পিতা মহম্মদকেই ইহার মীমাংসা করিতে বলেন। প্রত্যুত্তরে মহম্মদ বলেন যে, তিনি যে সত্ৰাটের লবণ খাইয়াছেন, সেই লবণই তাহাকে ধরাইয়া দিয়াছে অর্থাৎ তাঁহার কৃতঘ্নতার শাস্তিস্বরূপ তিনি ধৃত হইয়াছেন। তাঁহার এই দুর্ব্বস্থা দেখিয়া পিতা তাঁহার পশ্চাদিকের বন্ধন খুলিয়া হস্তদ্বয় সম্মুখে বাঁধিতে আদেশ দিয়াছিলেন। মানসিংহ দরবারীর অধীনে তাঁহাকে রাখা হইয়াছিল। কিন্তু মহম্মদ তাঁহার নিকট পানীয় জল চাহিলে, তিনি তাঁহার মস্তকে আঘাত করিয়াছিলেন। পিতা ইহাতে নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া মানসিংহের অধীনতা হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিবার আদেশ দেন। ইহাতে

মির্জা কৃতজ্ঞতায় অমুপ্রাণিত হইয়া আকবরকে বলিলেন যে, যদিও গুজরাটের একজন সামন্ত বন্দী হইয়াছে তথাপি আবো তিন জন সেনাপতি জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা এখনো তাঁহার বিকদ্ধাচরণ করিতে পারে। সহরের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসব হইবাব সময় পিতা বিকানীবের রাজা রায় সিংহের অধীনে মহম্মদ মির্জাকে রাখিয়াছিলেন এবং হস্তদ্বয় বন্ধন করিয়া একটি হস্তীর পৃষ্ঠে আবোহণ কবাইয়া তাঁহাকে সহরে লইয়া যাইতে আদেশ দিয়াছিলেন। যখন তাঁহারা এইকপে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে-ছিলেন, তখন জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ এক দল বিপুল সৈন্য আবির্ভূত হয়। পিতা তৎক্ষণাৎ সমব-বান্ধ বাজাইতে আদেশ দিলেন এবং সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য-প্রস্তুত হইল। অশ্বরের যুবরাজ রাজা মানসিংহ, সাজায়েত খাঁ এবং অশ্বরের বাজা ভগবান দাস কয়েক জন সৈন্য লইয়া তাহাদের আক্রমণ করিলেন। চতুর্দিকে তীর, বন্দুক, গোলা গুলি, হাউই নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। এই সময় রাজা ভগবান দাস পিতাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, মহম্মদ হোসেন মির্জাকে যেন কোনো মতেই পলায়ন করিবাব সুবিধা না দেওয়া হয়। বিপদ ঘনীভূত হইতেছে দেখিয়া ইহাকে জীবিত রাখা আর সম্ভব নহে বিবেচনা করিয়া তিনি পিতার নিকট মহম্মদের হত্যার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। পিতা এত দয়াপ্রবণ ছিলেন যে, ইহার কৃতজ্ঞতা এবং বিপক্ষতাচরণ সত্ত্বেও হত্যার অনুমোদন করিলেন না। কিন্তু অবশেষে রাজা ভগবান দাসের আদেশে রায় সিংহ মহম্মদকে হঠাৎ হস্তী পৃষ্ঠ হইতে ভূতলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন এবং সের মহম্মদ তাঁহার মস্তক-চ্ছেদন করিয়াছিলেন। পরিশেষে জানা গিয়াছিল, যে সৈন্যদল হঠাৎ জঙ্গলের মধ্য হইতে নির্গত হইয়াছিল তাহা গুজরাটের ক্ষমতাশালী সামন্ত একতিয়ার উল মৌলিক কর্তৃক পরিচালিত এবং তাহারা সম্রাটের বশতা স্বীকার করিতে আসিতেছিল কিন্তু এই বিষয় কেহই অবগত না থাকিলে

পিতার সৈন্যদল তাহাদের আক্রমণ করে। রক্ষার আর কোনো উপায় নাই দেখিয়া একতিয়ার পিতার নিকট এই মর্মে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, তিনি সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিতে আসেন নাই পরন্তু তাঁহার বশত। স্বীকার করিতেই আসিয়াছেন। কিন্তু সৈন্যদল ভীষণ যুদ্ধে ব্যাপ্ত থাকাতে এই সংবাদ কিছুতেই সম্রাটের গোচরীভূত হইতে পারে নাই দেখিয়া তিনি পর্বতে পলায়ন করিয়া আশ্রয় লাভ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে তুর্ক সোরাব বেগ কর্তৃক ধৃত হইয়া তৎকর্তৃক নিহত হন। * তাঁহার সৈন্যদল প্রভুর মৃত্যুতে হতবুদ্ধি হইয়া বিশৃঙ্খলভাবে পলায়ন করিয়াছিল এবং অবশিষ্ট দশ হাজার সৈন্য নিহত হইয়াছিল। প্রথম দিনেই দুইবার জয়লাভ করিয়া পিতা নিরাপদে আহমেদাবাদ নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি তথায় সাত দিন অতিবাহিত করেন। তৎপরে গুজরাট প্রদেশ বৈরাম খাঁর পুত্র খাঁ খানের শাসনাধীনে রাখিয়া তিনি দিল্লী নগরীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

এই যুদ্ধে বিজয়ী হইবার পর পিতা বঙ্গদেশ এবং চিতোর ও রিস্তমপুরের দুর্গম দুর্গ জয়ে মনোনিবেশ করেন। চিতোর এবং রিস্তমপুরের দুর্গ জয় করিতে তিনি স্বয়ং তথায় গমন করেন। চিতোর দুর্গ অবরোধ করিয়া পিতা চিতোরের সেনাপতি জয়মলকে নিহত করেন। যে বন্দুক দ্বারা তিনি জয়মলকে নিহত করেন তাহা অত্যাধি আমার নিকট আছে। এই বন্দুকের নাম পিতা “ভুট্টানদাজ্” অর্থাৎ লক্ষ্যভেদে স্থির দিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা তিনি কুড়ি হাজার পশু পক্ষী নিহত করেন।

* আবুল ফজেল লিখিয়া গিয়াছেন যে, আহমেদাবাদে সম্রাটের সৈন্যদিগকে দমনে রাখিবার জন্য একতিয়ার উল মৌলক তথায় ছিলেন। কিন্তু মহম্মদ মির্জা ধৃত হইবার পর একতিয়ার যখন পলায়ন করিতেছিলেন, তখন উপরোক্তরূপে নিহত হন।

শিকারপ্রিয়তা

আমিও বন্দুক ছুঁড়িতে একপ্রকাব সিদ্ধহস্ত। আমি শিকার কবিতে অতিশয় ভালবাসি এবং এই বন্দুক দ্বারা একদিনেই কুড়িটি হরিণ মারিয়াছি, কিন্তু পবে আমি প্রতিজ্ঞা কবি যে ৫০ বৎসর পূর্ণ হইলে আব শিকাব কবিব না। নিম্ন লিখিত ঘটনা সংঘটিত হইবার পর আমি এই প্রতিজ্ঞা কবি।

এক দিনস অলুচববর্গেব সহিত হরিণ শিকাব কবিতে গিয়া একদল হরিণের মাঝে বিচিন বর্গেব অতিশয় সুন্দব একটি হরিণ দেখিয়াছিলাম। অলুচবদিগকে আমাব সঙ্গ লইতে নিবেদন কবিয়া আমি একাকীই উহাব পশ্চাদলুসবণ কবিয়াছিলাম। উহাব পশ্চাতে দৌড়িতে দৌড়িতে আমি ক্রমাগত তাহাবে লক্ষ্য কবিয়া বন্দুক ছুঁড়িতেছিলাম কিন্তু কোনো গুলিই তাহাব দেহে বিদ্ধ হয় নাই। আমি যখন এক একবাব তাহাব অতি নিকটে যাইতেছিলাম তখন সে যেন আমাকে তাচ্ছিল্য কবিয়া লক্ষ্যপ্রদান কবিয়া দূরে চলিয়া যাইতেছিল। অবশেষে একটি গুলি নিক্ষেপ কবিয়া যেমন আমি তাহাব অতি নিকটবর্তী হইয়াছি অমনি সে হঠাৎ এক লক্ষ্যপ্রদান করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার এই হঠাৎ লক্ষ্যপ্রদানেই অথবা কি কাবণে বলিতে পারি না আমিও তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। এই অজ্ঞান্য বস্থায় আমি দুই ঘণ্টা তথায় পড়িয়াছিলাম। তৎপবে আমাব পুত্র খুরম বহুক্ষণ আমাকে না দেখিয়া সাতিশয় চিন্তাকুল হইবা আমাকে অবেষণ কবিতে কবিতে তথায় বাইয়া উপস্থিত হইল। খুরম আমাব কপালে গোলাপজল নিক্ষেপ করাতে আমাব জ্ঞান হইল। ইহাব পবে প্রায় এক মাস আমাব চিরকাল তর্কলতা এবং কেমন এক প্রকার ভয়ের ভাব

ছিল। সেইদিন হইতে আমি প্রতিজ্ঞা কবিলাম যে ৫০ বৎসরের পরে আব মৃগয়ায় গমন কবিব না। আমার পিতাব বিবরণ সম্পূর্ণ কবিবাব পূর্বে একটি বিষয় না লিখিয়া পারিতেছি না, তিনি এতদূর মিতাচারী ছিলেন যে, বৎসরের মধ্যে তিন মাস মাংস স্পর্শও কবিতেন না। তাঁহাব জন্ম মাসে বাজ্যের মধ্যে কোনো প্রকাব জীব হত্যা কবিতে তিনি নিষেধ



সম্রাট জাহাঙ্গীর।

করিয়াছিলেন। তিনি রমজানের মাসে উপবাস করিতেন না, কিন্তু উপবাসের শেষ দিনে মসজিদে গমন করিয়া বীতিমত প্রার্থনা ও অগ্ন্যাগ্ন ধর্ম্মাহুষ্ঠানসমূহ সম্পন্ন করিতেন। উপবাস না কবার জন্ত অপবাধ দ্বী-করণার্থ তিনি তিনশত দাসদিগকে মুক্তি প্রদান কবিতেন এবং দরিদ্র-দিগের মধ্যে ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করিতেন।

বাল্যসঙ্গীর পদোন্নতি সাধন

আমি প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পূর্বে যে সকল লোক আমার সঙ্গী ছিলেন তন্মধ্যে জুম্মল উদ্দিন আশু আমার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। আমি এক্ষণে তাহাকে এজাদৌলা উপাধি প্রদান কবিয়া বারো হাজার সৈন্তেব অধিনায়ক-পদে উন্নীত করিলাম, তিনি এ যাবৎ এক হাজারের পদেই ছিলেন। ইহাব পূর্বে আমার পিতাব বাজসভাব কোনো আমীরই এত উচ্চ পদ লাভ করিতে পাবেন নাই। এই উপাধি প্রদান কবিয়া আমি তাঁহাকে জয়ঢাক অঙ্কিত রাজপতাকা, একখানি হীরকখচিত তরবারি এবং মণিমুক্তাখচিত ও বহুমূল্য সাজে সজ্জিত একটি অশ্ব উপহাৰ দিলাম। এই প্রকাৰে পিতাব সভায তাহাব যে সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল তাহা অপেক্ষা দশগুণ অধিক সম্মান বৃদ্ধি কবিয়া দিলাম। অধিকন্তু তাঁহাকে পরিপূর্ণ ক্ষমতা প্রদান কবিয়া বাজারের শাসনকর্তা নিযুক্ত কবিলাম। তাহাব এগাবোটি পুত্রকেও অবস্থানুসাবে এক হইতে দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্তেব অধিনায়ক-পদ প্রদান কবিলাম। সুতবাং এতেমাদ্-উদ্-দৌলার পরিবাব ব্যতীত আমার বাজসভায ইহার ন্যায সম্মানিত আব কেহ রহিলেন না।

মুদ্রা-সংস্কার

এই সময়ে বাজ্যেব মুদ্রা সংশোধন কবিত্ত মনোনিবেশ কৰিলাম।
প্রচলিত স্বর্ণ ও বোপা-মুদ্রা ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়াতে আমি নূতন মুদ্রা প্রস্তুত
কবিত্ত আদেশ দিলাম। মিবায় সদব জাহানকে দবিদ্রদিগেব প্রতি-
পালনার্থ ধনভাণ্ডাবেব পবিদশক নিযুক্ত কৰিলাম এবং বিববাদিগেব ধন-
ভাণ্ডাবেব ভাব হাদর্জ কোবার উপব অপণ কৰিলাম। জাহিদ থাকে
পনেবো শত হইতে দুই হাজাব সৈন্যেব অবিদায়ক-পদে উন্নীত কৰিলাম।
আমি আবে একটি সংস্কার সাধন কৰিলাম। কোনো ব্যক্তিকে অশ্ব এবং
হস্তী উপহার প্রদান কৰিয় সম্মানিত কবিত্ত হইলে তাহা সৰ্ব্বদাই
সম্রাটেব অশ্ব-শালা এবং হস্তী শাল হইতেই প্রদত্ত হইত। পিতার রাজত্বেব
সময়ে বাৎসবিক ৫ লক্ষ টাকা বেতনে এই বাজ্যেব জন্য এক পবিদশক
নিযুক্ত ছিল। আদি এই পদ অনর্থক ব্যয়সঙ্কুল মনে কৰিয়া তাহা
একেবারে উঠাইয়া দিলাম।

দানিয়েলের ঐশ্বর্য্য

এই সময়ে সালাবান দাক্ষিণাত্য হইতে আমার মধ্যম ভ্রাতা সুলতান দানিয়েলের সমুদয় রত্নালঙ্কার ও অন্যান্য জিনিষ লইয়া আসিল। এই সকল জিনিষের মধ্যে পনেরো শত হস্তী ছিল; একটির মূল্য চারি লক্ষ টাকা। ইহাও সস্তা বলিতে হইবে। এই হস্তী ব্যতীত হীরক এবং বদক-শ্যনের সর্বোৎকৃষ্ট জাতীয় আট হাজার উষ্ট্র ছিল। ইহারাও অতিশয় মূল্যবান ছিল। এই সকল পশু ব্যতীত চীন দেশের স্বর্ণখচিত বস্ত্র গুজ-রাটের সূক্ষ্ম ও মূল্যবান বস্ত্র, চারি কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার রত্নালঙ্কার এবং ছয় কি আট লক্ষ নগদ মুদ্রা আমার নিকট আনীত হইল। ইহা ব্যতীত আমার ভ্রাতার অঙ্গরের তিনশত মহিলার রক্ষার ভার আমার উপর পতিত হইল। আমি তাঁহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলাম যে, তাঁহারা যদি পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছুক থাকেন তবে আমি আমার সভাসদদিগের মধ্যে উপযুক্ত দেখিয়া তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ স্থির করিতে পারি। প্রত্যেক মহিলার নানা প্রকার রত্নালঙ্কার, স্বর্ণখচিত বস্ত্রাদি, স্বর্ণ এবং রৌপ্যের ভৈজস পত্র, সুদৃশ্য হাওদাবিশিষ্ট হস্তী ও অশ্ব এবং সুন্দরী কৃতদাসী সমূহ ছিল এতদ্ব্যতীত তাঁহারা বিবাহের সময় প্রত্যেকে তিন লক্ষ টাকা যৌতুক পাইয়াছিলেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে আমার আমীরদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারেন এইরূপ অহুমতি প্রদান করিলাম। এই প্রকারে আমি এতগুলি মহিলার একটি শুবন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। আমার ভ্রাতার সমুদয় হস্তীর মধ্যে একটি অশেষ গুণসম্পন্ন হস্তী আছে। আমি ইহার নাম ইল্লগজ (ইল্লের হস্তী) রাখিয়াছিলাম। এত বৃহৎ

হস্তী আমি কখনো দেখি নাই। ইহার পৃষ্ঠে আবোহণ কবিতো হইলে চৌদ্দ ধাপবিশিষ্ট একটি মইয়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহাব স্বভাব এত মৃদু ও শান্ত যে অতিশয় উত্তেজিত হইলেও ইহাব সম্মুখে কোনো শিশু পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ শুণ্ডদ্বারা সবাইয়া সবুজে তাহাকে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া দেয়। ইহা এত বেগে চলিতে পাবে যে, অতি দ্রুতগামী অশ্বকেও পশ্চাদপদ কবিশা দেয়। এই হস্তী এত সাহসী যে একশত মন্ত হস্তীর সহিত অনায়াসে যুদ্ধ কবিতো পাবে। ইহাব অন্যান্য অনেক সদৃশ্য আছে। একদল বাদককে সর্বদা ইহার অনুগমন কবিতো আদেশ প্রদান কবিয়াছি এবং চল্লিশজন বশাধাবী ইহার অগ্রে গমন করিয়া থাকে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে এই হস্তী ১৪ সের জল পান কবে এবং প্রতি প্রাতে ও সন্ধ্যায় ইহাব জন্য ৫৬ সের চাল, ২৮ সেব ভেড়া কিংবা গোরুর মাংস, ১৮ সেব তৈল অথবা ঘি দ্বারা রন্ধন কবা হয়। আমার পিতাব মৃত্যুর পূর্বে আমি বাবো হাজার হস্তী পাইয়াছিলাম। প্রত্যেকেব জন্যই এই পবিমাণ খাদ্য নির্দিষ্ট ছিল। আমার প্রাতঃকালের ভ্রমণের জন্য উপরোক্ত হস্তী নির্দিষ্ট আছে। ভ্রমণের সময় ইহাব পৃষ্ঠে নিবেট স্বর্ণের এক হাওদা স্থাপিত হয় এবং স্বর্ণনির্মিত শৃঙ্খল ও অন্যান্য অলঙ্কার দ্বারা ইহাব গলদেশ, পদদ্বয় এবং বক্ষ সুষোভিত কবা হয়। প্রতিদিন চন্দন-চূর্ণ দ্বারা ইহাব দেহ মার্জিত এবং চিত্রিত কবা হয়। ইতঃপূর্বে কয়েক জন লোক আমার নিকট অভিযোগ করিয়াছিল যে, সাহজাদা দানিয়েল উপযুক্ত মূল্য প্রদান না করিয়া বলপূর্বক তাহাদিগের নিকট হইতে হস্তী কাড়িয়া লইয়াছেন এবং অন্যান্য লোকেব নিকট হইতে মূল্য প্রদান না করিয়াই বহু মূল্যবান দ্রব্য লইয়াছেন। আমি চতুর্দিকে প্রচার করিয়া দিলাম যে, দানিয়েলেব নিকট যাহাবা যত টাকা পাইবে তাহাবা আমার নিকট আসিলেই তাহাদেব সমুদয় প্রাপ্য পবিশোধ করিয়া দিব।

আমার নিকট একটি বন্দুক ছিল, ইহাব জন্য মির্জা বস্তুম ইহাব পূর্ব স্বামীকে বাবো হাজাব টাকা এবং দশটি অশ্ব দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতেও অস্বীকার কবেন। এত অধিক মূল্য প্রদান করিতে চাহিলেও তিনি বন্দুক দিতে অস্বীকার কবাতো আমি ইহাব বিশেষত্ব জানিতে চাহিয়াছিলাম। প্রত্যুত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, ইহা হইতে ক্রমাগত একশত বাব গুলি নিষ্ক্ষেপ করিলেও এই বন্দুক উত্তপ্ত হইয়া উঠে না। ইহাতে পুৰাতন প্রণালীতে পলিতা ছাবা আগুন দিতে হয় না, নিজেই প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। ইহা হইতে যে গুলি নিষ্ক্ষেপ করা যায় তাহা লক্ষ্যভেদ কবিতে কখনো ভুল কবে না। এই সকল গুণেব বিষয় অবগত হইয়াও আমি তাহাকে বন্দুকটি প্রত্যর্পণ করিলাম।

১৬১১ খৃষ্টাব্দে ১০ই ডিসেম্বর শনিবাব* আমি আমার পুত্র খুবমকে † আট লক্ষ টাকা মূল্যেব একটি মুক্তার নেকলেস এবং হীবকথচিত উষ্ণীষ উপহার প্রদান কবি। ক্রমে খুরম বহু মূল্যবান নানা প্রকার অসাধাবণ ঝঙ্কালঙ্কাবের অধিকারী হইয়াছিল। আমি একান্তমনে আশা কবি যে ঐশ্বৰ্য্যভাষ, ধন্য এবং পুণ্যে সে আমার সমুদয় সন্তানেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ ককক।

এই দিনই কাবুলেব কাজি আবদুল্লাব এক আবেদন-পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন যে, বাণিজ্য-ব্যবসায়ীদিগেব নিকট হইতে জেথত কব আদায় বহিত হওয়াতে বাজস্বের সমুহ ক্ষতি হইতেছে এবং এই কব পুনঃ প্রচলনেব জন্ত আমার নিকট তিনি অনুমতি প্রার্থনা কবিয়াছেন। এই আবেদন-পত্র পাইয়াই আমি বুঝিলাম যে, বাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নহে কিন্তু নিজেব স্বার্থ-হানি হইতেছে বলিয়াই তিনি এরূপ অনুমতি প্রার্থনা

* জাহাঙ্গীরেব বাজস্বেব সপ্তম বয়েৰ দ্বিতীয় মাসেব প্রথম দিন।

† সম্মান, সাক্ষাৎ।

করিয়াছেন। আমি তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রচার করিলাম যে, আমার সাত্রাজ্যের মধ্যে কাহারো নিকট হইতে কেহ এই কর আদায় করিতে পারিবে না। সৈন্তদিগকে আদেশ করিলাম যে, তাহারাও যেন এই হুকুম অমান্য না করে। ভাবতবর্ষে আসিবাব প্রবেশ-পথে যাহারা পাহারা দেয়, তাহারা যাহাতে কব আদায় করিবাব ছলে নিরীহ পথিকদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক টাকা আদায় না করে, সে বিষয়ে কঠিন আদেশ জারি করিলাম। যাহাবা পথিকদিগের প্রতি অত্যাচার করিবে, তাহাদের শিরচ্ছেদন হইবে, এই আদেশ দিলাম। বোথারা-নিবাসী সয়েদ আবদুল ওয়াজেবের পুত্র সয়েদ কমলকে পিতা কয়েক বৎসরের জন্ত দিল্লীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমি দেখিলাম যে, এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি গায়বান এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ শাসনকর্ত্তাব্য অল্পযুক্ত কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়াছেন। এই অপরাধের জন্য আমি তাঁহার সমুচিত শাস্তি বিধান করিতে অভিলাষী হইলাম। কিন্তু পিতাব সহিত তাঁহার বন্ধুত্বের বিষয় স্মরণ করিয় অত্র কোনো শাস্তি না দিয়া তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে অপসৃত করিলাম। সমগ্র হিন্দুস্থান ও কাবুল প্রদেশ এবং তৎসন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহেও জেথাত কর রহিত করিয়া দিয়াছিলাম। এক্ষণে খোরাসান এবং মেওয়ারান্নেহারেও এই কর রহিত করিলাম। পিতার রাজত্বের সময় কাবুলের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে ২ কোটি টাকা রাজস্ব প্রাপ্ত হওয়া যাইত।

আসফ খাঁর জাইগীর বাজ বাহাদুরকে প্রদান করিলাম। কিন্তু আসফ খাঁ বলিলেন এই জাইগীর হইতে অদ্যাপি দুই লক্ষ টাকা খাজনা পাওনা রহিয়াছে। সূতরাং খাজনা আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা তাঁহার অধীনেই রাখিলাম এবং রাজকোষ হইতে তাঁহাকে এক লক্ষ

টাকা প্রদান কবিত্তে আদেশ দিয়া বাকি খাজনা আদায়ের ভার বাজ বাহাদুরের প্রতি অর্পণ কবিতাম। উদয়পুরের রাণার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রার সময় আফগান সেবিফ খাঁ আমাব পুত্র পাবভিজের অত্মগমন কবিতাম। আমি ইহাকে ত্রিশ হাজার টাকা পুরস্কাব প্রদান কবিতাম। পিতার পিতৃব্য হিন্দল মির্জাব কতাব সহিত সা কুলি খাঁ মহরমের বিবাহ দিতাম। পিতা এই কতাবে আমার পুত্র খুবমেব খাত্রী রূপে মনোনীত কবিতা গিতাম।

খসরুর বিদ্রোহাচরণ

১৬০৬ খৃষ্টাব্দের ৩১ এ মার্চ বার্নি দুপ্রহরের সময় কুসঙ্গী দ্বারা প্ররোচিত হইয়া আমাব পুত্র খসক পিতার মেহময় ভবন এবং বিখ্যাত আশ্রয় পরিত্যাগ কবিয়া পঞ্জাব অভিমুখে পলায়ন কবে। বাত্রি দ্বিপ্রহরের পবই খসকব গৃহের একজন ভৃত্য উজির-উল-মৌলককে সংবাদ প্রদান কবিল যে, সাহজাদা বহুক্ষণ প্রাসাদ পবিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, এগুন পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন কবেন নাই। উজিব-উল মৌলক তৎক্ষণাৎ ঐ ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া আমীর-ওল-ওমবাহকে এই সংবাদ প্রদান কবিলেন। আমীর-ওল-ওমবাহ তখন কায্য সমাপন কবিয়া আমাব নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৃহাভিমুখে যাইতেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পুনরায় প্রাসাদে আগমন কবিয়া খসকব গৃহের দাসদিগকে জাগবিত করিয়া অবগত হইলেন যে, যুববাজ সতাই পলায়ন কবিয়াছেন। এই প্রকার সংবাদ লইতে ও অনুসন্ধান কবিতে আবো দেড় ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তৎপরে আমীর-ওল-ওমবাহ আমাকে এই সংবাদ প্রদান করিতে আসিলেন। আমি তখন অন্তবে শয়ন করিয়াছিলাম। মন্ত্রী খোজা এখলাসকে বলিলেন যে, অতি গুরুতব প্রয়োজনে তিনি সম্রাটের নিকট আসিয়াছেন, এখনি তাঁহাকে জাগবিত কবিতে হইবে। খোজার নিকট হইতে এই সংবাদ পাইয়া আমি মনে কবিলাম যে, সম্ভবতঃ বিদ্রোহপূর্ণ গুজবাটে পুনরায় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, অথবা দক্ষিণ ভাবতবর্ষে কেহ বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন কবিয়াছে। এই প্রকার চিন্তা কবিয়া আমি মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি সাহজাদার পলায়নের

বিষয় আমাকে বলিলেন। হঠাৎ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমি ব্যাকুল-ভাবে মন্ত্রীকে বলিলাম,—“এখন কি কবা কর্তব্য? আমি নিজেই অথা-বোহণে তাহার অনুগমন করিব কিম্বা খুবনকে তাহার অনুসঙ্গানে পাঠাইব?” প্রত্যুত্তবে তিনি বলিলেন,—আমাব অনুমতি পাইলে তিনি ঈশ্বরের সাহায্যে একটি সুবন্দোবস্ত কবিতে পারেন। তিনি চিন্তাকুলহৃদয়ে জিজ্ঞাসা কবিলেন যে, সাহজাদা যদি আমাব বিকল্প-চেষ্টা করিতে উদ্যত হন, তবে তিনি কোন্ পক্ষ অবলম্বন কবিবেন? আমি বলিলাম,—তিনি যদি দেখেন যে বিনা যুদ্ধে ইহাব মীমাংসা হইবে না, তবে সমগ্র শক্তি নিয়োগ কবিয়া তিনি যেন যুদ্ধই কবেন। সাম্রাজ্য বক্ষায় পুত্র-মিত্র আত্মীয়-স্বজন কেহই আপনাব নয়। সহস্র পুত্র এবং আত্মীয় স্বজন অপেক্ষা নিঃসম্পর্কিত বিশ্বস্ত ব্যক্তিব মূল্য অধিক জ্ঞান করি। প্রভুব উপকাবের জন্য যে ব্যক্তি সর্বস্ব বিসর্জন কবে সে সমুচিত পুৰস্কাব লাভেব উপযুক্ত পাত্র। যে পুত্র পিতাব অতুলনীয় স্নেহ এবং অযাচিত করণাব দান উপেক্ষা করিয়া অপত্য-কর্তব্য বিশ্বস্ত হয়, সে পুত্র-নামেব যোগ্য নহে; তাহাকে সম্পূর্ণ অপরিচিত বলিয়াই জ্ঞান কবি। এই পুত্রই আমাব উত্তবাধিকারী এবং সাম্রাজ্যেব রক্ষাকর্তা কিন্তু সে যে প্রকার কৃতব্রতাব পরিচয় দিয়া আমার শত্রুতা কবিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাতে তাহাকে আমাব আত্মজ এবং উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকাব কবিতে পাবি না। ইসলাম ধর্মে ইহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। অটোমান রাজগণ বাজ্যেব মঙ্গলেব জন্ত একটি পুত্র ব্যতীত আর সকলকেই নিহত কবিয়াছিলেন। আমাবও রাজ্যেব মঙ্গলেব জন্ত এবং সাম্রাজ্যেব শান্তি ও শৃঙ্খলা বক্ষার জন্ত এই পুত্রেব বিদ্রোহাচরণ দমন কবা কর্তব্য। যে পুত্র সন্তানেব কর্তব্য ভুলিয়া গিয়া বিপথে গমন কবিয়াছে তাহাকে পুনবাষকোনে দাযিত্বপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত করিলে আমি পবমেষের

নিকট অপবাদী হইব। তিনি আমাকে যে কার্যের ভাব অর্পণ কবিয়াছেন তাহা স্বসম্পাদিত হইবে না। আমীব-ওল ওমবাহকে আমার এই চিন্তার বিষয় বলিলাম। তিনিও মনে মনে এইরূপ কবিবেন স্থির কবিয়াছিলেন। কিন্তু আমাব বাচনিক আদেশ লওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য বলিয়া আমাব অন্তমতি প্রার্থনা কবিলেন। তিনি আমাব আদেশ শিবোবার্ষ্য কবিয়া আমাব নিকট হইতে প্রস্থান কবিলেন। খুবস তাঁহাব সহিত গমন কবিল। খুবস খসক অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ। সাধারণতঃ জ্যেষ্ঠ সন্তানের অভাবে তাহাব পববর্তী সন্তানই বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। আমীব ওল ওমবাহের পস্তানের পব তাহাব অন্তগমন কবিত্তে আমাব প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। তাহাকে পূর্বের গায় স্নেহ করি এবং তিনিও আমাব হৃদয়ের সমুদয় গুচভাব অবগত আছেন। তাঁহাব বিপদাশঙ্কায় আমাব চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। আগ্রার প্রাসাদে যে সকল সৈন্য ছিল তাহাদিগকে পশ্চত বাধিত আমি বক্সী সেখ কবীদকে আদেশ দিলাম এবং সীমান্ত প্রদেশস্থ ও সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান নগরে অবস্থিত সমুদয় আমীবকে এই ঘটনা জানাইবাব জগু ও তাঁহাদিগকে সম্রাটের নিকট সমবেত হইবার জগু কোতায়াল এন্তমাম খাঁকে চতুর্দিকে দ্রুতগামী দূত প্রেরণ কবিত্তে আদেশ দিলাম। যাহাবা নিকটে ছিল, তাহাদিগকে অবিলম্বে আমাব নিকট উপস্থিত হইবার জগু হুকুম দিলাম।

আমীব ও ওমবাহদিগকে এই নিদাকণ সংবাদ প্রদান কবিবাব পর খসকব পশ্চাদ্ভাবনের জগু আমাব আস্তাবলের ৪০ হাজার অশ্ব বিশ্বস্ত এবং সাহসী পুৰাতন কর্মচারীদিগের মধ্যে বিতরণ কবিলাম। বহু আমীবকে এক শত হইতে দুই শত অশ্ব প্রদান কবিলাম এবং এক লক্ষ^{১৭১} উষ্ট্র সম্বিদ্ধিত কবিত্তে আদেশ দিলাম। যে সকল সৈন্যের উষ্ট্র ছিল না।

তাহাদিগকে সুসজ্জিত উষ্ট্র প্রদান করিয়া সকলকে যাত্রার আয়োজন কবিত্তে বলিলাম। যে সকল আমীর এবং মনসবদার দূরস্থানে অত্র কার্যে বত ছিলেন, তাহাদিগকে অবিলম্বে আমাব অনুসরণ করিতে আদেশ দিলাম। দোস্ত মহম্মদ এবং কাবুলি মহম্মদ বেগকে আমি সুপ্রতি রাজকার্য্যে কাবুল এবং পড়াবে যাইতে আদেশ দিয়াছিলাম। জাহাঙ্গীর তথায় যাত্রা কবিবাব পূর্বে সেকেন্দ্রার কিঞ্চিৎ দূবে অবস্থিতি কবিত্তেছিলেন। এফগে তাঁহাবা আমাব নিকট প্রত্যাগমন করিয়া এই সংবাদ দিলেন যে, সাহজাদা খসক দিশ হাজাব অনুচর লইয়া দ্রুত গতিতে পঞ্জাবভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। বিশ্বস্ত অনুচরদিগকে দ্রুতগামী জন্তু এবং উষ্ট্র প্রদান কবিয়া আমি অথৈ আবোহণ কবিলাম। জানী ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সংবাদ দ্বাৰা জানিতে পাবিলাম যে, খসক বামদিকে গমন কবিয়াছে। পথে বত লোকেব সহিত সাক্ষাৎ হইল, সকলকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা কবিয়া অবগত হইলাম যে, সে সিঙ্কুনদীর তীরবর্তী প্রদেশ সমূহেব অভিমুখে গমন কবিয়াছে। উষাকালে আশ্রা হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্তী সেকেন্দ্রা নগরে আগমন কবিলাম। এইস্থানে আমার পিতাব সমাধি-মন্দির অবস্থিতি কবিত্তেছে। মির্জা সাবোথেব পুত্র মির্জা হোসেন খসকব সহিত যোগদান কবিত্তে উত্তম হইয়াছিল, কিন্তু বাণী প্রাপ্ত হওয়াতে তাহা কবিত্তে পারে নাই। এই স্থানে সে আমার সম্মুখে নীত হইল। সে অপবাধ স্বীকাব কবিলে তাঁহার হস্তদ্বয় পঞ্চাদিকে বন্ধন কবিয়া তাঁহাকে উষ্ট্রপৃষ্ঠে চড়াইয়া কবিত্তে আদেশ প্রদান করিলাম। আমার পিতাব আত্মার প্রভাবে আমি এই সময় একটি শুভচিহ্ন দেখিলাম, ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যজনক। আমার পিতামহ হুমায়ুনও এক্ষণে এই প্রকাণ্ড শুভচিহ্ন দেখিয়া ছিলেন। তাঁহার ১৫ বৎসব বয়সে তিনি তাঁহার পিতা বাবরের সমাধি

ਯਾਤਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ



দর্শন করিতে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে গগনমার্গে একটি পক্ষীকে উড়িয়া যাইতে দেখিয়া তিনি তাঁহার অমুচববৃন্দকে বলিলেন যে, যদি তিনি সাম্রাজ্যের অধিপতি হন, তাহা হইলে এই তীব্র দ্বারা ঐ পক্ষীকে বধ করিতে সক্ষম হইবেন, ইহা বলিয়াই তিনি তীব্র নিক্ষেপ করিলেন। পরক্ষণেই গভীর আনন্দের সহিত দেখিলেন যে, পক্ষীটি বস্ত্রাক্ত কলেবরে তাঁহার পদতলে আসিয়া পড়িল। এই ঘটনার পব হইতে তিনি স্থির করিলেন যে, সমুদয় অত্যাচরকীয় কার্য্য সম্পন্ন করিবার পূর্বে এই প্রকারে ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া তবে সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন। আমিও এক্ষণ নিম্নলিখিত ঘটনার দ্বারা আমার ভবিষ্যৎ নির্ণয় কবিলাম। পিতার সমাধি-মন্দির হইতে এক ক্রোশ দূরে একটি অপরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি তাহার নাম জিজ্ঞাসা কবাতে সে বলিল যে, তাহার নাম মুরাদ খাজা। ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। কিয়দূর অগ্রসর হইয়া সম্রাট বাবরের সমাধির নিকট আব একটি অপরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল। এ ব্যক্তি একটি গাধার পৃষ্ঠে জালানী কাষ্ঠের বোঝা চাপাইয়া দিয়া এবং নিজে এক বোঝা কাঁটা লইয়া যাইতেছিল। তাহার নাম জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল যে, তাহার নাম দৌলত খাজা (সৌভাগ্যবান)। আমি তাহার এই নাম শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম এবং অমুচর বৃন্দকে বলিলাম যে, ইহার পরে যে ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তাহার নাম যদি সাদেত (মঙ্গলজনক) হয়, তবে আমাদের বাত্ৰা শুভ হইবে। আরো কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম যে, একটি ক্ষুদ্র নদীর তীরে একটি ছোট বালক গোরু চরাইতেছে। আমরা তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল যে, তাহার নাম সাদেত খাজা। ইহা শুনিয়া আমরা সকলে যার পর নাই বিস্মিত হইলাম এবং অমুচরবৃন্দের মধ্যে এক আনন্দ

কোলাহল উখিত হইল। আমিও ইহাকে আমার ভবিষ্যতের এক শুভচিহ্ন জ্ঞান করিয়া আমার রাজ্যের সমুদয় কার্য্য এই তিন মঙ্গলজনক চিহ্ন অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিতে মনস্থ করিলাম।

এই প্রকারে দিবা দ্বিপ্রহর অতীত হইলে প্রথর রৌদ্র-তাপ অসহ্য হওয়াতে আমি বিশ্রাম লাভের জন্ত একটি বৃক্ষের ছায়ায় বসিলাম। এই স্থানে বসিয়া বসিয়া আমার হৃদয় বিষাদভারে অবনত হইয়া পড়িল। আমি খান-ই আজিমকে বলিলাম, যে আমার এত ঐশ্বর্য্য সাজসজ্জা থাকা সত্ত্বেও এক্ষণে আমার কষ্ট হইতেছে। কিন্তু আমার হতভাগ্য পুত্র এক্ষণে কি ভীষণ কষ্টের মধ্যে দেশ হইতে দেশান্তরে পলায়ন করিতেছে, তাহা চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। অধিকন্তু তাহার অপরাধ এবং বিশ্বাসঘাতকতা স্মরণ করিয়া আমি ভ্রিয়মাণ হইতেছি। তাহার এই সকল নানা প্রকার কষ্টের নিকট আমাদের এই সামান্য অসুবিধা অতি তুচ্ছ। আমারই পুত্র এবং বিশ্বস্ত অনুচরবর্গ যে এই প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা করিল, সে জন্ত আমি অধিকতর ক্ষুব্ধ হইয়াছি। আমি যে এত শীঘ্র এই দুর্ঘটনার বিষয় অবগত হইয়া তাহার প্রতিকারার্থ উপায় অবলম্বন করিতে পারিয়াছি, সে জন্ত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি যদি খসরুর অন্বেষণ করিতে আরো বিলম্ব করিতাম, তাহা হইলে সে হয় তো এতক্ষণে কোনো সীমান্ত প্রদেশ দখল করিয়া অগ্রাভ্যুদয় বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করিত। তাহাকে এই কার্য্যে সফলতার সহিত বাধা প্রদান করিবার জন্তই আমি স্বয়ং তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বহু পুঙ্করিণী এবং নয়নানন্দকর বনরাজিপূর্ণ একটি গ্রামে আসিয়া আমরা তাঁবু পাতিলাম। এইস্থানে আমরা সংবাদ পাইলাম যে, খসরু হিন্দুদিগের তীর্থস্থান মথুরা নগরে উপস্থিত হইলে বদকসান অধিরাসী হোসান বেগ একদল সৈন্য লইয়া ঐ নগরে প্রবেশ করেন। তিনি তথায় উপস্থিত

হইয়াই নিরীহ নগবাসীৰ প্রতি যথেষ্ট অত্যাচাৰ আবিস্ত কৰেন এবং তাহাদেব সমুদয় ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন কৰেন। তিনি নগবাসীৰ উপৰ এ প্রকাৰ নৃশংস অত্যাচাৰ কৰেন যে, তাহা দেখিয়া খসক অতিশয় দুঃখিত এবং বিবৰ্ত্ত হয। সে আপনাকে এই সকল অত্যাচাৰ ও সৰ্ক-নাশেৰ কাৰণ বলিয়া নিজেকে দিক্কাব দিয়া অতুচৰদিগকে বলে যে—“হায়, আমি কোন পাপেৰ পথে আসিবা পড়িলাম। আমাব সঙ্গিগণ কৰ্ত্তক প্রলুদ্ধ হইয়া কেন আমি আমাব পিতাকে পবিত্যাগ কৰিলাম! এক্ষণে আমাব পূৰ্ব্ব গোবব, সম্ভ্রম, এবং মৰ্যাদা বিস্মৃত হইয়া সমাজেৰ হীন-চরিত্র লোকদিগকে আমাব নামে অভিবাদন কৰিতে বাধ্য হইতেছি। আমার এতদূৰ অধঃপতন হইয়াছে যে, পিতাৰ প্রজাব উপৰ এই চুটলোক গণেৰ অত্যাচাৰ দমন কৰিতে ও আমি অক্ষম।” যুগা দুখে জৰ্জৰিত হইয়া খসক এই কথা বলিয়া বিলাপ কৰিতে লাগিল। কিন্তু যিনি তাহাকে অধঃপতন এবং ধ্বংসেৰ পথ হইতে রক্ষা কৰিতে পাবিতেন, সেই পিতাৰ নিকট নিবুদ্ধিতা এবং লজ্জাশতঃ সে ফিৰিয়া আসিল না। দ্ৰেখবকে সাক্ষী কৰিয়া বলিতেছি যে, এখনো হতভাগ্য খসক অমৃতপ্ত হইয়া আমার নিকট আসিলে আমি তাহাব সকল অপৰাধ মাৰ্জনা কৰিয়া তাহাব পূৰ্ব্বগোবব এবং সম্ভ্রমেৰ মধ্যে তাহাকে স্থাপিত কৰিতাম। আমি যে তাহাকে ক্ষমা কৰিতাম তাহা সে নিশ্চয়ই অবগত আছে। আমাব পিতাৰ অস্থখেৰ সময় সে একবাৰ আমার বিকঙ্কাচরণ কৰিয়া-ছিল, কিন্তু পরে তাহাৰ ব্যবহাৰেৰ জন্য অমৃতপ্ত হইয়া আমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কৰিলে আমি তাহাকে ক্ষমা কৰিয়াছিলাম।

আকবরের মৃত্যু

পিতার অসুখের সময় কয়েকজন হৃদ্যন্ত আমীর আমার বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিল, কিন্তু আমার সৌভাগ্যক্রমে বিনা আয়াসেই ঈশ্বর হিন্দুস্থানের সিংহাসন আমাকে অর্পণ করেন। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে ১৬ই সেপ্টেম্বর পিতার পীড়া বৃদ্ধি হয়। রোগের উপশমের জন্ত আত্মীয়গণ ঔষধ সেবন করাইবার পূর্বে তাঁহাকে কয়েকটি সুস্বাদু ফল আহার করিতে দেয়। এই ফল আহার করিয়া তাঁহার রোগ বৃদ্ধি হওয়াতে তিনি পর দিন জলস্পর্শও করেন নাই। অধিকন্তু, সেদিন আমিনদ্দিনের জুয়া-খেলার জন্ত তাহাকে তিরস্কার করাতে তাঁহার রোগ অধিকতর বৃদ্ধি হইয়াছিল। পর দিন ডাক্তারগণ তাঁহাকে সুরুষার মধ্যে উপযুক্ত ঔষধ সেবন করাইল। কয়েক দিন পর তাঁহাকে থিচুড়ি খাইতে দেওয়া হয়। শরীরে বল পাইবার জন্ত পিতা তাহা আহার করেন; কিন্তু তাঁহার হজমশক্তি এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, ইহা আহার করিবার পর তাঁহার ভয়ঙ্কর পেটের পীড়া হয়। হাকিম মুজাফর বলিলেন যে তাঁহার সহযোগী হাকিম আলি ঔষধ ও পথ্য দিতে ভুল করিয়া সম্রাটের রোগ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। পাছে ইহাতে হাকিম আলির কোনো ক্ষতি হয় এজন্য আমি বলিলাম যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং চিকিৎসকের এই প্রকার ভুল না হইলে আমাদের কখনো মৃত্যু হইত না। হাকিম আলির চিকিৎসা ব্যবসায় ও প্রতিপত্তির ক্ষতি হইবে বিবেচনা করিয়া প্রকাশ্যে তাঁহাকে এইরূপ বলিলাম, কিন্তু তাঁহার চিকিৎসার প্রতি আমার বিশ্বাস দূরীভূত হইল। পিতার মৃত্যুর

দশ দিন পূর্ব হইতে আমি প্রত্যহ বৈকালে দুই তিন ঘণ্টা তাঁহার পবিচর্যায় যাপন কবিতাম। পীড়িতাবস্থায় একদা তিনি অনুচববর্গ না লইয়া আমাকে প্রাসাদে আসিতে নিবেদন কবিয়াছিলেন। এক্ষণে কয়েকটি কাবণে বুঝিতে পারিলাম যে, তাঁহার এই উপদেশ উপেক্ষা কবা আমাব উচিত হইতেছে না। স্ততরাং একাদশ দিবসে আমি আমাব সৈন্ত এবং অনুচবসহ প্রাসাদে গমন কবিলাম। পবদিবস সম্রাটের অনুমতি না লইয়াই তাঁহার কক্ষচারিবৃন্দ আমাকে বাজপ্রাসাদে প্রবেশ কবিতে দিলেন না। আমাকে প্রাসাদে প্রবেশ কবিতে উত্তত দেখিয়া তাঁহারা প্রাসাদেব এবং সমুদয় দুর্গেব দ্বাব বন্ধ করিয়া দিলেন। তৎপবে আমি আব প্রাসাদে গমন কবিলাম না। এই সমবে মকারেব খাঁ আমাকে মানসিংহেব একখানি পত্র প্রদান কবিলেন। তাহাতে মানসিংহ আমাকে লিখিতেছেন যে, তিনি আশা কবেন আমি লক্ষ বিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত হইব। আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমার এই বিপদের সময় মকাবেব খাঁ প্রাসাদের ভিতবে থাকিয়া আমাব বিকল্পভাবাপন্ন আমীবদিগেব মবে সত্কাব বিস্তাব করিতে বিধিমত চেষ্টা কবিতেন। মকাবেব খাঁ আমাব পিতাব অধীনে দুই হাজার সৈন্তেব অধিনায়ক পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পিতা আমাকে ১০ হাজার সৈন্তের অধিনায়ক-পদ প্রদান কবিলে, আমি মকাবেব খাঁব কার্যেব পুৰস্কাবস্বরূপ তাঁহাকে তিন হাজারের পদ প্রদান কবিলাম এবং আমাব মনসবদার নিযুক্ত করিলাম। পিতার শেষাবস্থায় তাঁহার সেবা শুশ্রূষা ও দর্শন হইতে এই প্রকারে বঞ্চিত হইয়া আমি মনকষ্টে দিন যাপন কবিতে লাগিলাম। এই দুঃখের দিনে আমি একমাত্র পবমেখরে আত্মসমর্পণ কবিয়াছিলাম। আমাব তিনটি বিশ্বাস এবং বিচক্ষণ কর্মচারীকে আমাব এই দুঃখের বিষয় জানাইয়া-

ছিলাম। তাঁহাদের নাম মিৰাণ সদরজাহান, মিব বেজাউদ্দিন, এবং খাজা উইস। পাবস্যেব সম্রাট্ সা তামাম্পেব মৃত্যুৰ বাৰিতে স্থলতান হাইদাৰ মিৰ্জা এবং সা ইসমাইলেব যে অবস্থা ঘটয়াছিল তাহাৰ সন্তিত আমাৰ বৰ্ত্তমান অবস্থাৰ সাদৃশ্য আছে বলিমা তাঁহাৰ। সেই ঘটনাৰ সবিশেষ বৰ্ণন কৰেন। সা তামাম্পেৰ মৃত্যুৰ পৰ ইসমাইল মিৰ্জাকে সম্রাটেব পদে অভিষিক্ত বৰিবাৰ জ্ঞত কয়েকজন শামীৰ মদুণা কৰেন। ইসমাইল মিৰ্জা বাজধানীতে বাজপ্রাসাদে বাস কৰিতেন। এই আমাৰ গণ ইসমাইল মিৰ্জাৰ ভগিনীৰ সন্তিত এই পৰামৰ্শ কৰেন এবং তাঁহাৰা অবগত হন যে, অপৰ কয়েকজন আমাৰ তাঁহাদিগকে এই কাৰ্য্যে বাৰা প্রদান কৰিয়া হাইদাৰ মিৰ্জাকে পাবস্যেৰ সিংহাসন প্রদান কৰিতে কৃতসঙ্কল্প হইবাছেন। সা তামাম্পেব মৃত্যু হইলে হাইদাৰ মিৰ্জাৰ পক্ষেৰ আমাৰগণ এবং হোসনি বেগ তাহাৰ ভ্রাতা মুস্তাফা মিৰ্জাকে লইয়া বাজধানী পৰিবেষ্টন কৰেন। বাজধানীৰ সৈন্তগণ পৰাজিত হইয়া উপায়ান্তৰ না দেখিয়া হাইদাৰ মিৰ্জাৰ মন্তকচ্ছেদন কৰিয়া নগৰেৰ প্রাচীৰেৰ উপৰ দিয়া শত্ৰুপক্ষের মধ্যে ফেলিয়া দেব। এই দৃশ্য দেখিয়া মুস্তাফা মিৰ্জা তাহাৰ দশ সহস্র সৈন্ত লইয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধক্ষেত্ৰ হইতে পলায়ন কৰেন। শীঘ্ৰই হোসেনি বেগ ও তাঁহাৰ ভ্রাতা ব্যতীত সমুদয় সৈন্ত তাঁহাকে পৰিত্যাগ কৰে। পৰিশেষে এই হোসেনি বেগই নব সম্রাট্ সা ইসমাইলেব হস্তে মুস্তাফা মিৰ্জাকে তৰ্পণ কৰেন। সা ইসমাইল মুস্তাফাৰ প্রাণদণ্ড কৰেন।

আমাৰ বিশ্বস্ত বন্ধুদেব পৰামৰ্শে আমি স্বয়ং প্রাসাদে গমন না কৰিয়া আমাৰ পুত্ৰ পাৰভিজের দ্বাৰা পিতাকে সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিলাম যে, আমাৰ শিরঃপীড়া হওয়াতে আমি তাঁহাকে দেখিতে যাইতে পাবিতেছি না। পিতা এই সংবাদ শ্ৰবণ কৰিয়া আমাৰ আৰোগ্যলাভের জন্ত

প্রার্থনা কবিয়া খাজা উইস্বে বলেন যে, তাহাব জীবনের আর আশা নাই। তিনি আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন এবং আমার উদ্দেশ্যে এই বলিয়া বিলাপ করিয়া উঠেন যে,—‘শায়’ এ সময়ে তুমি কেন আমা হইতে দূরে রহিয়াছ? তুমি জান যে ৩০-এব মৃত্যুর পূর্বে বিনা প্রতিবাদে তুমি আমার সিংহাসন লাভ করিবে। পিতার মৃত্যু নিকট জানিয়া অবিবাহিত, কৃত্রিম আনন্দে থসককে সিংহাসন প্রদান করিবার জন্য যে ষড়যন্ত্র কবিতোছিল, তাহাতে হিন্দু এবং মুসলমানের সম্মতি এবং সহায়তা লাভের জন্য তাহাদিগকে শপথ করাইল। বোখাবা অবিবাহিত সেখ ফরীদ সর্কদা সম্রাটের সেবা করিতেন। তিনি বিশ্বস্ত মোকাবেব খাঁকে প্রাসাদের সমুদয় সংবাদ প্রদান করেন। হিন্দু এবং মুসলমানের শপথ গ্রহণের পূর্বে ‘খান-ই-আজিম’ উপাধিধারী মির্জা কোকা আমার অকৃতজ্ঞ পুত্র খসকর ভবিষ্যৎ সিংহাসন প্রাপ্তির জন্য আনন্দ প্রকাশ কবিয়া দূত প্রেরণ করেন। মির্জা কোকা খসককে বলিয়া পাঠান যে, তাহাব যাহাতে কোনো বিপদ না হয় সে বিষয়ে খসক যেন দৃষ্টি রাখেন। ইহার উত্তরে খসক বলে যে, সে যখন নিশ্চয়ই সিংহাসন লাভ করিবে তখন এ বিষয়ে তাহাব কোনো চিন্তা নাই। ইতঃপূর্বে পিতার স্বাস্থ্যলাভের জন্য তাঁহাকে স্থানান্তরে প্রেরণের কথা হইয়াছিল এক্ষণে মির্জা কোকা এবং খসক বাজ্যলাভ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া রাজা মানসিংহকে বলিলেন যে, সম্রাটের এই অবস্থায় তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া নিরাপদ নহে। এই দুর্বলবস্থায় তাঁহাকে শয্যা হইতে উঠাইলেই তাঁহাব প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা। তথাপি বাজা মানসিংহ সম্রাটকে বলিলেন যে, সেলিম সৈন্য সামন্ত লইয়া প্রাসাদ পরিবেষ্টন করিয়াছেন, এমতাবস্থায়, এক্ষণে তিনি ইচ্ছা করিলে যমুনাৰ অপব পারে অবস্থান কবিতো পাবেন, পবে পুনৰায় স্বাস্থ্যলাভ কবিতো প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন কবিতো পাবেন। ইহাতে সম্রাট

জিজ্ঞাসা করিলেন যে,—“কি কারণে সেলিম সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রাসাদ পবিবেষ্টন করিয়াছেন? আমীবগণ কি সেলিমকে প্রাসাদে প্রবেশ করিতে দিতেছেন না?” এই বলিয়া সম্রাট পার্শ্বপরিবর্তন করিয়া শয়ন কবেন। ঘোব মিথ্যাবাদী মির্জা কোকা সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া খসরুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি কি প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেছেন তাহা জিজ্ঞাসা কবেন। প্রত্যুত্তরে পীড়িত সম্রাট বলেন,—“তুমি এই কথা বলিয়া আমাকে মৃত্যুব দ্বাবে নিক্ষেপ কবিতোহ। আমার এখনো জীবনের গাশা আছে বলিয়া মনে হইতেছে। তথাপি ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি অনন্তধামে গাশা কবিবার সময় নিকটবর্তী হইয়া থাকে, তবে আমাব জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম সার রণকৌশল, বাজনীতিক বুদ্ধি এবং অসামান্য বাজোচিত গুণ কি আমি বিস্মৃত হইব? ছুট লোকের মন্দ পরামর্শে সে কখনো আমাব অবাধ্য হইয়া থাকিলেও, সে আমাব জ্যেষ্ঠ পুত্র, সুতরাং সেই সাম্রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী। আমাদের বংশের চিরপ্রথা এই যে, জ্যেষ্ঠ পুত্রই সিংহাসন লাভ করে। বঙ্গদেশের শাসনভার আমি খসরুর হস্তে অর্পণ কবিলাম।” পিতাব নিকট এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রবঞ্চক তোষামোদকাবিগণ দলে দলে আমার নিকট আগমন করিল। তাহাবা বলিল,—“সম্রাট, আপনার পুত্র খসরুকে সর্ববিধ উচ্চপদে ভূষিত কবিয়াছেন এবং আপনাকে ‘সাইয়দ’ নামে অভিহিত কবিতো খসরুকে আদেশ করিয়াছেন। আশা করি, আপনি তাঁহাকে পিতার সমুদয় স্নেহ, যত্ন প্রদান করিবেন।” প্রত্যুত্তরে আমি বলিলাম,—“পিতা আমাকে ‘বাবা’ (বৎস) ব্যতীত আর কখনো অন্য নামে ডাকেন নাই। এই ডাকের অর্থ এই যে, আমি আপনাদের ভবিষ্যৎ সম্রাট সুতরাং আপনাদিগকে স্বীকার কবিতো হইবে যে, আমিই আপনাদের ভবিষ্যৎ সম্রাট। কাবণ পুত্র কখনো ভাই কিম্বা

পিতা হইতে পাবে না।” আমার এই উত্তর শুনিয়া আমীরগণ যেন কিঞ্চিৎ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাবা আমার বাক্যের কোনো উত্তর দিতে সক্ষম হইলেন না। তাঁহাবা আমার বিরুদ্ধ পক্ষে যোগ দান করিয়া অতিশয় অন্যায়া ও নিবুদ্ধিতার পরিচয় প্রদান কবিয়াছেন, এই বলিয়া অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং আমাব সম্পূর্ণ বশ্বতা স্বীকার কবিতে সম্মত হইলেন। মির্জা কোকা ব্যতীত আব সমুদয় আমীর আমার বশ্বতা স্বীকার কবিতে ও আমাব পক্ষাবলম্বন কবিতে সম্মত হইলেন। মির্জা কোকা আমার সহিত গোপনে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। আমি তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলাম যে, তিনি ইতঃপূর্বে রাজপরিবারে যে সমুদয় উপকার করিয়াছিলেন, তাহা স্বরণ কবিয়া আমি তাঁহাব বহু গুরুতব অপবোধ মার্জনা করিয়াছি। তিনি আমার গোপনীয় কথা সকল অবগত আছেন। আমি তাঁহার প্রতি সর্বদা সদয় ব্যবহাব কবিয়াছি। আমাব এত দয়া প্রদর্শনের পবও তিনি আমার বিরুদ্ধাচরণ কবিয়াছেন। সুতবাং এই সাক্ষাতের পব তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে। তিনি যদি ইহাতে প্রস্তুত থাকেন তবে আমার সহিত সাক্ষাৎ কবিতে পারেন। ইহার পরে সর্বপ্রথমে বোখারা অধিবাসী সেখ ফরীদ আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলে আসিলেন। আমি তাঁহাকে একটি তরবারি, বহুমূল্য সাজে সজ্জিত অশ্ব, এক লক্ষ টাকা উপহার দিলাম। তাঁহার পরে রাজা মানসিংহ আসিলেন। তাঁহাকেও আমি তরবারি, অশ্ব এবং নানাপ্রকার উপঢৌকন প্রদান করিলাম। পরের দিন খসরু রাজা মানসিংহ * এবং মির্জা আজিজ কোকাকে সঙ্গে লইয়া আমার নিকট আসিল। খসরুকে বঙ্গদেশ অর্পণ করিবার জন্ম এবং মহম্মদ তেহেবলকে তাহাব সাহায্যে নিমিত্ত প্রেরণের জন্য মির্জা কোকা

* খসরু নাম।

আমাকে অতিশয় অনুবোধ করিতে লাগিলেন। আমার বাজহেব প্রাব
শ্বেই খসরুব অনুপস্থিতি আনাব নিকট নিতান্ত অসঙ্গত মনে হইল। তথাপি
আমি তাঁহার প্রস্তাবেই সম্মতি দিলাম। আমি তাহাদিগকে আপাততঃ যমু
নাব পরপাশে বাস করিতে বলিলাম এবং পিতাব মৃত্যু হইলেই তাহা
দিগকে বঙ্গদেশে যাইবাব জন্য অনুমতি প্রদান কবিত্তে স্বীকৃত হইলাম।

এই দাক্ষণ দৃষ্টিস্তাব সময় পিতা আমাকে তাঁহার উষ্ণীষ ও পবিচ্ছদ
প্রেরণ কবিলেন এবং দূতমুখে সংবাদ পাঠাইলেন যে, আমার অদর্শনে
তিনি নিবতিশয় অশান্তিতে কালযাপন কবিত্তেছেন। এই সংবাদ পাঠবা
মাত্র আমি তাঁহার প্রদত্ত পরিচ্ছদ পবিধান কবিষা প্রাসাদে গমন
করিলাম। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর পিতাব শ্বাস-কষ্ট হইল।
শেষ সময় নিকটবর্তী জানিষা, তিনি সমুদয় আমীবকে তাঁহার
নিকট উপস্থিত হইবাব জন্য আমাকে আদেশ করিলেন। তিনি
আমাকে বলিলেন,—“যাহাবা এই সুদীর্ঘ কাল আমার রাজ্যাশাসন
কার্যে বিশ্বস্ততা এবং সততাৰ সহিত আমাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং
আমাব গোববেব যাহাবা অংশীদার, তাহাবা তোমার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত
পোষণ করিবেন, ইহা আমি সহ্য কবিত্তে পারিতেছি না। তাহাদেব সহিত
তোমার মিত্রতা স্থাপনেব জন্ত তাহাদিগকে অবিলম্বে আমার সম্মুখে
উপস্থিত হইতে আদেশ করিতেছি।” তাহাব ইচ্ছা পূর্ণ কবিবার নিমিত্ত
সমুদয় আমীবকে এই সংবাদ দিবাব জন্য আমি খাজা উইসকে তৎক্ষণাৎ
প্রেরণ কবিলাম।

আমীবরগণ পিতৃ সন্নিধানে উপস্থিত হইলে তিনি চতুর্দিকে সন্নেহ
দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিয়া সকলেব নিকট তাঁহার অপবাধের জন্য মার্জনা ভিক্ষা
করিলেন এবং আমীবদিগকে সম্বোধন কবিষা যাহা বলিলেন তাহ
নিম্নলিখিত ছন্দে লিপি বদ্ধ কবিষাছি।

“যেই শান্তি, যে ঐশ্বর্য্য বিরাজিত মমরাজ্যে
 স্রগে বাধিয়ো তাহা ; কি সম্পদ পরিবেষ্টি’
 ছিল মোর শোভনীয় রাজতরুখানি !
 যাহার ছায়ায় কোটা কোটা প্রজা মোর
 সুখে ও শান্তিতে কাটায়েছে নিশিদিন ।
 আজ শেষ দিনে, এই ভিক্ষা মাগিতেছি
 তোমা সবা কাছে, প্রার্থনা করিয়ো মোর
 আত্মার কল্যাণ তরে, প্রাতে ও সন্ধ্যায় ।
 আমার সমাধি’পরে ফেলো এক ফোঁটা
 প্রেমপূর্ণ অশ্রুজল ! যবে, সুখদিনে,
 তোমরা রহিবে মগ্ন বিলাসে, আনন্দে,
 মনে করো মোরে, যাহার দক্ষিণ হস্ত
 বিতরিত ধনরত্ন সদা তোমা সবে ।
 আজ মোর আত্মা ভাঙ্কিয়া বাইতে চাহে
 এ দেহ-পিঞ্জর ; এ ধরার ছুঃখ ত্যাগি,
 লভিতে চাহে গো সে যে অনন্ত বিশ্রাম ।”

পিতার মৃত্যু-সময় নিকটবর্তী মনে করিয়া আমি পুত্রের শেষ কর্তব্য
 সাধনের জন্য তাঁহার শয্যার পার্শ্বে গিয়া তাঁহার পদযুগল ধারণ করিয়া
 উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম। তিনবার তাঁহাকে প্রদক্ষিণ
 করিবার পর তিনি আমাকে তাঁহার নিকটে আহ্বান করিয়া তাঁহার
 প্রিয় ভরবারি “ফতাউল-মূলক” * আমাকে প্রদান করিলেন এবং উহা
 তখনি আমার কটি দেশে বন্ধন করিতে বলিলেন। তৎপরে আমি
 পুনরায় তাঁহার পদবন্দনা করিলাম। আমি দুঃখে এতদূর অভিভূত

* সাম্রাজ্যজরী।

হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, আমাব নিখাস ফেলিতে কষ্টবোধ হইতেছিল
 এই তাল্লিখে এক প্রহরের পর পিতা স্বর্গধামে গমন কবেন। মৃত্যুব পূর্বে
 তিনি মিবাণ সদব জাহানকে তাঁহার নিকট কল্মা * পড়িবার জন্য
 ডাকিতে বলেন। তিনি শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত আশা করিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর
 তাঁহার প্রাণ বক্ষা করিবেন। সদব জাহান আসিলে আমি তাঁহাকে পিতাব
 শয্যাপার্শ্বে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ধন্যগ্রন্থ পড়িতে বলিলাম। এই সময়ে পিতা
 আমাব কণ্ঠদেশে দুই বাছদ্বাৰা বেষ্টন কবিশা বলিলেন,—“প্রিয় পুত্র, শেষ
 বিদায় দাও, কেননা, ইহলোকে আর আমাদের সাঙ্গাৎ হইবে না।
 তুমি আমার অন্তবেব সমুদয় স্ত্রীলোকেব বক্ষণাবেক্ষণ করিয়ো এবং তাহাদের
 মাসিক বৃত্তি নিয়মিতরূপে প্রদান কবিয়ো। আমার মৃত্যুতে তুমি শোকাকুল
 হইয়া পড়িবে, আমি তোমাকে এতদিন যে সমুদয় উপদেশ দিয়াছি তাহা
 বিস্মৃত হইয়ো না। তুমি আমার নিকট বহু প্রতিজ্ঞা কবিয়াছ, তাহা
 তুলিয়ো না। তোমার উপর আমাব অনেক দাবী আছে; তাহা বৃহৎ অথবা
 ক্ষুদ্র হউক পালন করিতে কখনো অবহেলা কবিবে না। আমার সামগ্রিক
 গৌরব রক্ষণ করিয়ো। আমাব দয়া দাক্ষিণ্য ভুলিয়া যাইয়ো না এবং চিবদিন
 আমার মৃত্যুবর্গ ও পোষাদিগকে সবদে প্রতিপালন কবিয়ো। এ পর্যন্ত যে
 সকল বিষয়ে আমি তোমাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছি, তাহার প্রত্যেক
 বাক্যেব মূল্য চিন্তা করিয়া তদনুসারে কার্য করিয়ো। আমাকে বিস্মৃত
 হইয়ো না।” তিনি আমাকে এই সকল কথা বলিয়া সদর জাহানকে
 কল্মা পড়িতে বলিলেন। সদর জাহান পরিষ্কার এবং গভীর স্বরে উহা
 পাঠ করিতে লাগিলেন এবং পিতাও পরিষ্কার ও উচ্চৈঃস্বরে
 তাহা আবৃত্তি করিলেন। ক্রিয়ৎক্ষণ পরে পিতা তাঁহার বালি-

* মুসলমান ধর্মের প্রধান মন্ত্র “এক ঈশ্বর ব্যতীত দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই এবং
 মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত।”

সের নিকটে যাইয়া সদব জাহানকে সৌরানিসা, কোবাণের আর এক অধ্যায় ও আদিলা প্রার্থনা পাঠ কবিতে বলিলেন এবং তাঁহাব আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে সমর্পণ করিবাব জ্ঞা প্রস্তুত কবিলেন। সদব জাহান সৌরানিসা সম্পূর্ণ করিয়া প্রার্থনার শেষ বাক্য মুখের উচ্চারণ কবিতেছিলেন, তখন পিতার নয়ন-কোণে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল এবং তাঁহার আত্মা অনন্তধামে প্রয়াণ করিল। ঐ যে দীর্ঘ সাই প্রেস বুক আজ জীর্ণাবস্থায় ভূমিতে পড়িয়া বহিয়াছে, উহা একদা উজ্জানের অলঙ্কাররূপ ছিল। চিবপরিবর্তনশীল পৃথিবী। তোমাব মোহমত্তে তুমি সকলকেই মুগ্ধ করিয়া বাখিয়াছ। এই অবশ্রুস্তাবী ধ্বংস হইতে ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ, কেহই নিস্তার পায় না। এ জগতে অদৃষ্ট ব্যতীত আর কিছুই নিশ্চয় নহে। অদৃষ্টেব হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জন দেওয়া ব্যতীত মানবের আর অণু উপায় নাই।

বাজা এবং ভিখারী যে শয্যা তাহাতেই পিতাব দেহ রক্ষিত হইল। উহা নানাপ্রকার সুগন্ধি, কর্পূর, মৃগনাভি, এবং গোলাপেব আতরে ধৌত করিবার পব একখানি বস্ত্র দ্বাবা আচ্ছাদিত করিয়া কফিনে রাখা হইল। তৎপবে প্রাসাদের সিংহদ্বার পর্যন্ত আমার তিন পুত্র এবং আমি উহা বহন কবিয়া লইয়া চলিলাম। সিংহদ্বার অতিক্রম করিবার পর প্রধান প্রধান কর্মচারিগণ কফিন স্বন্ধে ধারণ করিয়া সেকেন্দ্রা-অভিমুখে গমন করিলেন। তথায় প্রসিদ্ধ আকববেব নখর দেহ অনন্ত নীলাকাশ-তলে সমাধিস্থ হইল। এ পৃথিবী যতদিন বর্তমান থাকিবে, ততদিন চিরকালই এইপ্রকার ঘটবে। পিতার পবিত্র সমাধির উপর বসিয়া আমরা সাত দিন তাঁহার জ্ঞা শোকাহুষ্ঠান কবিলাম। আমি, কুড়ি জন পাঠককে সারারাত্রি সমাধির পার্শ্বে কোরাণ পাঠ করিবার জন্য নিযুক্ত করিলাম এবং সমাধির উপব একটি মন্দির নির্মাণের জন্য ৬৭ লক্ষ ৫০ হাজার

টাকা প্রদান করিলাম। এই সাত দিন প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যার দরিত্র-
 শ্রমিকে দুই শত প্রকার মিষ্টান্ন ও খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা
 হইল। এই সকল অহুষ্ঠানের পর সমুদয় আমীর এবং আমার রাজ-
 সভায় প্রধান প্রধান পারিষদগণ আগ্রা নগরীতে প্রত্যাভর্তন করিলেন।
 এই প্রকারে ৭৫ বৎসর ১১ মাস ৯ দিনে আমার পিতার মরজীবনের



সেকেন্দ্রা—প্রবেশ-তোরণ

পরিসমাপ্তি হইল। এস্থলে পুনর্ব্বার এই কথার উল্লেখ করিতেছি যে,
 আমার পিতার মৃত্যু-সময়ে রাজ্যের অধিকাংশ আমীর খসরুকে হিন্দুস্থানের
 সিংহাসন প্রদান করিবার জন্য আমার বিরুদ্ধে এক বড়যন্ত্র করিয়াছিল।
 প্রকৃত পক্ষে, তাহারাই সাম্রাজ্য শাসন করিতে মনস্থ করিয়াছিল; খসরুকে
 “সম্রাট” উপাধিমাত্র প্রদান করিবে স্থির করিয়াছিল। কিন্তু সর্ব-
 নিষ্ফল। জগদীশ্বর আমার পক্ষে থাকাতে, আমিই জয়লাভ করিয়াছিলাম;
 কোনো মানবের সাহায্যে আমি এই রাজমুকুট প্রাপ্ত হই নাই। যে অজর,

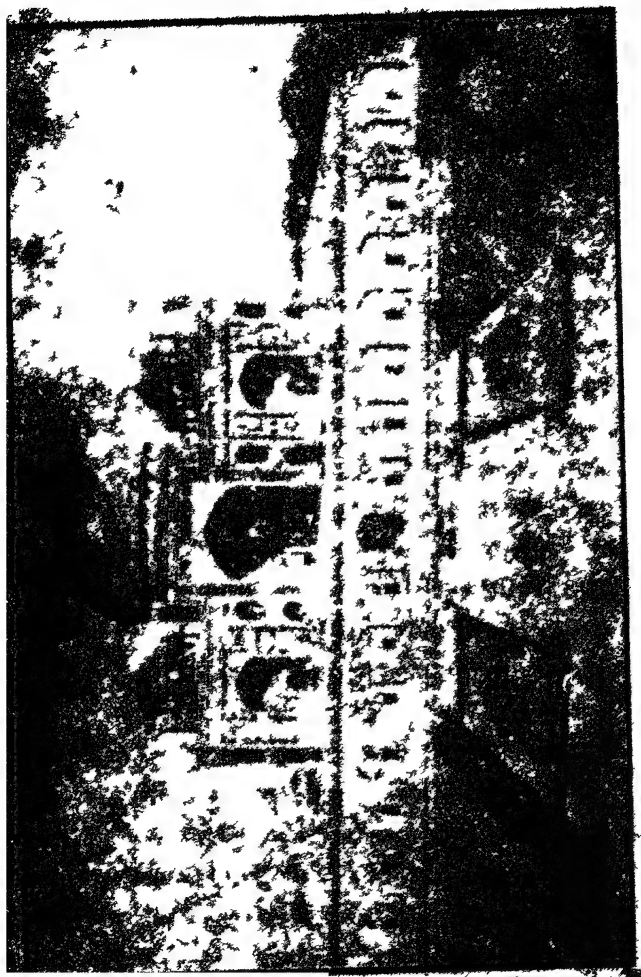
অমর ভগবান আমাব হস্তে এই গুরুতব কর্তব্য প্রদান করিয়াছেন, আমি প্রতিজ্ঞা কবিলাম, আমাব সর্ববিধ শাসনকার্যে এবং অসহায়, অনাথ, দবিত্রদিগের বক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন প্রভৃতি কার্যে আমি তাঁহাবই সাহায্য প্রার্থনা কবিব এবং তাঁহাব দিকেই আমার দৃষ্টি স্থির রাখিব; আত্মীয়-স্বজন অথবা সম্মান-সম্মতিব প্রতি দৃষ্টি করিব না।



আকবরের সমাধির উপরিস্থ গৃহসমূহ

আমি শুনিয়াছি যে, কোনো এক উৎসবের প্রাতঃকালে সেখ বায়জিদ যখন তাঁহার স্নানাগার হইতে বাহির হইতেছিলেন, তখন কেহ অজানিতভাবে তাঁহার মস্তকেব উপর ছাই নিক্ষেপ কবে। তাঁহার স্ত্রী হইতে ছাই ঝাড়িয়া ফেলিয়া তিনি প্রসন্নচিত্তে বলিয়া উঠেন, “হে আমার আত্মা, আমি এবাব আমাব মূল্য বুঝিলাম। আমার এই মুখের মূল্য কি একবাশি ছাই? প্রকৃত মহত্ব স্মৃতিব উপর নির্ভর কবে না। অহঙ্কারী এবং দাণ্ডিকের মনে মহত্ব এবং উচ্চভাৱ

নাই। দীনতাই তোমার সহযোগীদের মধ্যে তোমার মন্তক উন্নীত করিবে
কিন্তু অহঙ্কার তোমাকে ধূলিসাৎ করিবে। উদ্ধত এবং দান্তিকেরা
মাথা নীচু কর। যদি খ্যাতি আকাজক্ষা কর, তবে তাহা অশ্বেষণ করিয়ে
না।”



খসরুর অনুসরণ

একুণে আমি পুনরায় খসকর পলায়নের বৃত্তান্ত বর্ণন করিব। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে ২রা এপ্রিল আমব' হাউডেল নগরে তাঁবু স্থাপন করিলাম। বোখাবা অধিবাসী সেখ ফরীদ একদল অস্বারোহী সৈন্য লইয়া আমাদের অগ্রে যাইতে লাগিলেন। অনেকের পরামর্শে আমি বিখ্যাত মির মোয়েজ-উল-মোলককে আগ্রার প্রাসাদ এবং ঐ প্রাসাদস্থিত সমুদয় ধনবস্ত্রের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিলাম। আমি আদেশ দিলাম আমাব পুত্রগণের মধ্যে যাহারা আমার প্রতি 'অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত তাহারা অবিলম্বে আমার পশ্চাদ্গমন করুক। ৪ঠা তারিখে আমরা ফেরিদাবাদে উপস্থিত হইলাম এবং পরদিন দিল্লী পৌছিলাম। এই নগরে উপস্থিত হইয়া আমি সর্বপ্রথমে আমাব পিতামহ হুমায়ুন সম্রাট হুমায়ূনের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের জন্ত তাঁহার সমাধি-মন্দিরে গমন করিলাম। তথায় দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিবার জন্ত ৩০ হাজার টাকা প্রদান করিলাম। আমি নিজ হস্তে তাহাদিগকে বস্ত্র এবং টাকা দান করিলাম। এই স্থান হইতে আমি সেখ নিজামুদ্দিনের সমাধি-মন্দির দর্শন করিতে গমন করিলাম। সমাধির চতুর্পার্শ্বস্থ পল্লীর দরিত্রদিগকে বিতরণ করিবার জন্ত আমি আমাব জমালুদ্দিনের হস্তে ৫০ হাজার এবং হাকিম মোজাকরের হস্তে ২০ হাজার টাকা প্রদান করিলাম। এই সময়ে আমি আহম্মাদাবাদ নগরে সংবাদ প্রেৰণ করিলাম যে, শুক্ল-বাঁটের রাজত্ব হইতে রাজা বিক্রমজিৎ প্রাপ্য তাঁহাকে প্রদান করিয়া এবং কয়েকজন সৈন্যধ্যক্ষের ব্যয় নির্বাহ করিয়া অবশিষ্ট খাজনা

রাজকীয় তোষাখানায় প্রেরণ করিতে হইবে। ৬ই এপ্রিল আমরা বেইবা নগরে তাঁবু স্থাপন করিলাম। দোখলাম, এই নগর পলাতক খসক কর্তৃক ভস্মীভূত হইয়াছে। এই স্থানে আমি আগা মৌলাকে এক হাজাবের পদ হইতে পনেবো শতের পদ প্রদান করিলাম এবং বদক্‌সান অবিবাসী জেমিল বেগকে তাহাব স্বজাতির মধ্যে বিতরণ করিবার জন্ত ৯ লক্ষ টাকা প্রদান করিলাম। জেমিল বেগকে বলিলাম, তাহা-দিগকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অধিকতর আশাষিত হইতে বলিবেন। তাহাবা খসক অবত্যাচাবে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। আজমীব নগরে মইনুদ্দিনের সমাধি চতুষ্পার্শ্বস্থ দববেশদিগকে বিতরণ করিবার জন্ত আমি বাজা মানসিংহের হস্তে ৫০ হাজাব টাকা প্রদান করিলাম। ৮ই এপ্রিল আমরা পাণিপথে উপস্থিত হইলাম। এই স্থান চিরকালই তৈমুর বংশের পক্ষে স্তম্ভজনক হইয়াছে, কেননা, এখানেই আমার পিতা আকবর দুইটি ভীষণ যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিয়াছিলেন। এই পাণিপথেই আমার পিতামহ সুলতান ইব্রাহিম লোদিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমি সেই যুদ্ধের বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব।

আফগান বেলাওয়েলের পুত্র এবং ইব্রাহিমের পিতা সেকেন্দর লোদি স্তাতার খাঁর পুত্র দৌলত খাঁকে পাণিপথের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু সেকেন্দর লোদির মৃত্যুর পর দৌলত খাঁ পবাক্রান্ত হইয়া উঠিলে, ইব্রাহিম তাহার ভয়ে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া পড়েন এবং তাঁহাকে দিল্লী নগরীতে আশ্রয় দেন। দৌলত খাঁ ইহাতে তাহার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্রের সন্দেহ করিয়া তথায় উপস্থিত হইতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং তথায় না গিয়া তাঁহার পুত্র দিলওয়ার খাঁকে দিল্লী প্রেরণ করেন। দৌলত খাঁকে না দেখিয়া ইব্রাহিম দিলওয়ারকে লেখেন যে, তাঁহার পিতা যদি অবিলম্বে রাজসমীপে উপস্থিত

না হন, তাহা হইলে অত্যাগ্ৰ বিদ্রোহী আমীবদেব যে দশা ঘটয়াছে তাঁহারও সেই অবস্থা হইবে। দিলওয়ার খাঁ তৎক্ষণাৎ এই সংবাদ তাঁহাব পিতাকে জ্ঞাপন কবেন। দৌলত খাঁ ইহাব উত্তরে লিখিয়া পাঠান যে, বর্তমান সময়ে দিল্লী গমন কবা সুবিধাজনক হইল না। এই উত্তর প্রেবণ কবিয়াই তিনি কাবুলে পলায়ন কবেন এবং আমার পিতা-মহেব দলে যোগদান কবেন। এই ঘটনা হইতে পবে যে কয়েকটি ঘটনার উৎপত্তি হইয়াছিল, তজ্জন্য আমি ইব্রাহিম খাঁ গগরকে সর্বোচ্চ পদ প্রদান কবিয়াছিলাম এবং দিলাওয়ে খাঁ উপাধিতে ভূষিত কবিয়াছিলাম।

দিলওয়ার খাঁর পবিবর্তে বোথারা অধিবাসী সয়েদ হামিদেব পুত্র সয়েদ কমল যদি পাণিপথে এ সময়ে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে খসক কখনো এই স্থান দিয়া পলায়ন কবিতে সমর্থ হইত না। আধকল্প, আমবা ক্রমাগত তাহার পশ্চাদ্ধাবন করাতে সে অতিশয শ্রান্ত, ক্লান্ত হইবা পড়িয়াছিল, আমার সৈন্তগণ তাহাকে পরিবেষ্টন কবিয়া ধেলিগেছিল। পার্বণেসে দিলওয়ার খাঁ, এই অপবাদের প্রাশ্চিত্ত স্বকণ, লাহোব নগর বাহাতে খসকব হস্তগত না হয়, তজ্জগ্ৰ বিধিমত চেষ্টা কবে। সয়েদ কমলও এই বিষয়ে চেষ্টা কবেন। পাণিপথের এক তহশীলদার খসককে এক পাল্কী প্রদান করিয়াছিল। সে ইহাতে আরোহণ কবিয়া পাণিপথ হইতে পলায়ন করে। এই স্থান হইতে কিছু দূবে দিলওয়ার খাঁব সহিত খসকর সৈন্যদেব সংঘর্ষণ হয়। পঞ্জাবেব দেওয়ান আবদার রহিমন দিলওয়ার খাঁব নিকট হইতে খসরুর আগমনের সংবাদ পাঠিয়া তাহাকে বাধা প্রদানেব জ্ঞগ্ৰ ৮ হাজার অশ্বাবোহী এবং পদাতিক সৈন্য লাহোর দুর্গে রাখেন এবং বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া খসকর সম্মুখীন হন। কিন্তু খসরুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই তিনি তাহার অধীনতা স্বীকার করেন। এই বিশ্বাস-

ঘাতকতার জন্ত খসরু তাঁহাকে মেলেক আনওয়ান উপাধি প্রদান করেন। খসরু পরাজিত হইলে আমি তাঁহাব এই কার্যের জন্য যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিয়াছিলাম। তাঁহা'ক বন্দী করিয়া একটি কালো গাধার চামড়ার মধ্যে তাহার দেহ সেলাই করিয়া লাহোরের প্রধান প্রধান বাস্তা ও বাজারের মধ্যে দিয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে আদেশ দিয়াছিলাম। পবে জানিতে পারিয়াছিলাম যে তাঁহাব বহু সন্তান সন্ততি অসহায় অবস্থায় আছে ইহা শ্রবণ করিয়া আমার দয়াব উদ্রেক হয়। আমি তাঁহার অপবাদ ক্ষমা করিয়া তাহাব জীবন রক্ষা করিলাম। তাহাব অপবাদের ক্ষমা নাই, তথাপি আমার হৃদয় এত দয়াপ্রব। যে সামান্য কোনো কারণ দর্শাইতে পারিলেই আমি লোকেব অপবাদ ক্ষমা করিবা তাহাদেব প্রাপদান করিয়া থাকি এবং এইরূপ করিতে পারিলেই আমি অতিশয় আনন্দিত হই। কিন্তু যাহাব হস্তে সাম্রাজ্য শাসনের গুরুত্ব আছে, সে দুইটি অপরাধ কখনো ক্ষমা করিতে পাবে না। সরকারের বিকল্পে যডযন্ত্র এবং অন্দরেব মন্যে বিশ্বাসঘাতকতা।

৯ই এপ্রিল মঙ্গলবার, আমরা কার্ণেলে উপস্থিত হইলাম। এই স্থলে ইন্দি খাজাকে দুই হাজার সৈন্তেব অধিনায়ক আমীরের পদ প্রদান করিলাম এবং সেখ নোজামকে ছয় হাজার টাকা পুরস্কাব দিলাম। এই স্থলে সংবাদ পাইলাম যে একজন দোকানদার জনসাধারণকে এই বলিয়া প্রবক্ষিত করিবার চেষ্টা করিতেছে যে সে ঈশ্বকে মন্ত্রণ্যেব সম্মুখে আনিয়া দিতে সমর্থ। এই মিথ্যা বাক্য দ্বারা সে বহু লোকেব মনে তাহার এত অদ্ভুত ক্ষমতা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছিল। তাহাব এই অপবাদের শাস্তিস্বরূপ আমি তাহাকে হিন্দুস্থান হইতে নির্বাসিত করিয়া দিলাম এবং তাহাকে মক্কা যাইবার অমুমতি দিলাম। ১১ই এপ্রিল আমরা সাহাবাদে তাঁবু স্থাপন করিলাম। এই স্থানে

পানীয় জলাভাবে আমরা তীব্র কষ্ট অনুভব কবিতে লাগিলাম। আমি ভগবানের নিকট কাতরভাবে জলের জন্ত প্রার্থনা কবিলাম। আশ্চর্য্যেব বিষয়, সেই দিনই বাবিপাত হইল। ইহাতে আমার সহিত যে বৃহৎ সৈন্যদল ছিল, তাহাদের জলাভাব দূবীকৃত হইল। তাহারা ঈশ্বরেব এই বহু মূল্যবান আশীর্বাদে প্রাণ পাইল। অগণিত সৈন্য দল জলের যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করিল। সৈন্যদলের মধ্যে অনেক সময় একরূপ ঘটিয়াছে যে, যাহাবা ক্ষটিকেব ন্যায় পনিষাব জল পান কবিয়াও তৃপ্তিলাভ কবে নাই, তাহাবাই পনিষা তৃপ্তিব সহিত অতিশয় কদম্বা, অপবিস্কাব জল প্রাণের ন্যায় জ্ঞান কবিয়া পান কবিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গন্ধিত বাজ্যেশ্বরেবও সময় সময় এইরূপ ঘটিয়াছে যে, হীবক খণ্ড দিয়াও তিনি সামান্য এবটু জল পান নাই। আমারও একবার এই অবস্থা ঘটিয়াছিল।

আমি এবাব পিতার সহিত কাশ্মীরেব উপত্যকায় শীকারে গিয়াছিলাম। তথাকাব অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া আমি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে কবিতে পিবেনতেহল গিবিবন্ধে শ্রবেশ করিয়া আমার সহচরণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম ক্রমে ক্ষুধা তৃষ্ণায় একান্ত অভিভূত হইয়া চতুর্দিকে কোনো প্রকার ফল অথবা পানীয় অব্বেষণ কবিতে লাগিলাম। এই গিবিবন্ধে ব মধ্যে বহু লোক ইতস্ততঃ বিচরণ কবিতেছিল, কিন্তু আমার অনুচবদেব মধ্যে কাহাকেও তথায় দেখিতে পাইলাম না। প্রবল ক্ষুধায় কাতব হইয়া আমি কিয়দ্দূর অগসর হইয়া আসফ খাঁর কয়েকটি ভেড়া দেখিতে পাইলাম। তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে অবতরণ কবিয়া আমি একটি ভেড়া ধবিলাম এবং পার্শ্বেব একটি লোককে ইহাব কাবাব প্রস্তুত করিতে বলিলাম। এক্ষণে আমার বয়ঃক্রম চল্লিশ বংসর কিন্তু আমি স্পষ্টভাষায় স্বীকার করিতেছি যে, প্রবল

ক্ষুধার সময় এই সামান্য খাদ্য আহাব করিয়া যে প্রকার অসীম তৃপ্তি লাভ কবিয়াছিলাম, এই বয়স পর্য্যন্ত নানা প্রকার সুখাদ্য আহাব কবিয়া কখনো সে প্রকার তৃপ্তি পাই নাই। ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা দূৰ কবিবার দ্রব্য নিকটে না রাখাতে কি শোচনীয় অবস্থা হয় তাহা তখন বুঝিয়াছিলাম! তদবধি আমি অনুচরদিগকে আদেশ কবিয়াছিলাম যে, সকল সময়েই খাদ্য এবং পানীয় জল সঙ্গে রাখিতে হইবে। কিন্তু যতদিন আমরা কাশ্মীরে ছিলাম, ততদিন আমি স্বয়ং সৰ্ব্বত্রই রুটি সঙ্গে লইয়া নাইতাম। এই সময়ে কাশ্মীরিগণ বলিয়াছিল যে, পেবেনতেহল গিরিবন্ধের চতুঃপার্শ্বে মনুষ্য অথবা পশু হত্যা করিলে কোনো ভীষণ প্রাকৃতিক ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে। আমি এই বাক্যের সত্যতা পরীক্ষিত হইতে দেখি নাই।

সাহাবাদ নগরে আম সেখ আমেদ লাহোবীকে মিব আদিল অর্থাৎ প্রধান বিচারকের কার্য প্রদান কবিলাম। আমার রাজ-ত্বের পূর্বেও তিনি এই কার্য্য কবিতেন এবং আমি তাঁহাব কার্য্য বিন্মত হই নাই। তিনি আমার সাহায্যে লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া-ছিলেন। আমি এই প্রকাব ৬৬ জন যুবককে আমার অধীনে রাখিয়া বিজ্ঞা শিক্ষাব জন্ত সাহায্য প্রদান করিতেছি। এই যুবকদিগকে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিয়া তাহাদেব প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের জন্য আমি কয়েকটি নিয়ম করিয়া দিয়াছি। সেই নিয়মের কয়েকটি নিম্নে লিখিতেছি। “যুবকগণ কখনো বুধা সময় নষ্ট কবিবে না। সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের প্রতি সৰ্ব্বদা বিশ্বাস স্থাপন কবিবে এবং তাঁহাব আশ্রয়ে আপনাকে রাখিবে। যুদ্ধ এবং যুগয়া ব্যতীত নিজ হস্তে কখনো প্রাণী হত্যা করিবে না। আলোককে সৰ্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের প্রধান শক্তি বলিয়া গণ্য করিবে। প্রকৃতিতে অনন্ত ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করিতে চেষ্টা করিবে। প্রবৃত্তিকে

সকল দমন কবিতা রাখিবে। ঈশ্বরকে কখনো বিশ্বৃত হইবে না। ঈশ্বরের দ্বারা অমুপ্রাণিত হইয়া সৰ্ব্বকাৰ্য্য সম্পন্ন কবিবে, সৰ্ব্বকাৰ্য্যে তাঁহাকে স্মরণ কবিবে।”

আমার স্বৰ্গস্থ পিতা এই সকল নৈতিক নিয়মানুসারে বাজসভায় অথবা গৃহের মধ্যে তাঁহাব জীবন পরিচালিত কবিতেন। আমিও দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করি যে, মোহমদে উন্নত হইয়া নানাপ্রকার ক্রিয়াকলাপ ও পশু বলিদান দ্বারা ঈশ্বরের পূজা করা অপেক্ষা একাগ্রচিত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি গভীর বিশ্বাস রাখাই প্রকৃত উপাসনা। পিতার ধৰ্ম্মভাব অতুলনীয় ছিল। তিনি প্রতি রাত্রির অধিকাংশ সময়ই ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতেন এবং মালা জপ কবিতেন। তিনি সৰ্বদা আমাকে এই শিক্ষা দিতেন যে, সৃষ্টিকৰ্ত্তা পবমেশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও নির্ভর ব্যতীত আমি কখনো কোনো কাৰ্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারিব না। আমিও সেই শিক্ষানুসারে সকল কাৰ্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকি।*

১৩ই এপ্রিল তাবিখে আমি আনন্দনগরে, তাঁবু স্থাপন করিলাম। এই স্থানে আমি আলিবেগকে বাহাদুর খাঁ উপাধি প্রদান করিয়া ৫৭ জন আমীর এবং মনসব্দারের সহিত তাঁহাকে সেখ ফবিদের সাহায্যার্থ প্রেরণ কবিলাম। সেখ ফবিদ আমাদের অগ্রে গমন করিতেছিলেন। বাহাদুর খাঁ, জেমিলবেগ, সেরিফ আমোল প্রভৃতি আমীরদিগকে পরিতুষ্ট করিবাব জন্য আমি সেখ ফরিদকে দশলক্ষ টাকা প্রদান করিলাম। তাঁহারা যাহাতে বিদ্রোহদমনে তৎপৰ হন, তজ্জন্য এই উপহার প্রদান করিলাম। ১৬ই এপ্রিল তাবিখে আমি সংবাদ পাইলাম যে, আমাব

* ঝাঁহার হৃদয়ে এইরূপ উচ্চভাব বর্তমান তিনিই যে ঘাতক দ্বারা পণ্ডিত শাবুল ফজলের এবং তাঁহাব দ্বার প্রথম স্বামী সেগ আফগানের হত্যা সাধন কবিয়াছিলেন তাহা সহজে বিশ্বাস করা যায় না।

সৈন্যদলকে নিকটবর্তী দেখিয়া খসক তাহার সেনাপতিদিগকে যুদ্ধ কবিত্তে আদেশ প্রদান করিয়াছে। সেখ ফরিদ বাজপতাকা উড়ীন কবিত্তা সাহসেব সহিত যুদ্ধ কবিত্তে দণ্ডায়মান হইলেন। ইতিপূর্বে বাহাজুব খাঁকে আমি বদক্সানের অধিপতি কবিত্তা দিয়াছিলাম। বাহাজুব খাঁ একজন বিচক্ষণ যোদ্ধা, তিনিও যুদ্ধেব জন্য সৈন্ত সাজাইতে প্রস্তুত হইলেন এবং তিন শ্রেণানে সৈন্য সাজাইয়া এক দল লইয়া তিনি অগ্রসব হইতে লাগিলেন। তৎপরে ঘোর যুদ্ধ হইল এবং উভয় পক্ষে ভীষণ হতাহতের পর খসক চারিজন প্রধান সৈন্যাদ্য পলায়ন কবিল এবং একহাজাৰ সৈন্যেব সহিত ছতজন সেনাপা • নন্দী অবস্থায় আমার নিকট আনীত হইল। তাহাদিগকে আমি গুরুতব শাস্তি প্রদান কবিত্তাম। কতকগুলি বন্দীকে জীবদশায় গাত্রেব চন্দ্র তুলিয়া হত্যা কবিত্তে, কতক-গুলির গলদেশে গোকর ঘোয়াল বন্ধন কবিত্তা ঘুরাইতে, কাহাকেও নদীৰ ভিতর দিয়া লইয়া যাইতে আদেশ দিলাম এবং কতকগুলি বন্দীকে হস্তীপদতলে মথিত কবিত্তে বলিলাম। যাহারা বণক্ষেত্র হইতে আহত অবস্থায় পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা নিবাস-হৃদয়ে খসক নিকট উপস্থিত হইল। এই দিন সংবাদ পাইলাম যে, লাহোর নগর খসক সৈন্ত কড়ক অবরুদ্ধ হইয়াছে এবং নগরবাসিগণ ও নগরেব মধ্যস্থ সৈন্তগণ একত্র হইয়া ঐ কার্যে বাধাপ্রদান করিতেছে। হোসেন বেগ বদক্সানি খসককে বলিলেন যে, লাহোর নগরেব অধিবাসিগণ রাজকীয় তোষা-খানা লুণ্ঠ করিতেছে এবং গোলন্দাজদিগকে তাহাদেব নিয়মিত বেতন ব্যতীত বহু মুদ্রা দান কবিত্তেছে। খসককে এই লুণ্ঠন ব্যাপাবে বত কবিত্তা তাহাকে আমার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে লইয়া যাইবার জন্য এই স্যক্তি খসককে এই প্রকারে প্রলুব্ধ কবিত্তা ফেলিল। এই নগর লুণ্ঠন কবিত্তা অতুল ধনবাশি পাইবাব লোভে খসক নগরেব ফটক

বন্ধ করিতে আদেশ প্রদান কবিল। এই প্রকাবে দুর্দশাগ্রস্ত নগর সাতদিন ব্যাপিয়া নিদ্রয় লুণ্ঠনকারীদিগেব হস্তে বহিল। ধনীসন্তানগণ কাবাগাবে নিষ্কিণ্ত হইল। বক্তাপিাঙ্ক দম্ম্যগণ তৎপবে প্রাসাদেব একটি সিংহদ্বাবে আশ্রন লাগাইয়া দিল। নগবেব দ্বাদশটি প্রদান সিংহদ্বাবে আছে। ইতিমধ্যে দিলওয়ার খাঁ, তোসেন বেগ এবং কোতো-যাল নুরুদ্দিন কুলি ভিত্তব হইতে সিংহদ্বার বন্ধা করিতে লাগিলেন এবং নগববাসিগণ অগ্নিব উপব অনববত জল ঢাণিতে লাগিল। এই প্রকাবে সিংহদ্বাবটি বন্ধা পাইল। শত্রুগণ ইহাতে ক্লতকায্য হইতে না পাবিয়া নিরাশ হইয়া পড়িল। নুরুদ্দিন কুলি দুর্গ-প্রাচীরে উঠিয়া শত্রুদিগেব মধ্যে নন্দুক এবং গোলা গুলি নিক্ষেপ কবিতে লাগিলেন। অবশেষে লুণ্ঠনকারিগণ সমূহ বিপদগ্রস্ত হইল। খসকব সেনাপতিগণ এবং সৈন্তগণ নগব অধিকাৰ কবা সম্বন্ধে একেবাবে নিরাশ হইয়া পড়িল, অধিকন্তু সম্রাটের সৈন্যের আগমন সংবাদে তাহাবা নিতান্ত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। এই বিব্রোহ-ব্যাপাবে যোগদান করিয়া তাহারা নিতান্ত নিবৃদ্ধিতাব পবিচয় প্রদান করিয়াছে বলিয়া অমৃতপ্ত হইল। সকলেই নিতান্ত ভীত হইয়া পড়িল। তথাপি মৰণ পণ কবিয়া ১ লক্ষ ১২ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য রাত্রিযোগে আমার শিবির আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ১৩ই এপ্রিল সন্ধ্যাকালে তাহারা লাহোব নগব পবিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ১৮ই এপ্রিল রাজুস আলিব পান্থশালায় অবস্থিতিকালে সংবাদ পাইলাম যে, লাহোর নগব, পবিত্যাগ করিয়া খসক ২০ হাজার সৈন্য লইয়া কোন্ দিকে চলিয়া গিয়াছে তাহা কেহ জানে না। এই সংবাদ পাইয়া আমি নিতান্ত চিন্তিত হইলাম। খসক পাছে আমাকে কৌশলপূর্বক এড়াইয়া পলায়ন কবে এই জ্ঞান আমি তৎক্ষণাৎ সৈন্যদিগকে অগ্রসব হইতে হুকুম দিলাম, তখন মুসলধাবে বৃষ্টি পড়িতেছিল। সেই দিনই আমি

গণ্ডওয়াল নদী অতিক্রম করিয়া দোণ্ডওয়াল নগরে শিবির স্থাপন করিলাম। সেই দিন দুপ্রহরে সেখ ফবীদ খসরুর পলায়নে বাধা প্রদান করিয়া একে-
 বাবে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হন। এই সময়ে আমি শুলতান নগবে
 ছিলাম। আমি আহাৰ করিতে বসিয়াছি এবং মোণ্ডজাল-উল-মুলক
 আমার জন্ত গম ভাজা আনিয়াছেন, এমন সময় সেখ ফবীদের
 এই কৃতকার্য্যতাব বিবরণ জানিতে পাবিলাম এবং আরো শুনিলাম যে,
 তিনি খসরু সৈন্তেব সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন। আমি তৎক্ষণাৎ
 একগ্রাস আহাব করিয়া আমাব অশ্ব সজ্জিত কবিত্তে আদেশ দিলাম
 এবং ঈশ্বরেব সহায়তা ভিক্ষা করিয়া চিন্তাশূন্য হৃদয়ে কেবল আমার
 তরবাৰি ও বর্শা লইয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলাম।
 আমার নিকট তখন কেবল দশ হাজাব অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। সেদিন
 যে তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে যাইতে হইবে তাহা তাহাবা জানিত না।
 সামবিক নীতি অনুসাবে খসরু বৃহৎ সৈন্যদলের বিরুদ্ধে এই ক্ষুদ্র
 দলকে নিয়োজিত কবা নিতান্ত অসঙ্গত বিবেচিত হইবে; অধিকন্তু
 সৈন্যগণও ইহাতে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া পড়িল। তাহাদিগকে সাহসী
 হইতে বলিয়া আমি সমগ্র সৈন্যদলকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে বলিলাম।
 গণ্ডওয়াল নগবে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, আমার পক্ষে ২০ হাজার
 অশ্বারোহী সৈন্য এবং ৫০ হাজার উষ্ট্রবাহী বন্দুকধারী সৈন্য একত্রিত
 হইয়াছে। সেখ ফবীদেব সাহায্যার্থ আমি এই বিশাল সৈন্য প্রেরণ
 কবিলাম। এই সঙ্কটকালে আমি খসরু নিকট মিব জমালুদ্দিনকে
 এই সংবাদ দিয়া প্রেৰণ কবিলাম যে, এখনো শাস্তি স্থাপনের সময়
 আছে, খসরু যেন যুদ্ধ কবিয়া সহস্র সহস্র মানবের রক্তপাতের হেতু না
 হয়। খসরু স্বয়ং যুদ্ধ হইতে স্ৰাস্ত হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইতে
 উদ্গ্রীব হইলেও তাহার দুর্দান্ত অহুচবগণের পবামর্শে সে আমাকে বলিয়া

পাঠাইল যে,—“এতদূর অগ্রসর হইয়া এক্ষণে তববারি ব্যতীত আর অন্য কোনো উপায় দেখিতে পাইতেছি না । সর্বশক্তিমান পবমেশ্বর এই যুদ্ধে উপযুক্ত মন্তকেই রাজমুকুট প্রদান করিবেন।” মির জমালুদ্দিনের নিকট হইতে খসরুর এই উদ্ধৃত উত্তর পাইয়া সেখ ফরিদকে বলিয়া পাঠাইলাম যে আর চিন্তার সময় নাই, বিদ্রোহীদের প্রধান ভাগ আক্রমণ করা ব্যতীত গতান্তর নাই। সেই মুহূর্ত্তে যুদ্ধ আবিস্ত হইল একদিকে বাহাদুর খাঁ ত্রিশ হাজার বর্ম্মপরিহিত অশ্বাবোহী সৈন্য ও ২০ হাজার উষ্ট্রাবোহী বন্দুকধারী সৈন্য লইয়া এবং অন্য দিকে সেখ ফরিদ একদল বিশিষ্ট যোদ্ধা লইয়া বিদ্রোহীদের আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে খসরুর সঙ্গে দুই লক্ষ অশ্বাবোহী এবং উষ্ট্রাবোহী সৈন্য ছিল। বাহাদুর খাঁ অশ্বাবোহী সৈন্যগণ যে প্রকার বর্ম্ম পরিধান করিয়াছিল, খসরুর অশ্বাবোহী সৈন্যগণও সেই প্রকার বর্ম্ম পরিহিত ছিল। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ হইল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই সাম্রাজ্য আমাব অধীনে থাকিবে বলিয়াই আমি জয় লাভ করিলাম। খসরুর ত্রিশ হাজার সৈন্য হত হইল এবং অবশিষ্ট সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া বণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। এই গোলযোগের সময় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অজানিতভাবে পলায়ন করিবার জন্য খসরু পাক্ষীতে আবোহণ করিয়াছিল। বাহাদুর খাঁ দৈবক্রমে সেই স্থানে আসিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে পবিবেষ্টন করিতে সৈন্যদিগকে আদেশ দিলেন। সেখ ফরিদও তখন সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। খসরু পলায়নের কোনো উপায় না দেখিয়া পাক্ষী পবিত্যাগ করিয়া সেখ ফরিদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল যে, আর বল প্রকাশ করা বুঝা, এক্ষণে সে নিজেই তাহার পিতার পদতলে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিবে। আমি তখন গণ্ডোয়ালে ছিলাম। ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, এই বিপদের

সময় আমার মনে হইয়াছিল যে খসরু আমার নিকট প্রত্যাবর্তন কৰিতেছে। কিন্তু জমালুদ্দিন হোসেনি বলিলেন যে, সেখ ফরীদ সেই বাত্রে শত্রুদিগকে পরাজিত কৰিতে কখনো সক্ষম হইবেন না, কাৰণ তিনি স্বচক্ষে দৰ্শন কৰিয়াছেন যে, খসরু সৈন্য সংখ্যা তাঁহার অপেক্ষা অধিক। আমবা যখন এইরূপ আলোচনা কৰিতেছিলাম, তখন সংবাদ পাইলাম যে, সেখ ফরীদ স্বয়ং হইয়া খসরুকে বন্দী কৰিয়াছেন। জমালুদ্দিন তথাপি এই সংবাদে আস্থা স্থাপন কৰিতে না পারিয়া আমার পদতলে পতিত হইয়া বলিলেন যে, ইহা কখনো সত্য নহে। কিয়ৎক্ষণ পৰে আমাদের সকল সংশয় বিদূৰীভূত হইল। খসরু এবং তাহার একজন সেনাপতি আমার সম্মুখে আনীত হইল। এই দুঃসময়ে সেখ ফরীদ এবং বাহাদুর খাঁ অতিশয় বিচক্ষণতা এবং বীরত্বের সহিত কাৰ্য্য কৰিয়াছিলেন। এই কাৰণে আমি বাহাদুর খাঁকে পাঁচ হাজাৰের পদে উন্নীত কৰিয়া, বাজপতাকা এবং বহুমূল্য সাজে সজ্জিত অশ্ব উপহার প্রদান এবং তাঁহাকে কান্দাহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত কৰিলাম। সেখ ফরীদ এতদিন দুই হাজাৰ সৈন্যের অধিনায়ক আমীব ছিলেন, এক্ষণে আমি তাঁহাকে চারি হাজাৰের পদে উন্নীত কৰিলাম। সয়েদ মহম্মদের পুত্র সয়েফখাঁও এই যুদ্ধে অতিশয় বীর্য প্রদৰ্শন কৰিয়াছিলেন। তাঁহার দেহেব নানা অংশে তিনি সতেবোটি আঘাত প্রাপ্ত হন। এই যুদ্ধে সয়েদ জালাল হুদপিওব উপবিভাগে এক দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হন। কিয়দ্দিন পৰে তিনি ইহাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি এক সম্ভ্রান্ত আফগান-পৰিবাবেব সম্ভ্রান্ত ছিলেন। খসরু দুইজন সেনাপতি সয়েদ হালাল এবং তাহার ভ্রাতা নিতাস্ত ভীত হইয়া বগক্ষেত্রে হইতে পলায়ন কৰে। উইমাক্ সম্ভ্রদায়ের চারিশত নেতা এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ কৰে এবং সাতশত নেতা বন্দী অবস্থায় আমার সম্মুখে আনীত হয়। খসরু

বহুলালকাৰেব সিদ্ধুক কতকগুলি অজানিত লোকেৰ হস্তে পতিত হয়। তাহাবা ইহা লইয়া পলায়ন কৰে। এই সিদ্ধুকে ১৮ কোটি টাকাৰ বহুলালকাৰ ছিল। সেই দিনই আমি লাহোৰ নগৰে প্ৰবেশ কৰিলাম এবং •থাকাৰ প্ৰাসাদে অবস্থিতি কৰিতে লাগিলাম। হস্তীৰ লড়াই দেখিব,ৱ চক্ৰ পিতা এই প্ৰাসাদেৰ মধ্যে একটি মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিয়া •ছিলেন। আমি বাবি নদীৰ তলদেশে বহু গীষ্ক শল পুৰিত্তে আদেশ দিলাম এবং এই মণ্ডপে বসিয়া বে সাতশত বিদ্রোহী খসকৰ সন্নিহিত যোগদান কৰিয়াছিল, তাহাদিগকে তাহাব উপৰ দলিয়া মাৰিয়া ফেলিতে আদেশ দিলাম। এই শাস্তিৰ ত্ৰায় কষ্টদায়ক শাস্তি আব'ন ই, কাৰণ ইহাতে শীঘ্ৰ মৃত্যু হয় না। এই ভয়াবহ শাস্তিৰ ভীষণ যন্ত্ৰণা দেখিয়া লোকে আব সম্ভাটোৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিবে না, এই মনে কৰিয়া এই ৰূপ শাস্তিৰ ব্যবস্থা কৰিলাম। আমাৰ বাজত্বেৰ প্ৰথমেই লাহোৰ নগৰেৰ অকৃতজ্ঞ ভণ্ডিগেৰ মধ্যে অধিককাল •স কৰা অৰ্থোক্তিক বিবেচনা কৰিয়া এবং আগ্ৰা নগৰীতে রাজকোষ থাকা হেতু আমি শীঘ্ৰই রাজধানীতে প্ৰত্যাবৰ্ত্তন কৰিলাম। হতভাগ্য, অকৃতপ্ত খসককে দিলগুয়াবৰ্থাৰ অধীশ্বে বন্দী কৰিয়া ৰাখিয়া আসিলাম। পুত্ৰই সাম্ৰাজ্যেৰ মঙ্গল চেষ্টাৱ এবং বক্ষাৰ প্ৰধান আশ্ৰয় ও অবলম্বন। তাহাব সহিত সৰ্কদা এই প্ৰকাৰ বিবোধ থাকা সকল উন্নতিৰ প্ৰতিবন্ধক! আমি কখনো অবিজ্ঞেৰ ত্ৰায় কাৰ্য্য কৰি নাই। আমি চিৰকালই আমাৰ বিবেক বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা দ্বাৰা আমাৰ সমুদয় কাৰ্য্য সম্পন্ন কৰিয়া থাকি। আমাৰ গুৰু ও পিতামহাশয়েৰ এই উপদেশ সৰ্কদা শ্ৰবণ কৰিয়া থাকি। তিনি বলিতেন যে, বাজপুত্ৰদেৰ দুইটি গুণ থাকা আবগ্ৰক; উপযুক্ত সন্যোগ সকল কাৰ্য্যে লাগাইবাব বুদ্ধি এবং বিশ্বস্ততা। সাম্ৰাজ্য বক্ষা

সম্বন্ধে একটির প্রয়োজন এবং নিজের সৌভাগ্য বক্ষা করিবার জন্য
অন্য গুণটি আবশ্যক। কিন্তু প্রায়ই আমাদের অজ্ঞাতসারে উন্নতির
সুযোগগুলি আমাদেরকে ফাঁকি দিয়া পলায়ন করে।

রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জুন আমি রাজধানী আগ্রা নগরীতে প্রত্যাবর্তন করিলাম। হতভাগ্য খসক তাহাব অগ্রায় আচরণের জন্য অন্ততপ্ত হইয়া তিন দিন, তিন রাত্রি খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ করে নাই এবং কিছুই পান করে নাই। এই কয়দিন সে হাহাকার ও ক্রন্দন করিয়া কাটাইয়া দিয়াছে। তপস্বী এবং যোগিগণই এতদিন অনাহারে থাকিতে পারে, কিন্তু তাহারাও জীবন রক্ষাব জন্ত দিনে একবার আহাব করিয়া থাকে। খসক তাহাও করে নাই।

কালুজন, নিপুণতা, কর্তব্যপায়ণতা এবং পরিশ্রমশীলতায় তাহার পিতাকেও অতিক্রম করিয়াছে। দিবাবাত্রি অবিশ্রান্ত সে আমার সেবা করিয়া থাকে এবং বোদ্র, বৃষ্টি ও শীত গ্রীষ্ম উপেক্ষা করিয়া সে তাহাব যষ্টিব উপব ভব দিয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার নিকট বস্মশাস্ত্র পাঠ করে। শিকারের সময়ও সে নিয়মিতরূপে পাঠ কবিত্তে ক্রটি কবে না। এই সকল কার্যেব জন্ত আমার সিংহাসনারোহণের পূর্বেই আমি তাহাকে এক হাজাব অশ্বাবোহী সৈন্তের অধিনায়ক-পদ প্রদান করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাকে দুই হাজাবের পদ প্রদান করিলাম। কিন্তু তাহার ধনবুদ্ধি বশতঃ সে আব পুঙ্কের ন্যায় পরিশ্রমশীল নাই। লোকদিগেব আকৃতিব প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তাহাদিগের কার্য-প্রণালী দেখাই বাজাদিগেব কর্তব্য এবং কার্যেব গুণানুসাবেই তাহাদিগকে ধনে এবং পদমর্যাদায় উন্নত কবা কর্তব্য। আমার পিতা এই নয়ম করিয়াছিলেন যে, প্রতি মাসেব প্রথম দিবসে তিনি প্রথমে তাহার

বন্দুক হইতে একটি গুলি নিক্ষেপ করিলে সমুদয় আমীর তাহাদের বন্দুক হইতেও ঐ প্রকারে গুলি নিক্ষেপ করিবেন এবং তৎপরে সর্বোচ্চ হইবে। সচ নিয় পদস্থ সৈন্যগণও তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে। যুদ্ধ ব্যতীত এই দিন ছাড়া অন্য কোনো দিন বন্দুক এবং কামান ছুঁড়িবার নিয়ম ছিল না। তাহাব দৃষ্টান্ত অনুসারে আমিও রাজ্যের মধ্যে এই নিয়ম স্থির করিতে আদেশ দিয়াছি। আমি আমার বন্দুক দস্তনদাজ হইতে একটি গুলি নিক্ষেপ করিলে, সমুদয় কাম্যচারী তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। তফাজ নামক বন্দুক লক্ষ্যভেদে এ প্রকার স্থির এবং হইবার নিম্মাণ কৌশল এতদূর সুস্থ এবং স্ফুটিত যে, কোনো সৈন্য শ্রেণীর পুৰোভাগে যদি এই প্রকার ৫০ হাজার বন্দুকধারী উদ্ভারোহী সৈন্য থাকে তবে তাহারা অশাব্য সাধন কাৰ্যে পারে। সমগ্র বাজ্যের দুর্গ সমূহ, প্রধান নগর সকল এবং অন্য ন্য স্থান রক্ষা করিবার জন্য ১০ লক্ষ সৈন্য ব্যতীত একবার আমার নিকটে এবং কিঞ্চিৎ দূরস্থানে এক্ষণে ৫ লক্ষ উদ্ভারোহী এবং পদাতিক সৈন্য আছে। এতদ্ব্যতীত সাম্রাজ্যের অসংখ্য দুর্গ সমূহের মধ্যে অগণিত কামান, বন্দুক, গোলাগুলি আছে। এক একটি কামানে ৮ শত ৪০ সেব বাকদ এবং গুলির প্রয়োজন হয়।

পথিকদিগের স্তম্ভ-চেষ্টা

যখন আমি লাহোর পনিত্যাগ করিয়া আশ্রয় প্রত্যাভ্রমণ কবিলাম তখন যে পথ দিয়া আমি আশ্রয় আদিলাম সেই পথের চতুষ্পাশস্থ জামদাবদিগকে এই বাস্তব দুইদিকে এবং প্রত্যেক নগর, গ্রাম ও আমাব বিশ্রামস্থলে তুঁতবৃক্ষ এবং অন্যান্য প্রকাণ্ড বৃক্ষসকল রোপণ করিতে আদেশ দিলাম। গ্রীষ্মকালেব প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ হইতে পথশ্রান্ত পথিকদিগকে বক্ষা করিবার জন্য এই প্রকাণ্ড ছায়াদায়ক বৃক্ষ রোপণ করিতে বলিলাম। আগ্রা হইতে লাহোর পর্যন্ত এ. ডব্লিউ. ক্রোশ পরে ইষ্টক অথবা প্রস্তর নির্মিত স্তম্ভ পাঁচশালা নির্মাণ করিতে আদেশ দিলাম এবং প্রতি পাঁচশালায় একটি স্নানাগার এবং একটি পুষ্করিণী কবিত্তে বলিলাম। এই সকল পাঁচশালাব তত্ত্বাবধানের জন্য কতকগুলি কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া দিলাম। কর্মবত পথিকদিগের কার্যেব কোনো প্রকাণ্ড ব্যাঘাত না হয় এই জন্ত প্রতি নদীতে লোক যাতায়াতের পথে সেতু নির্মাণ কবিত্তে আদেশ দিলাম। এই প্রকাণ্ডে আগ্রা হইতে বঙ্গদেশ— এই ছয় মাসেব বাস্তব সর্বস্থানে বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে এবং পাঁচশালা নির্মিত হইয়াছে। এই বৃক্ষ এক্ষণে বৃহৎ হইয়াছে স্তম্ভবাং শ্রান্ত ক্লান্ত পথিকেরা তাহাব ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করিয়া থাকে। এইদিকে আমাব স্নানাগার দেখিয়া ধনিগণ, আমাব অমুগ্রহ লাভেব জন্ত এই পথেব স্থানে স্থানে নানাপ্রকাণ্ড ফলেব বাগান প্রস্তুত কবিয়া দিয়াছেন। স্তম্ভবাং এক্ষণে যাহাবা আমাব এই বৃহৎ সম্রাজ্যেব মধ্যে ভ্রমণ করিবেন, তাঁহাদিগকে কোনো প্রকাণ্ড অসুবিধা ভোগ কবিত্তে হইবে না। কিয়দূর ব্যবধানের

তঁাহারা বাসের জন্ত আবাম-গৃহ এবং আহাব ও শ্রান্তিনাশের জন্ত নানাপ্রকার তৃপ্তিদায়ক ফলমূল ও খাদ্যদ্রব্য পাইবেন ; তঁাহাদের ভ্রমণের ক্লেশ পাইতে হইবে না। আমি দৃঢ়রূপে বলিতে পারি, ইহকাল এবং পরকালের সুগতির জন্ত এইরূপ কার্য্য কবাই বিধেয়। এই প্রকার কার্য্যই আমাদের মৃত্যুকে পবিত্র কবে। মানবেব হিতকর কার্য্য সকলই পৃথিবীতে আমাদিগকে চিরস্থায়ণীয় করিয়া বাখে। কিন্তু ইহাব জন্ত কখনই গর্বিত হওয়া উচিত নহে। পুরস্কাবেব লোভে ঈশ্ববেব কার্য্য কবা কর্তব্য নহে। যে সকল নীতি দ্বাৰা বাজাদেব পবিচালিত হওয়া কর্তব্য, তন্মধ্যে এই একটি উপদেশ আছে যে, অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগেব সম্মতি না লইয়া কোনো কার্য্য করা অতিশয় নিবুদ্ভিত। কিন্তু আমি বিশ্বাস কবি যে, নিজেব মনের স্থিৰতা ব্যতীত অগ্বেব পরামর্শে কোনো ফল হয় না এবং অপবেব পরামর্শে রাজ্যসংক্রান্ত সমুদয় কার্য্য পরিচালিত কবিলে অন্তবেব মধ্যে একজন মানবেক ঈশ্বরেব সহযোগী করিয়া দেওয়া হয়। অগ্বেব পবামর্শ এবং উপদেশ দ্বাৰা যিনি সাম্রাজ্যেব ভবিষ্যৎ নির্ণয় করেন এবং প্রজাব সুখ দুঃখ নির্দ্ধারিত কবেন, পবামর্শ-দাতাব পবামর্শে তঁাহাব বাজ্যে কোনো অত্যাচাব, অবিচার অনুষ্ঠিত হইলে পবকালে তঁাহাকেই তজ্জন্ত শাস্তি ভোগ কবিতে হইবে। বাজ্যে মঙ্গলা-মঙ্গলেব জন্ত রাজ্যকেই কৈফিয়ৎ প্রদান কবিতে হইবে, তঁাহার পবামর্শ-দাতাদিগকে নহে। যঁাহার হস্তে রাজদণ্ড এবং বাজমুকুট আছে, তিনি যদি প্রজাব সকল সুখ দুঃখেব বিষয় অবগত থাকেন, তবে তাহা কি প্রকার শোভনীয় হয় ! সাম্রাজ্যেব মূলে এই প্রকার কর্তব্যশীল কর্ণধাব থাকিলে প্রজাগণেব সকল অভাব শীঘ্রই বিদূরিত হয়।

কর্মচারীদিগের বীরত্ব

মোসাহেব খাঁ অতিশয় সাহসী এবং একজন প্রসিদ্ধ বীর। আমার পিতার সময় তিনি তিন হাজার সৈন্তের অধিনায়ক আমীরের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আমি তাঁহাকে পাঁচ হাজারের পদে উন্নীত করিলাম এবং গুজরাটের সমুদয় সৈন্তের অধিনায়ক-পদ প্রদান করিলাম। এই দুঃসাহসিক ব্যক্তির বীরত্বপূর্ণ কার্য্য সমূহ বীর রত্নমের কার্য্যের অনুরূপ। গুজরাট প্রদেশ পূর্বে জঙ্গলপূর্ণ, পর্ত্তময় অরণ্যভূমি ছিল এবং অকর্ষিত পতিত অবস্থায় পড়িয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সুশাসনে এবং সুবন্দোবস্তে শীঘ্রই ইহা পরিষ্কৃত হইল এবং জনপদে পূর্ণ হইল; পথিকগণ নির্ভয়ে সর্ব্বথা বিচরণ করিতে সমর্থ হইল। এই সময়ে আমি তাঁহাকে খাঁ উপাধিতে ভূষিত করিলাম। একদা পিতা, লাহোরের নিকটবর্ত্তী কোনো স্থানে চারি হাজার লোক লইয়া সিংহ শিকার করিতে গিয়াছিলেন। এই সময়ে মোসাহেব খাঁ অদ্ভুত বীরত্ব এবং প্রতুৎপন্নমতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। পিতা হস্তীতে আরোহণ করিয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করেন। এই জঙ্গলে ২০টি সিংহ এবং সিংহী ছিল। পিতা জঙ্গলে প্রবেশ করিবামাত্রই তিনটি সিংহী তাঁহার হস্তীকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে এবং একটি সিংহী প্রকাণ্ড লক্ষ্য প্রদানপূর্ব্বক আমার পিতার উরুদেশ দংশন করে। সৌভাগ্যবশতঃ এই সময়ে মোসাহেব খাঁ তাঁহার অশ্ব “কোপারা”য় আরুঢ় হইয়া এই স্থানে আগমন করেন। তিনি এই ভীষণ অবস্থা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতুকে রক্ষা করিতে ছুটিলেন এবং এক হস্তে সিংহীর গলা ধরিয়া অশ্ব হস্ত দ্বারা একটি তীক্ষ্ণ ছুরিকা তাহার পেটে বিদ্ধ করিয়া

দেন। সিংহী তৎক্ষণাৎ পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতে পতিত হয়। তৎপরে অপব দুইটি সিংহী মোসাহেব খাঁকে আক্রমণ করে। তিনি তৎক্ষণাৎ দুই হস্তে তাহাদের গলা ধরিয়া দুই সিংহীকে মস্তক এত জোরে ঘর্ষণ করেন যে তাহাদের মুখ এবং নাক দিয়া মস্তিষ্ক নির্গত হইয়া পড়ে। এই সকল বীরত্বপূর্ণ এবং সাহসিক কার্য্যাব জ্ঞান তাহাকে যোগ্যরূপেই “সেবেফ্রাজ খাঁ” উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি যে প্রকার বীর সৈন্য প্রকার বণকুশল। মির্জা মহম্মদ বাবরের জন্ত বিখ্যাত। তিনি মুসেদেব এক সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব। আমার পিতার বাজতবে সময় তিনি পাঁচশতকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, আমি তাহাকে ইতঃপূর্বেই এক হাজার সৈন্যের অধিনায়ক আমীরেব পদ প্রদান করিয়াছিলাম। একদা একটি প্রকাণ্ড সিংহ আহতাবস্থায় আমার নিকট আনীত হয়। আমার নিকট আসিবাব কয়েকদিন পরে তাহার মৃত্যু হয়। তরবারেব এবং আঘাতে তাহার দেহ হইতে মস্তকটি বিচ্যুত করা যায় কিনা তাহা লইয়া আমাদের মধ্যে তর্ক উপস্থিত হয়। অমুচবগণেব মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, ইহার গলদেশেব কেশর এত ঘন যে দেহ হইতে মস্তক বিচ্যুত করা অসম্ভব। বাজা মানসিহেব এক আত্মীয় বাজপুত, শাবীরিক বল বীর্য্যেব জন্ত বিখ্যাত। তিনি বলিলেন যে অনুমতি পাইলে তিনি এক আঘাতে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিতে পারিবেন। আমি অনুমতি প্রদান করিলে তিনি সজোরে সিংহের গলদেশে তরবারিঘারা আঘাত করেন। কিন্তু তাহাতে কয়েকটি কেশর কাটিয়া গেল, আর কোনই ফল হইল না। ইহা দেখিয়া মির্জা মহম্মদ অগ্রসর হইলেন এবং সিংহেব মস্তকচ্ছেদন করিতে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। আমি বলিলাম, “ঈশ্বরেব নামে আপনাকে এই অনুমতি দিতেছি, দেখি আপনি কি করিতে পারেন।” তদনুসারে তিনি তরবারি উত্তোলন করিয়া এত জোরে উহা

সিংহেৰ গলদেশে ফেলিলেন যে, তাহাৰ মস্তক, দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া দৰে গিয়া পড়িল, দশকগণ আনন্দধ্বনি কৰিয়া উঠিলেন। আমি তৎক্ষণাত্ তাঁহাকে নিশ হাজাৰ টকা উপহাৰ প্ৰদান কৰিলাম এবং তাঁহাকে মিজা মহম্মদ সেৰবি দাও নিম উপাৰ্ণিতে ভূষিত কৰিলাম। অপৰ এব সময়ে আমাৰ পিতাৰ বৈমাণ্যেৰ আতা মিজা কোকাৰ পুত্ৰ মিজা সানসি গুজৰাট হইল আমাৰ একটি উৎকৃষ্ট ধনুক প্ৰেৰণ কৰেন। অতি বলশালী ব্যক্তিও এহ ধনুক বাকাহাতে সক্ষম হইত না। দৰ্শক-দিগেৰে আশ্চৰ্যান্বিত কৰিয়া মিজা মহম্মদ এই ধনুক এত বাকাহীয়া ধৰেন যে, মধ্যস্থত ভাঙ্গিয়া বাতৰাণ উপক্ৰম হইয়াছিল। ইহাতে আমি তাঁহাকে এক হাজাৰেৰ পদ হইল পনেৰো শতৰ পদে উন্নীত কৰিলাম এবং মিজা মহম্মদেৰ পিচৰে মন (পত্ৰ-কৰাৰী) উপাৰ্ণ প্ৰদান কৰিলাম আমি তাঁহাকে কোকাৰেৰ সীমান্ত দেশেৰ ফোজদাৰ নিযুক্ত কৰিলে তান সেহ প্ৰদেশেৰ কোনে পৰাক্ৰান্ত স্বাজাৰ সহিত একে প্ৰবৃত্ত হন এবং তাঁহাকে পৰাজিত কৰেন। এই সন্বাদ পাইয়া আমি তাঁহাকে একটি উৎকৃষ্ট হস্তী উপহাৰ দিলাম এবং তেওহাৰ খা উপাৰ্ণ প্ৰদান কৰিলাম তৎপৰে আমাৰ পৰিবাসস্থ কোনে মহিলাৰ সহিত তাহাৰ পৰিণয় ক্ৰিয় সম্পন্ন কৰিলাম। আমাৰ আশাৰদিগেৰ মध्ये বৌকাৰ হুদজাম থাউনি শৌৰ্য্য, বীৰ্য্যেৰ জন্তু বিখ্যাত। ধনুৰাণ চালনা কৰিতে পৃথিবীতে ইহাৰ দ্বিতীয় কেহ নাই। তাঁহাৰ এই বিজ্ঞা পৰীক্ষাৰ নিমিত্ত একদা সন্ধ্যাকালে আমাৰ সন্মুখে একটি স্বচ্ছ কাচেৰ বোতল বস্তুত হয়। এই বোতলেৰ কিঞ্চিৎ দূৰে একটি আলো স্থাপন কৰা হয় এবং একটি মোমের মস্কাৰ প্ৰস্তুত কৰিয়া বাতলেৰ পাৰ্শ্বে বস্তুত হয়। তৎপৰে এই মস্কাৰ উপৰে একটি চাউল এবং একটি লকাৰ বিচি রাখা হয়। হুদজাম থাউনি প্ৰথমে একটি তীব দাবা লকাৰ বিচিটি বিন্ধ কৰেন, তৎপৰে

আব একটি তীব দ্বারা চালটি দূরে নিক্ষেপ কবেন এবং কাচের বোতলটিকে কিছুমাত্র স্পর্শ না কবিয়া তৃতীয় তীব দ্বারা মোমের মস্কিকাকে আঘাত করেন। ধনুর্বিদ্যায় ইহা অপেক্ষা অধিক নিপুণতা আব কেহ দেখাইতে পাবে না। * দর্শকগণ তাঁহাব অদ্ভুত কৌশল দেখিয়া যৎপবোনাস্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। আমিও তাঁহাব নিপুণতায় অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে এক হাজারেব পদ হইতে দুই হাজারেব পদে উন্নীত করিলাম এবং খুবজাহান বেগমের ভগিনী কল্লাব সহিত তাঁহাব বিবাহ দিলাম। এই পবিণয় হওয়াতে তিনি আমার পুত্রের তুল্য হইলেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীরও ধনুর্বিদ্যায় অতিশয় দক্ষ ছিলেন।

কাবুলের দস্যু দমন

ইতঃপূর্বে সংবাদ পাইয়াছিলাম যে, কান্দাহারের পাথ আফগানগণ পথিকদিগের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া থাকে। ইতঃপূর্বে এই দস্যুদিগের দমনার্থ একদল সৈন্ত প্রেরণ করিব স্থির কবিয়াছিলাম এক্ষণে এ বিষয়ে কোন উপায় অবলম্বন করিব, তাহা যখন চিন্তা করিতে ছিলাম, তখন আমার বাজসভার একজন প্রসিদ্ধ সদস্য আল্লাদাদ ই দস্যুদিগের অত্যাচার সম্বন্ধে এমন প্রমাণ উপস্থিত কবিলেন যে, আমি ঐ প্রদেশের দল একজন ফৌজদার নিযুক্ত কবাই উচিত বিবেচন কবিলাম এবং স্থির কবিলাম যে, দস্যুগণ ইহাকেও অবহেলা করিলে তাহাদিগের বিনাশ সাধনের ব্যবস্থা করিব। আমি আল্লাদাদ খাঁকে উক্ত প্রদেশের ফৌজদার নিযুক্ত করিলাম। কাবুলের রাস্তায় যে সকল দস্যু অত্যাচার করিয়া থাকে তাহাদিগকে দমনের জন্ত লঙ্কর খাঁ তথায় প্রেরণ কবিলান। লঙ্কর খাঁ পূর্বনাম খাজা আবুল হোসে ছিল। তিনি বহুদিন হইতে তৈমুর বংশের অধীনে কর্ম করিতেছেন লঙ্কর খাঁ গন্তব্য স্থানে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে ৫০ সহস্র অশ্বাবোর্হ এবং পদাতিক পার্শ্বতীয় সৈন্ত কামান বন্দুক লইয়া তাঁহার সহিত যু কবিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছে। ঐশ্বর্যের উপর বিশ্বাস স্থাপ করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিবাম যুদ্ধ চলিল। পবিশেষে শত্রুগণ পরাজিত হইল এবং তাহাদের ১৭ হাজার সৈন্ত হত, বহুসংখ্যক বন্দী ও অবশিষ্ট সৈন্তগণ পলায়ন কবিল। বন্দিগণ শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আমি

দম্মুখে আনীত হইল। সতেরো হাজার সৈন্তের মস্তক তাহাদেব গলদেশে
 লঙ্ঘিত কবিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বহু চিন্তাব পব স্থির কবিলাম যে,
 বন্দীদিগেব প্রাণ বিনাশ করিব না। আমাব হস্তী সমূহেব খাদ্য দবা
 সংগ্রহের নিমিত্ত তাতাদিগকে নিয়ুক্ত কবিলাম।

আত্মচিন্তা

লক্ষ্য খাব অপবিসীম চেষ্টায় কাবুলেব বাস্তা দক্ষ্যশূন্য হইল এবং এত নিবাপদ হইল যে, কাবুলেব উৎপন্ন দ্রব্য সমূহ নিক্সিয়ে লাহোব নগবে আসিতে লাগিল। মনুষ্যেব বক্তৃপাত করা নিতান্তই দুঃখজনক। দুঃখ্যবশতঃ শাসনকার্যা নিকাঃ কবিতে হইলে অনেক সময় বঠোবতা অবলম্বন কবিতে হয়। কেন না সময় সময় কোনো প্রকাব কঠোর পন্থা অবলম্বন না কবিলে সমগ্র মানব-সমাজ বহু পশুব হ্রায় নিজের নিজেব প্রতিস্থিসাবুত্তি চবিতার্থেব নিমিত্ত এবং অপরেব অনিষ্ট সাধনার্থ উন্মুখ হইয়া উঠিয়া থাকে। বাজাব পক্ষে যে শাস্তি নাই তাহা ঈশ্বর জানিতে-ছেন। তাহাকে সৰ্ব্বদা যে কি প্রকাব মনোকষ্ট ভোগ কৰিতে হয় এবং চিন্তাবিষে জৰ্জ্ববিত হইতে হয় তাহা অপবে জ্ঞাত নহে। রাজাদিগেব অদৃষ্টে চিন্তা এবং মনোকষ্ট বাতীত আব কিছুই নাই। তাহাদেব কৰ্ত্তব্য কার্যেব প্রতি এক মুহূৰ্ত্তেব অমনোযোগিতায় কত অনিষ্টেব উৎপত্তি হইয়া যাইতে পারে। নিদ্রাতেও তাহাদেব শাস্তি নাই। এইরূপ কথিত আছে যে, আপনার দেহেব চুলেব মধ্যে রাজাদিগেব শত্রু আছে; এ কথা সম্পূর্ণরূপে সত্য। “মহামূল্য বস্ত্বেব হ্রায় আমার এই উপদেশটি স্মরণ বাখিয়ো। ঈশ্ববেব কৃপায় যদি তুমি সৰ্ব্বোচ্চ ক্ষমতা পাইয়া থাক তবে তোমাৰ অধীন প্রজাবর্গেব সহিত সদ্ভাব রাখিয়ো। উজ্জল স্বৰ্ণ-নির্মিত প্রাসাদ বাখিয়া যাওয়া অপেক্ষা এই পৃথিবীতে স্নানাম এবং সুবশ রাখিয়া পবলোকে গমন কবাই শ্রেয়ঃ।” ঈশ্বর যাহাকে মহিমাম্বিত বাজশক্তি অৰ্পণ কবিয়াছেন, তাহার প্রধান কৰ্ত্তব্য প্রজাবর্গকে অত্যাচাব, অবিচার এবং উৎপীড়ন হইতে বক্ষা করা। আমি সত্যই বলিতেছি যে, আমি

কখনো বিলাসে এবং পার্থিব স্তূথে মত্ত হইয়া এই কর্তব্য বিস্মৃত হই নাই। ঈশ্বর এই পৃথিবীর বহু সমস্ত অযাচিতভাবে, অপৰ্যাপ্তরূপে আমাব মস্তকে বর্ষণ কবিয়াছেন, কিন্তু আমি তাহাদিগকে কিছুমাত্র মূল্যবান জ্ঞান কবি না এবং তাহা বক্ষা কবিতো আকাঙ্ক্ষা কবি না। আমার পার্থিব স্তূথ-স্পৃহা সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত হইয়াছে। শিবাবের আমোদ এবং অগ্রাণু আমোদ সর্বদাই দুঃখ কষ্টেব হেতু হইয়াছে। বন্ধাবস্থায় উপনীত হইবাব প্রাকালে বুঝিতে পারিতেছি যে, নিজেন বাসেই আমি সর্বশ্রেষ্ঠ স্তূথ এবং শাস্তি পাইব। সংক্ষেপে বলিণে গেলে এই পৃথিবীতে কোনো স্তূথ এবং আনন্দই চিরস্থায়ী নহে, সকলই ক্ষণভঙ্গুব চঞ্চল এবং মবণশীল। আমবা দেখিতেছি যে, যে মানব পার্থিব স্তূথ এবং আমোদে মত্ত এবং তাহাকেই সার জ্ঞান কবিয়া ধন্য কর্ম বিস্মৃত হইতেছে, পবক্ষণেই দেখিতেছি সে অসীম দুঃখপাবাবাবে নিম্মিপ হইয়া নিম্পেষিত হইতেছে। যে পৃথিবী এই প্রকাব দুঃখপূর্ণ, তাহা অধিকাবের নিমিত্ত অধম্মাচরণ কবা যুক্তিসিদ্ধ নহে।” ভবিষ্যৎ বিপদ দূরীকবণার্থ আমি দস্যাদিগের প্রতি কঠোর ব্যবহার কবিতো বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু আমি একথা নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে, নিজের স্বার্থ সাধন অথবা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পবিতৃপ্তির জন্ত আমি কখনো একপ কবি নাই। পৃথিবীর বিশ্বাসঘাতকতা এবং মিথ্যাচরণ আমার নিকট দিনেব আলোব গ্রায স্পর্শকপে প্রতিভাত। মানব-জীবনেব স্তূথেব জন্ত যাহা প্রযোজন তাহা সকলই আমার আছে, আমি ইহাতে বিশেষ সৌভাগ্যবান। স্বর্ণ ও বহুলালকাবে, জাঁকজমকশালী বহুমূল্য সাজসজ্জা ও পবিচ্ছদে কোন্ ব্যক্তি আমাকে কবে অতিক্রম কবিয়াছে? আমি যদি ঈশ্ববেব সৃষ্ট প্রাণী সমূহের স্তূথ এবং সম্মানের প্রতি দৃষ্টি না বাখিযা কার্য্য করিতাম তাহা হইলে আমি সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট অত্যাচাবী রাজা হইতাম।

স্বাভাবিকতা বাস্তবতা

বঙ্গদেশের ঐন্দ্রজালিক

বর্তমান সময়ে বঙ্গদেশে কয়েকজন অল্পতরঙ্গ ঐন্দ্রজালিক আছে। তাহাদের অভূতপূর্ব কৌশল আমাকে এত মুগ্ধ করিয়াছিল যে, এতৎ সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনাব উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। একদা সাত জন বাজিকব আমাব দববারে আগমন করিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল যে, তাহারা মানবেন বুদ্ধির অগম্য কার্যসমূহ সম্পন্ন 'কবিত্তে' সক্ষম। বস্তুতঃ তাহারা এমন আশ্চর্যজনক কার্য করিয়াছিল যে, তাহা দর্শন করিয়া আমি বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

প্রথমতঃ তাহারা বলিল যে, কেহ কোনো বৃক্ষের নাম করিলে তাহারা সেই বৃক্ষের বীজ মৃত্তিকাতে বোপণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই বৃক্ষ উৎপন্ন করিবে। আমাব সভাষদ খান-ই জাহান তাহাদিগকে তুঁত বৃক্ষ উৎপন্ন করিতে বলিলেন। তৎক্ষণাৎ বাজিকবগণ দশটি বিভিন্ন স্থানে বীজ বোপণ করিয়া আমাদিগের অবোধ্য ভাষায় মন্ত্র পড়িতে লাগিল। নিমেষের মধ্যেই দশটি স্থানে দশটি তুঁত বৃক্ষ দেখা দিল। এই প্রকারে তাহারা আশ্রু, আপেল, সাইপ্রেস, আনারস, ডুমুর, বাদাম, আখরোট এবং অন্যান্য বহু বৃক্ষ উৎপন্ন করিয়াছিল। তাহারা এই সকল কার্য আমাদের সম্মুখে প্রকাশ্যকপেই করিয়াছিল। বৃক্ষগুলি প্রথমতঃ ধীরে ধীরে মৃত্তিকা হইতে উত্থিত হইল এবং ছুই এক হাত দীর্ঘ হইবার পর বহু শাখা প্রশাখা ও পত্র শোভিত হইল। আপেল-বৃক্ষ হইতে যে আপেলটি উৎপন্ন হইল, তাহা আমার নিকট আনাইয়া দেখিলাম যে, ইহা সৌবভে এবং আকারে স্বাভাবিক আপেলের ত্রায়। অন্যান্য বৃক্ষ

হইতেও ফল আনিয়া আমাকে আশ্বাদন করিতে বলিল। আমার সম্মুখেই বৃক্ষ হইতে ফলগুলি পাড়িয়া আনা হইল এবং সভাষদগণ তাহা আশ্বাদন করিলেন। ফল উৎপন্ন হইবার পর শাখার উপর নানা বর্ণের মনোহর পক্ষীসকল আবির্ভূত হইল। তাহাদের সৌন্দর্য্য এবং স্তম্ভর অতুলনীয়। পক্ষীসকল আনন্দে শাখার উপর নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রিয়ৎক্ষণ পরে বৃক্ষের পত্রসমূহ শরৎকালীন বৃক্ষের রঙ ধারণ করিল এবং বৃক্ষগুলি ধীরে ধীরে মৃত্তিকার মধ্যে মিলাইয়া গেল। এই সকল ঘটনা যদি আমার চক্ষুর সম্মুখে না ঘটিত, তবে আমি কখনো বিশ্বাস করিতে পারিতাম না যে, কোনো মানব এরূপ অভূত কার্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম।

দ্বিতীয়তঃ এক দিবস রাত্রি দু'প্রহরের সময় সমুদয় জগৎ যখন গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত, তখন এই সাত জনের মধ্যে একজন বাজিকর আপনার পরিধেয় বস্তাদি ত্যাগ করিয়া একটি চাদরে সর্বদ্বন্দ্ব আবৃত করিল। তৎপরে সে এই চাদরের মধ্য হইতে একটি অত্যাচ্ছন্ন আয়না বাহির করিল। এই আয়না হইতে এ প্রকার তীব্র রশ্মি নির্গত হইল যে, তাহারা সমুদয় আকাশ অসম্ভবরূপে আলোকিত হইয়া উঠিল। পৃথিবীগণ বলিয়াছিল যে, এই রাত্রিতে তাহারা নভোমণ্ডল এক অভূতপূর্ব আলোকে পরিপ্লুত হইতে দেখিয়াছিল এবং আশ্রয় হইতে যে সকল স্থানে গমন করিতে দশদিন লাগে, সেই সকল স্থানের লোকেরাও এই আলোক দেখিতে পাইয়াছিল। এই আলোক, অত্যাচ্ছন্ন দিবসের আলোক অপেক্ষাও অধিক হইয়াছিল।

তৃতীয়তঃ সাতজন ঐন্দ্রজালিক একত্র দণ্ডায়মান হইয়া জিহ্বা কিংবা ওষ্ঠ না নাড়িয়া এমন সমতানলয়বিশিষ্ট স্তম্ভর-লহরী উদ্ভিত করিল যে, মনে হইল যেন তাহাদের সাত জনের গলা হইতে একটি স্বর নির্গত

হইতেছে। এই প্রকাব স্বব বাহিব কবিবাব সময় দেখিলাম যে, তাহারা জিহ্বা এবং মুখেব সাহায্য লইতেছে না। অথচ একটি স্পন্দ বাহির করিতেছে। * ইহাতে আমি বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলাম।

চতুর্থতঃ তাহারা এক শত হাওয়াই বাজি প্রস্তুত করিয়া তাহা কিয়দূবে একটি উচ্চ স্থানে রাখিয়া আমাকে বলিল যে, তাহারা এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিবে, অথচ বাজিগুলি আপনা আপনি জ্বলিয়া উঠিবে। আমার আজ্ঞা পাইয়া তাহারা ঐকপই করিল।

পঞ্চমতঃ বাজিকবগণ আমার সম্মুখে একটি গবম জলপূর্ণ বৃহৎ কটাহ স্থাপন করিয়া তাহাতে প্রায় ৩ মণ চাউল দেলিয়া দিল। তৎপরে বিনা ঘনিতে কটাহেব জল ফুটিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পবেই তাহারা কটাহেব ঢাকনি তুলিয়া তাহা হইতে ভাত বাহিব করিয়া একশত থালা পূর্ণ করিল, অধিকন্তু কটাহ হইতে প্রত্যেক থালায় একটি সিদ্ধ মুগি বাখিল। এই ব্যাপাব দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছিলাম।

ষষ্ঠতঃ এক শুষ্ক ভূমিখণ্ডেব উপর বাজিকবগণ একটি পুষ্প স্থাপন করিল। তাহারা ইহার চতুর্দিকে তিনবার নৃত্য কবিবাব পব পুষ্পের মধ্যদেশ হইতে একটি ফোয়ারা নির্গত হইল এবং তৎক্ষণাৎ অজস্রধারে গোলাপ পুষ্প ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, কিন্তু ফোয়ারাবার এক বিন্দু জলও ভূমি স্পর্শ করিল না। এক ঘণ্টাকাল ফোয়ারা হইতে জল নির্গত হইবার পর তাহারা পুষ্পটি সবাইয়া ফেলিল এবং ফোয়ারাও বন্ধ হইয়া গেল। তৎপবে আশ্চর্যের সহিত দেখিলাম যে, সেই স্থান যেমন পূর্বে শুষ্ক ছিল, তেমন রহিয়াছে, জলের চিহ্নমাত্রও নাই। পুনরায় তাহারা উপরোক্ত পুষ্পটি ভূমিতে স্থাপন করিল। স্থাপন করিবামাত্র উহা হইতে জল এবং অনলবর্ণী পুষ্পসকল নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

সপ্তমতঃ একজন বাজিকব নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান হইল। আব একব্যক্তি তাহার মস্তকেব উপর আপনাব মস্তক রাখিয়া শূণ্ণে পদদ্বয় স্থাপন করিল। তৃতীয় বাজিকব তাহাব পদদ্বয় দ্বিতীয় বাজিকবের পদদ্বয়েব উপব স্থাপন কবিয়া দণ্ডায়মান হইল। এই প্রকাবে সাতজন বাজিকব দণ্ডায়মান হইল। প্রথম বাজিকব--যাহাব মস্তকের উপব ছয়জন বাজিকব অবস্থিত কবিতৈছিল—একটি পদ স্বক্ৰদেশে পয্যন্ত উত্তিত কবিল এবং অনেকক্ষণ পয্যন্ত এক পদের উপব ভব দিয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। আমি তাহাদেব বল এবং স্থিৰতা দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইবাছিলাম।

অষ্টমতঃ একটি বাজিকব পূর্বেব ত্রায় স্থিৰভাবে দণ্ডায়মান হইল আব একটি বাজিকব তাহার পশ্চাদ্দেশ হইতে তাহার কটিদেশ ধাবণ করিল। এইরূপে ৪০ জন লোক পবম্পরেব কটিদেশ ধাবণ কবিলে পর, প্রথম ব্যক্তি বলপূর্বক তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া চলিল। তাহাব অদ্রুত বল দেখিয়া আমি অবাক হইয়াছিলাম।

নবমতঃ ঐন্দ্রজালিকগণ এক জন মানুষকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বাটিয়া ফেলিয়া তাহাব দেহেব অংশগুলি চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ পবে তাহার ঐ স্থানেব উপব একটি চাদর বিছাইয়া দিল। তৎপবে এক বাজিকব ঐ চাদবেব তলদেশে গমন কবিবামাত্র সে এবং নিহত ব্যক্তি স্তম্ভদেহে আমাদেব সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার দেহে কোনো প্রকার আঘাতের চিহ্ন দেখিলাম না।

দশমতঃ বাজিকরগণ একটা থলিয়া দর্শকদিগকে দেখিতে দিল। দর্শকগণ দেখিয়া বলিল যে, ইহা সম্পূর্ণ খালি, ইহার ভিতরে কিছুই নাই। তৎপবে একজন বাজিকব থলিয়াব মধ্যে, হস্ত প্রদান কবিয়া তদ্ব্যয় হইতে দুইটি বৃহৎ এবং অতি সুন্দর লড়াইয়ের মোরগ বাহিব

কবিল। খলিযা হইতে নির্গত হইয়াই তাহারা প্রবল তেজের সহিত লড়াই কবিতে আবন্ত করিল। এক ঘণ্টা লড়াইর পর বাজিকবগণ তাহাদেব উপর একটি চাদর ফেলিয়া দিবামাত্র তাহাবা অদৃশ্য হইল। বাজিকবগণ পুনবায় চাদবটি তুলিবামাত্র স্বদৃশ্য পালকসমন্বিত দুইটি ত্রিতিব পক্ষী আবির্ভূত হইল এবং সুন্দর স্বর-লহরীতে সকলকে মুগ্ধ কবিল। পর্ত্তের গায়ে তাহাবা যে প্রকাবে কীট, পতঙ্গ খুটিয়া আহার অন্বেষণ কবে, সেই প্রকাব শব্দ করিয়া কীট পতঙ্গ আশাব কবিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পবে তাহার উপর চাদব নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাবা অদৃশ্য হইল এবং উহা তুলিবামাত্র সেই স্থানে দুইটি ভীষণ ক্রমসর্প দেখা দিল। এই দুইটি ভীষণ সর্প তেজেব সহিত পবম্পৰকে আক্রমণ কবিল। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ কবিবাব পর তাহাবা শাস্ত হইয়া পড়িল। বাজিকবগণ পুনবায় তাহাদিগকে চাদর দ্বাবা ঢাকিয়া ফেলিলে তাহাবা অদৃশ্য হইয়া গেল এবং উহা উঠাইশে পুঙ্খোক্ত দ্রব্য সমূহের কোনো চিহ্নই রহিল না।

একাদশ দৃশ্য :—বাজিকবগণ মৃত্তিকাতে একটি পুষ্কবিণী খনন কবিয়া তাহা জল দ্বাবা পূর্ণ কবিবাব জন্ত আমাদিগকে অনুরোধ কবিল। কৰ্মচাবিগণ উহা জলে পূর্ণ কবিলে পব তাহারা পুষ্কবিণীৰ উপরিভাগ আবৃত করিল। অল্পক্ষণ পবে আচ্ছাদনটি সবাইলে দেখা গেল সমুদয় জল এক বৃহৎ ববফখণ্ডে পবিণত হইয়াছে। বাজিকবগণ মাছতদিগকে এই ববফের উপর দিয়া হস্তী চালাইতে বলিল। তদনুসারে এক মাছত এক হস্তী লইয়া এই ববফ খণ্ডের উপর দিয়া অনায়াসে চলিয়া গেল, কোনো স্থান একটুকুও ভাঙ্গিল না। তৎপরে চাদর দ্বাবা পুষ্কবিণীর উপরিভাগ আবৃত করা হইল। চাদব অপসারিত কবিলে দেখা গেল যে, ববফখণ্ড অদৃশ্য হইয়াছে এবং জলের চিহ্নমাত্রও নাই।

দ্বাদশ দৃশ্য :—বাজিকরগণ কিঞ্চিৎ ব্যবধানে দুই তাঁবু স্থাপন করিল। দুই তাঁবু দ্বার পৰস্পরেব সম্মুখীন কবিয়া বাথা হইল। আমরা সকলে এই তাঁবুর ভিতর গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, দুইটি তাঁবুই শূন্য। দুই বাজিকর দুই তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া আমাদেরকে বলিল যে আমরা যে জন্তু উপস্থিত বলিব তাহারা তাঁবু হইতে সেই জন্তুই বাহির করিবে। খান-ই জাহান তাহাদিগকে অষ্টীচ্ পক্ষী বাহির করিতে বলিলেন। তৎক্ষণাৎ দুই তাঁবু হইতে দুইটি বৃহত্তম অষ্টীচ্ নির্গত হইয়া পরস্পরকে এ প্রকার ভীষণরূপে আক্রমণ করিব যে তাহাদের অন্তক বাহিয়া শোণিত পড়িতে লাগিল। পরিশেষে বাজিকরগণ তাহাদিগকে পৃথক কবিয়া তাঁবু মধ্যে লইয়া গেল। তৎপরে আমার পুত্র খবম্ বাজিকরদিগকে নীলগাই উপস্থিত কবিত্তে বলিল। তৎক্ষণাৎ দুই তাঁবু হইতে দুই ভায়দর্শন নীল গাই বাহির হইয়া লড়াইয়ে প্ররক্ত হইল। এই প্রকারে দুই খণ্টা লড়াইব পর তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দিয়া তাঁবু মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইল। সংক্ষেপে বলিতে গেলে যে ব্যক্তি যে জন্তু দেখিতে চাহিল, বাজিকরগণ তাহাই উপস্থিত করিল। আমি এই অত্যাশ্চর্য ঘটনাব কারণ উদ্ভাবন করিতে বহু চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে সফলকাম হই নাই।

ত্রয়োদশ দৃশ্য :—বাজিকরগণ এক ধমুক ও পঞ্চাশটি তীর হাতে লইল। একটি তীর শূন্যে নিক্ষেপ করিল। উহা শূন্যেই ঝুলিয়া রহিল। তৎপরে সে আর একটি তীর নিক্ষেপ করিল, উহা প্রথমটির নিম্নদেশে বিদ্ধ হইয়া ঝুলিয়া রহিল। এই প্রকারে পঞ্চাশটি তীর একটির সহিত আর একটি সংযুক্ত হইয়া ধাতের শীঘের ছায় শূন্যে ঝুলিতে লাগিল। তৎপরে পূর্বোক্ত বাজিকরগণ আর একটি তীর সর্ব নিম্ন তীরের উপর নিক্ষেপ করিবামাত্র সমুদয় তীর বন্ বন্ শব্দে ভূমিতে

পড়িয়া গেল। ইহাব অর্থ ভেদ করা আমার পক্ষে অসম্ভব বোধ হইয়াছিল।

চতুর্দশ দৃশ্য :—তাহাবা একটি বৃহৎ পাত্র, পরিকার জলে পূর্ণ কবিতা আমার সম্মুখে স্থাপন করিল। এক বাজিকর একটি বক্তবর্ণের গোলাপ পুষ্প হস্তে লইয়া আমাকে বলিল যে, জলেব মধ্যে পুষ্পটি নিমজ্জিত করিলে আমি যে বঙ ইচ্ছা করি, সে, সেই বঙ উৎপন্ন করিতে পারিব। তদনুসারে সে পুষ্পটি জলে দিবামান উহা উজ্জ্বল হবিদ্রা বর্ণ ধারণ করিল এবং প্রত্যেক বার ডুবাইবাব পব ইহা হইতে বিভিন্ন বঙের বিভিন্ন প্রকৃতির পুষ্প উৎপন্ন হইতে লাগিল। আমি আদেশ করিলে সে একশত বঙেব বিভিন্ন পুষ্প উৎপন্ন কবিত্তে পাবিত। তৎপরে তাহাবা একটি শ্বেত বর্ণেব সূত্র এই জলের মধ্যে নিমজ্জিত কবিতা দিল। কিয়ৎক্ষণ পবে প্রথমতঃ ইহা বক্তবর্ণ পবে হরিদাবর্ণ ধারণ করিল। আমি আদেশ কবিলে তাহাবা একশত বিভিন্ন বঙের সূত্র উৎপাদন কবিত্তে পাবিত।

পঞ্চদশ দৃশ্য :—বাজিকবগণ এক পক্ষী পিঞ্জর উপস্থিত কবিল। যে পার্শ্ব আমার দিকে রহিল, সেই দিকে দুইটা সূদৃশ নাইটিঙ্গেল পক্ষী দেখিলাম। পিঞ্জরটি ঘুবাইবামাত্র নাইটিঙ্গেলদ্বয় অদৃশ হইল এবং তৎপরিবর্তে সবুজবর্ণের দুইটা শুকপক্ষী ঐ স্থলে আবির্ভূত হইল। তৎপরে আর একবার ঘুবাইলে রক্তবর্ণের তিতিব দেখা দিল। এই প্রকারে পিঞ্জর যতবার ঘুবাইতে লাগিল ততবার বিভিন্ন প্রকাবের ও বিচিত্র বর্ণের পক্ষী দেখা দিতে লাগিল।

ষোড়শ দৃশ্য :—বাজিকবগণ কুড়ি হস্ত পরিমাণ দীর্ঘ বিচিত্র বর্ণের সূদৃশ কার্পেট বিস্তৃত কবিল। তাহারা এই কার্পেট উল্টাইয়া দিবামাত্র ইহা বিভিন্ন বর্ণে এবং বিভিন্ন নমুনায় পবিবর্তিত হইল। এই প্রকারে

যতবার তাহারা ইহা উল্টাইয়া দিতে লাগিল, ততবারই ইহা ভিন্ন ভিন্ন নমুনা এবং বর্ণ ধারণ করিতে লাগিল। আমি এক শতবার উল্টাইতে অস্বরোধ করিলে ইহা একশত প্রকাব ভিন্ন নমুনা এবং বর্ণে পরিবর্তিত হইতে পারিত।

সপ্তদশ দৃশ্য :—বাজিকবগণ এক বৃহৎ পাত্র আমার সম্মুখে আনিয়া জল দ্বারা পূর্ণ করিল। তাহা বা তৎপবে ইহা উল্টাইয়া সমুদয় জল ফেলিয়া দিল। পবে পাত্র সোজা করাতে দেখা গেল যে, ইহা পূর্বের স্থায় জলপূর্ণ রহিয়াছে। এই প্রকাবে তাহা বা একশতবার পাত্র উল্টাইয়া জল ফেলিয়া দিয়া পরক্ষণেই তাহা জলপূর্ণ অবস্থায় দেখাইতে পারিত।

অষ্টাদশ দৃশ্য :—বাজিকবগণ এক বৃহৎ থলিয়া আনিল। ইহার দুই দিক খোলা ছিল। তাহারা এক দিক দিয়া একটা তরমুজ থলিয়ার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল কিন্তু উহা অগ্র দিক দিয়া শস্য পরিবর্তিত হইয়া থলিয়ার ভিতর হইতে নির্গত হইল। তৎপরে শস্য প্রবেশ করাইয়া দেওয়ায় অগ্র মুখ দিয়া একরাশি আড়ুর নির্গত হইল। পুনরায় আড়ুর-গুলি প্রবিষ্ট করিয়া দিবার পব থলিয়ার অগ্র মুখ হইতে আপেল ফল বাহির হইল। এই প্রকারে একশতবার আদেশ করিলে তাহারা একশত প্রকার ফল দেখাইতে পারিত।

উনবিংশ দৃশ্য :—এক বাজিকর আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া মুখ বাদান করিল এবং তৎক্ষণাৎ তাহাব মুখের মধ্যে সর্পের মস্তক দেখা গেল। তাহার সঙ্গী আসিয়া সর্পের গলদেশ দৃঢ়রূপে ধরিয়া টানিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই চারি হস্ত দীর্ঘ এক সর্প নির্গত হইল। তৎপরে ইহা ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইবার পর আর একটি ঐ প্রকার দীর্ঘ সর্প নির্গত হইল। এইরূপে তাহার মুখ হইতে আটটি সর্প নির্গত হইয়া পরস্পরের সহিত ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

বিংশ দৃশ্য :—বাজিকরগণ এক হস্তে এক খানি আয়না ধরিল এবং অপর হস্তে একটা গোলাপ পুষ্প লইল। তাহারা এই পুষ্প আয়নার পশ্চাতে মুহূর্তের জন্য ধরিয়া আমার সম্মুখে আনিল। দেখিলাম যে গোলাপ পুষ্প অন্য বর্ণ ধারণ করিয়াছে। এই প্রকারে ঐ পুষ্প সবুজ, লাল, হরিদ্রা বেগুনী, কালো এবং সাদা বর্ণ ধারণ করিল।

একবিংশ দৃশ্য :—তাহারা আমাব সম্মুখে দশটা চীনা মাটির পাত্র সাজাইয়া রাখিল। দশকগণ সকলেই দেখিল যে পাত্রগুলি শূন্য। অর্দ্ধঘণ্টা পর ইহাদেব মুখাবরণ খুলিলে দেখা গেল যে, একটা পাত্র গম দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে, অণ্ডটিতে মোবকা রহিয়াছে। আর কয়েকটি পাত্রে আচার, তেঁতুল, মিছবি প্রভৃতি রহিয়াছে। বলিতে কি, প্রত্যেক পাত্রেই কোনো প্রকাব খাদ্য দ্রব্য রহিয়াছে দেখা গেল। আমার অমুচরগণ এই সকল দ্রব্য আশ্বাদনও করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা পুনরায় এই পাত্রগুলিব ঢাকনী খুলিলে দেখিলাম যে, পাত্রগুলি পূর্বের তায় শূন্য হইয়াছে। আমি এই অদ্ভুত ব্যাপাব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম।

দ্বাবিংশ দৃশ্য :—বাজিকবগণ কবি সাদির গ্রন্থাবলী আমার সম্মুখে আনিয়া পূর্ব পবীক্ষিত একটা থলিয়ার মধ্যে রাখিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা যখন উহা থলিয়ার ভিতর হইতে বাহির করিল, দেখিলাম যে সাদির গ্রন্থাবলী হাফিজের দেওয়ানে পরিবর্তিত হইয়াছে। শেষোক্ত পুস্তকখানি থলিয়ার মধ্যে রাখিয়া পুনরায় বাহির কবিবাব পব দেখা গেল যে, ইহা সলোমনের গ্রন্থে পরিণত হইয়াছে। ইহা বহুবাব করা হইল এবং প্রত্যেকবারই বিভিন্ন গ্রন্থকারের গ্রন্থসমূহ নির্গত হইতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশ দৃশ্য :—তাহারা পঞ্চাশহাত পরিমিত দীর্ঘ এক শৃঙ্খল লইয়া আসিয়া এক ধার আকাশের দিকে ছুঁড়িয়া দিল। এই দিক যেন শূন্যই, কোনো অদৃশ্য বস্তুতে আটকাইয়া রহিল। শৃঙ্খলের অপর দিক

ভূমির সহিত সংযুক্ত কবিয়া দেওয়া হইল। তৎপরে তাহারা একটা কুকুর আনিয়া শৃঙ্খলেব নিয়মদিকে দণ্ডায়মান কবাইয়া দিল। কুকুর তৎক্ষণাৎ শৃঙ্খল বাহিরা শেষ সীমায় গিয়া উপাস্ত হইল এবং সেস্থান হইতে অদৃশ হইয়া গেল। এই প্রকারে এক এবটা শব্দ, সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃঙ্খল গাফিয়া উদি। উপবিভাগে গিয়া অদৃশ হইয়া গেল। তৎপরে তাহারা শৃঙ্খল নামাইয়া লইয়া উহা এক গলিয়ার মধ্যে রাখিল। জন্তুগুলি আশেব মাপে বোখায় অদৃশ হইয়া গেল নতুন কেষ্ট বসিতে পারিল না। এই অতঃপর ঘটনা পূর্বের আশ্চর্যজনক।

চতুর্থ দৃশ্য — তাহারা আমার সম্মুখে একটি আবৃত বুদ্ধি রাখিল। আমি প্রাক্তন গবীক্ষা কবিয়া দেখিয়াছিলাম যে উহাতে কিছুই নাই, তৎপরে তাহারা আচ্ছাদনটি উন্মুক্ত কবাবামাত্র দেখিলাম যে ইহা নানা প্রকার স্তম্ভাঙ্ক বাঙনে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তাহারা পুনরায় ইহা আচ্ছাদিত করিল, কয়েকমুহূর্ত্ত পরে আবরণ উন্মোচন কবিলে দেখিলাম যে বুদ্ধিটি বাদাম, কিসমিস প্রভৃতি শুষ্ক ফলের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। এই প্রকারে ওত্যেকবার আবরণ উন্মোচিত হইবার পরই বুদ্ধিটি নানা প্রকার বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে পূর্ণ দেখিলাম।

পঞ্চবিংশ দৃশ্য — বাজিকবগণ আমার সম্মুখে একটি আবরণযুক্ত পাত্র স্থাপন কবিয়া তাহা জলপূর্ণ কবিল। তাহারা আবরণ খুলিয়া আমাকে দেখাইল যে, ইহাতে কেবল জল রহিয়াছে। তৎপরে পাত্রটি আবৃত কবিয়া কিছুক্ষণ রাখিবার পর যখন ইহা খোলা হইল, তখন দেখা গেল যে, এই ভলে দ্বাদশটি সবুজবর্ণের বৃক্ষপত্র ভাসিতেছে। পুনরায় ইহা ঢাকিয়া দেওয়া হইল। কিছুক্ষণ পরে ঢাকনা খুলিবার পর চাবিটি সর্পজলে ভাসিয়া বেড়াইতেছে দেখা গেল। তৎপরে ইহা অদৃশ হইল এবং উহাদের স্থলে চাবিটি বৃহৎ পক্ষী দেখা দিল। পবিশেষে যখন পাত্রটি

অনারত করা হইল, তখন দেখিলাম যে, ইহা শূণ্য, জগেব চিত্র পয্যন্ত নাই।

ষড়বিংশ দৃশ্য :—এক বাজিকব তাহাব কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে একটি চণাব অঙ্গুবীষ আমাকে দেখাইল। সে এই অঙ্গুবীষ আব একটি অঙ্গুলিতে পবিবামান চুণাটি মবকতে পবিণত হইল, আর একটি অঙ্গুলিতে পবিবামান মবকতটি হাঁববে পবিণত হইল। পুনবায় অত্র অঙ্গুলিতে ধাবণ কবিবামাত্র হীবক পান্নাতে পবিণত হইল। এই প্রকাবে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গুলিতে ধাবণ কবিবামাত্র ইহা বিভিন্ন বণ এবং প্রকৃতিব বস্ত্রে পবি গতিত হইতে লাগিল।

সপ্তবিংশ দৃশ্য : একখানা ধাবালো তববাসি ভূমিতে দৃঢ়রূপে প্রোথিত কবিয়া একজন বাজিকব তাহাব উপব লাফাইয়া পড়িল। কিন্তু ইহাত স সম্পূর্ণ অঙ্গতাবস্থাতেই বহিল। এ প্রকাব তীক্ষ্ণ তরবাবিব আঘাতে ন যে কোনো প্রকাবে আহত হয় নাই, ইহাতে আমি বিস্মিত হইবাছিলাম।

অষ্টবিংশ দৃশ্য :—বাজিকরগণ সাদা কাগজেব একটি বাধানো খাতা আমাব হস্তে প্রদান করিল। আমি পবীক্ষা কবিয়া দেখিলাম যে, প্রত্যেক পাতাই সাদা, তাহাতে কিছুই মুদ্রিত, লিখিত অথবা অঙ্কিত নাই। একজন বাজিকব খাতাখানি আমাব হস্ত হইতে লইয়া প্রথম পাতা খুলিলেই দেখিলাম যে ইহা সোনালি রঙে মিশ্রিত উজ্জল লালবর্ণ ধারণ কবিয়াছে এবং এই পাতাতে সুচারু কাককার্য্য খচিত বহিয়াছে। পর পৃষ্ঠা খুলিলে দেখিলাম যে তাহা নীলবর্ণে রঞ্জিত এবং পাতাব পার্শ্বে বিভিন্ন প্রকাব নবনারীব চিত্র অঙ্কিত বহিয়াছে। আব একটি পাতায় সিংহ ও গোক, ভেড়া প্রভৃতিব চিত্র অঙ্কিত বহিয়াছে এবং একটি সিংহ একটি গাভীকে আক্রমণ কবিয়াছে। এই পাতাটি চীন দেশীয় বঙে চিত্রিত এবং স্বর্ণ

খচিত। পরেব পৃষ্ঠা শুন্দর সবুজ বর্ণে রঞ্জিত এবং স্বর্ণালঙ্কত। এই পাতাতে নানাবর্ণে চিত্রিত একটি বাগান অঙ্কিত বহিয়াছে। বাগানের মাধ্য একটি সুদৃশ্য মণ্ডপ এবং চতুষ্পাশ্বে সাইপ্রেস বৃক্ষ, গোলাপ পুষ্প ও অন্যান্য বৃক্ষ রহিয়াছে। পর পৃষ্ঠা কমলালেবুব বণ্ডে বঞ্জিত। এই পাতায় দুইটি বিপর্য্য বাজা ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এই প্রকার চিত্র অঙ্কিত আছে। এই প্রকারে প্রায় পৃষ্ঠা খুলিলেই বিভিন্ন প্রকার বর্ণে রঞ্জিত বিভিন্ন দৃশ্যের চিত্র আঁকত দেখিতে পাইলাম। সমুদয় ভোজ ব্যঞ্জির মধ্যে এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া আমি অতিশয় পুলকিত হইয়াছিলাম।

বস্তুতঃ ঐচ্ছজালিকদিগের এই সকল অত্যদ্ভুত কার্য্য মানবের বুদ্ধি এবং শক্তির অতীত বলিয়া বোধ হয়। এই সকল কার্য্য এ প্রকার কৌশল ও নিপুণতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল যে, তাহা সাধারণ মানবের ক্ষমতার অতীত সন্দেহ নাই। আমি অবগত হইয়াছি যে, এই বিতাকে “সেমিন্যান” বিত্তা বলে এবং ইহা ইউরোপীয় জাতিগণের মধ্যে প্রচলিত। সাধারণ মানবের শক্তির বহির্ভূত কতকগুলি ক্ষমতা কোনো কোনো মানবের মধ্যে থাকা বশতঃ তাহারা এই আশ্চর্য্য কার্য্যসকল সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয়।

আবব দেশবাসীর আশ্চর্য্য কাহিনী

একদা আরবদেশবাসী চল্লিশবয়স্ক এক ব্যক্তি আমার দর্শনপ্রার্থী হইয়া বাজধানীতে আগমন করেন। তিনি যখন পবিচিত হইয়া আমায় সম্মুখে উপস্থিত হইলেন তখন দেখিলাম যে তাহার একটি হস্ত নাই তাহা একেবাবে স্বচ্ছদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কবিলাম যে, জন্মাবধি এই শাহাব হস্ত নাই, অথবা তিনি যুদ্ধে এই হস্তটি হারাইয়াছেন। আমার প্রশ্ন শুনিয়া তিনি প্রথমতঃ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন এবং বলি লন, যে আলৌকিক কারণে তিনি এই হস্তটি হারাইয়াছেন, তাহা অপবে শুনিলাম কখনো বিশ্বাস করিবেন না বব। তাঁহাকে উপহাস কবিতে পারেন। সেই জন্ত তিনি ইহার কাবণ কাহারো নিঃপ্রকাশ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে একান্ত অমুরোধ করাতো তিনি ইহার কাবণ নিম্নলিখিতরূপে বর্ণন কবেন :—

“আমাব বয়স যখন পঞ্চদশ বৎসর তখন আমি পিতার সহিত ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলাম। ষাট দিন সমুদ্র দিয়া নানা দিকে ভ্রমণ করিবার পর ভীষণ ঝড়ের দ্বারা আমরা আক্রান্ত হইলাম। এই প্রবল ঝড় তিন দিন এবং তিন রাত্রি সমভাবে বহিয়াছিল। ঝড়ের সময় মুহলধারে বৃষ্টিপাত হইত, অনবরত বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত হইত এবং সমুদ্রেব জল এরূপ ভীষণ রূপে গর্জন করিত যে তাহা অবর্ণনীয়। এই বিপদের উপর আমার জাহাজের মাস্তুল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল, অনেক নাবিক মাস্তুলের আঘাতে প্রাণ বিসর্জন করিল। আর কিছুক্ষণ ঝড়

স্থায়ী হইলে জাহাজ ডুবিয়া যাইত কিন্তু তৃতীয় দিনে বাড় খামিস যাওয়াতে আমবা বক্ষা পাইলাম, যদিও তখন আমবা গন্তব্য স্থত হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। এই প্রকারে কয়েক দিন ধরিয় অনিচ্ছিত দিকে এবং অজানিত পথে যাইতে যাইতে একদিন সমুদ্রে মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ পর্বত দেখিতে পাইলাম। আমরা ইহার নিকটবর্তী হইলে দেখিলাম যে, ইহা পর্বত নহে একটি বৃহৎ দ্বীপ। দ্বীপটি অসংখ্য অট্টালিকা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রোতস্বতীপূর্ণ এবং সুদৃশ্য বনবাজিশোভিত জাহাজে যে পানীয় জল ছিল তাহা ফুরাইয়া যাওয়াতে আমবা এই দ্বীপেব নিকট নঙ্গব করিলাম। কয়েকটি মৎস্যজীবীর নিকট হইতে জানিলাম যে, এই দ্বীপটি পটুগিজদিগের অধিকৃত এবং ইহাতে বহু লোকের বসবাস আছে কিন্তু এক জন মুসলমানও নাই। অধিকন্তু দ্বীপ বাসীস সহিত কোনো অজানিত লোকের সংশ্রব নাই। আমাদের জাহাজ নঙ্গর করিবামাত্র, একজন পটুগিজ কান্থান ও আব একজন কর্মচারী জাহাজে আসিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সমুদয় যাত্রীকে তাঁরে লইয়া গেলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, কোনো কার্ষের জন্ত তাঁহাদের একটি বিশেষ লোকের প্রয়োজন, আমাদের ভিতর হইতে সেই প্রকাব একটি লোক পাইলে, তাঁহারা তাঁহাকে বাখিয়া অল্প সব লোককে ছাড়িয়া দিবেন। বন্দরটি তাঁহাদেরই অধিকৃত এবং আমরা সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের রূপার অধীন বলিয়া তাঁহাদের এই আশ্চর্যজনক প্রস্তাবে সন্মত হইতে বাধ্য হইলাম। তৎক্ষণাৎ জাহাজের সওদাগব, দাস, নাবিক প্রভৃতি বারো শত যাত্রীকে তীবে নামানো হইল এবং একটি গৃহে বাধা হইল। তথা হইতে তাঁহারা আমাদেরকে এক এক করিয়া ডাকিয়া পাঠাইতে লাগিলেন এবং প্রত্যেকের গাত্রবস্ত্রাদি উন্মোচন করিয়া একজন ডাক্তাব তাহাব শরীরের প্রত্যেক স্থান পরীক্ষা করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন। এই

প্রকারে আমার ভ্রাতা এবং আমাকে পরীক্ষা করিবার পব ডাক্তার যখন আমাদিগকে পানার ভিত্তবস্থিত কয়েকটি লোকেব হস্তে দিলেন, তখন আমবা ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। আমাব ভ্রাতা এণ্ড আমি ব্যতীত জাহাজের সমুদয় লোককে চলিয়া যাইতে অনুমতি দেওয়া হইল। তাঁহাবা যে চিহ্ন অঙ্কণ কবিত্তেছিলেন তাহা তাঁহাদেব দেহে না পাওয়াতে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। জাহাজেব বারো শত লোকেব মধ্যে কোন অপবাধে আমরা দুইজন বন্দী হইলাম তাহা জানিবাব জন্ত পিতা অনেক তর্কবিতর্ক কবিলেন, অশ্রুজলেব সহিত অমুনয় বিনয় কবিলেন কিন্তু তাঁহাদেব পামাণ হৃদয় গলিল না, তাঁহাবা ক্রকুটি সহকাবে পিতার বাক্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন কবিলেন।

তৎপরে তাঁহারা আমাকে এবং আমাব ভ্রাতাকে একটি দুবস্থানে লইয়া গিয়া দুই পৃথক গৃহে রাখিলেন; এই দুই গৃহেব দরজা পরস্পর সম্মুখীন ছিল। প্রতি প্রাতঃকালে তাঁহারা আমাদিগেব আহাবেব জন্ত সাদা রুটি, মধু এবং মূবগীর কাবাব আনিয়া দিতেন। এই প্রকাবে দশ দিন অতিবাহিত হইল। এই দশ দিনের পব জাহাজেব কাপ্তান জাহাজ ছাড়িবার অনুমতি প্রার্থনা কবিলেন। আমার পিতা বলিলেন যে, তিনি পটুগিজদিগেব নিকট তাঁহাব পুত্রদেব জীবনভিক্ষাব জন্ত গমন কবিত্তে ইচ্ছা করেন। এই জন্ত দুই তিন দিন বিলম্ব কবিত্তে তিনি কাপ্তানকে অনুবোধ কবিলেন। পিতা বন্দবেব অধিপতিব নিকট আমাদিগেব মুক্তিৰ জন্ত একান্ত কাতরভাবে নিবেদন কবিলেন, কিন্তু সব বৃথা হইল। আমাদিগেব মুক্তি প্রদান না করাতে তাঁহাবা বন্দর পরিত্যাগ কবিয়া চলিয়া গেলেন।

এক দিবস আমাদিগেব দেহপরীক্ষক ডাক্তার এবং দশজন পটুগিজ আমার ভ্রাতাব ঘরে প্রবেশ কবিয়া তাঁহাব গাত্র-বস্ত্রাদি উন্মোচন কবিয়া

তাহাকে একটি টেবিলের উপর উপুড় কবাইয়া শোয়াইলেন। তৎপরে তাহার ভ্রাতাব দেহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পৰীক্ষা করিয়া আমার গৃহে আসিয়া আমার দেহও ঐরূপে পৰীক্ষা কবিলেন। পুনরায় তাঁহা আমার ভ্রাতার ঘবে গমন করিয়া একটা বড় পাত্রেব উপর তাঁহাব মস্তক রাখিয়া হস্তে একটি তীক্ষ্ণধাব ছুবি লইলেন। আমাদের গৃহেব দ্বাব পবম্পর সম্মুখীন হ'ল বলিয়া ভ্রাতাব গৃহে যাহা হইতেছিল সমুদয়ই আমি দেখিতে পাইতে ছিলাম। ভ্রাতাব কাতব ক্রন্দন এবং অমুনয় বিনয় উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা ছুবিকা দ্বাবা তাঁহার মস্তকচ্ছেদন কবিলেন এবং মস্তক হইতে নিঃসৃত 'বক্ত' ঐ পাত্রটি পূর্ণ কবিলেন। বক্তশ্রোত থামিয়া গেলে তাঁহারা স্ফটন্ত তৈলপূর্ণ একটি পাত্রে ঐ বক্ত ঢালিয়া দিলেন এবং একটি হাত দ্বাবা ক্রমাগত নাড়িয়া তৈল ও বক্ত সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত কবিয়া ফেলিলেন। আশ্চর্য্যেব বিষয় বলিব কি, তৎপরে তাঁহা ভ্রাতাব মস্তকটি লইয়া দেহের সহিত যুক্ত কবিয়া উপরোক্ত মিশ্রিত পদার্থ দ্বাবা যুক্তস্থান জোরের সহিত মর্দন কবিতো লাগিলেন। মর্দন শেষ হইলে ভ্রাতাকে এই অবস্থায় রাখিয়া দ্বাব বন্ধ করিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন তিন দিন পব তাঁহা আসিয়া আমাকে কাবাগৃহ হইতে মুক্ত কবিয়া বলিলেন, যে কার্য্যেব জন্য আমরা বন্দী হইয়াছিলাম, তাহা আমাব ভ্রাতাব নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহা মাটিব নীচে একটি স্থানের প্রবেশ-দ্বাব আমাকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন যে এই স্থানে অগণিত রত্ন ও স্বর্ণ আছে। আমি ইচ্ছা কবিলে এই স্থানে নামিয়া রত্নবাশি লইতে পাবি। প্রথমতঃ আমি তাঁহাদের কথা অবিশ্বাস কবিয়া ভাবিলাম যে, তাঁহারা আমাকে আবার কোন্ বিপদের মুখে প্রেরণ কবিতোছেন। কিন্তু তাঁহাদের একান্ত ও সাগ্রহ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, তাঁহাদের প্রস্তাবে সন্মত হইতে বাধ্য হইলাম। আমি গহ্বরের

মৰ্য্যে প্ৰবেশ কৰিলাম এবং পঞ্চাশটি বাপ অবতৰণ কৰিয়া চাৰিটি প্ৰকোষ্ঠ
দখিতে পাইলাম। অতিশয় বিষয়েৰ সহিত দেখিলাম যে, প্ৰথম
প্ৰকোষ্ঠে আমাৰ নাতা স্তম্ভদেহে বসিয়া আছেন। তিনি পটুগীজদিগৰ
বসন পৰিধান কৰিগাছেন, মন্ত্ৰক মণি মুক্তা সমগ্ৰিত টুপী, গাম্বদেশে
হীৰাখচিত তৰবার এব মণি মুক্তা শোভিত যষ্টি বহিয়াছে।
আশ্চৰ্য্যৰ বিষয় যে তিনি আমাকে দেখিগাই ঘৃণা উপেক্ষাৰ সহি-
মতা বিৰা-বা গাইলেন। আমাৰ প্ৰতি বাহাৰ এই প্ৰকাৰ বিৰূপভাব
দৰ্শন পাবয়া আমি নিশাশ্ৰুত হইলাম, আমাৰ শৰীৰেৰ মজ্জা বেন জল
হইয়া গেল। আমি তৎপৰে সাহস কৰিয়া দ্বিতীয় প্ৰকোষ্ঠৰ মৰ্য্যে গমন
কৰিয়া দেখিলাম যে, এহ স্থানে বাশি বাশি হাবক, চুনা, মুক্তা, মৰকত
এব অন্যান্য বহুবিধ অপৰ্য্যাপ্তকপে চতুদ্দিকে বিক্ষিপ্ত বহিয়াছে।
তৃতীয় প্ৰকোষ্ঠ অগণিত স্বৰ্ণবাশি এবং চতুৰ্থ প্ৰকোষ্ঠ বৌপ্যবাশিতে
পূৰ্ণ হইয়া আছে। এই সকল বিভিন্ন প্ৰকাৰ বহুৰে মৰ্য্যে আমি কোনটি
লইব তাহা বুঝিয়া উঠিতে পাবিলাম না। অবশেষে স্থিৰ কৰিলাম
যে, একটি হাবক একতাল স্বৰ্ণ অপেক্ষা মূল্যবান সুতলা আমি
হাবক লইব মনে কৰিয়া যেমন তাহা সংগ্ৰহ কৰিবাব জন্য হস্ত
প্ৰসাৰিত কৰিলাম, অমনি অন্তৰীক্ষ হইতে এমন এক দাৰুণ
আঘাত পাইলাম যে, সে স্থানে দাঁড়াইতে পাবিলাম না। পলায়ন
কৰিবাব সময় দ্বিতীয় প্ৰকোষ্ঠেৰ সম্মুখ দিয়া যাইবাব কালে আমাৰ
ভাতাকে সেই গৃহে দেখিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই গৃহ হইতে
বাহিৰ হইয়া তৰবারি দ্বাৰা আমাকে ভীষণৰূপে আঘাত কৰিলেন।
আমি এই আঘাত এড়াইবাব জন্য বহু চেষ্টা কৰিয়াছিলাম, কিন্তু
কৃতকাৰ্য্য হইতে পাবি নাই, পবন্ত আমাৰ দক্ষিণ হস্ত স্বৰ্গদেশ হইতে
বিচ্যুত হইল। এই প্ৰকাৰে আহত হইয়া আমি নিদাৰুণ ভয় ও

বিশ্বয়ে অভিজ্ঞত হইয়া প্রবেশ-পথের দিকে দৌড়িলাম এবং উপরে উঠিয়া পড়িলাম। এই স্থানে পূর্ব বর্ণিত পটুগীজ ডাক্তার ও তাঁহার সহকারীদিগকে দেখিলাম। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন নীচে গিয়া আমার হস্তখানি লইয়া আসিলেন এবং চুণ, সুরকি দ্বারা গহ্বরের মুখ বন্ধ করিয়া পটুগীজ শাসনকর্তার নিকট আমাকে লইয়া গেলেন। এতক্ষণ আমার কর্তিত স্থান হইতে প্রবলবেগে রক্তধারা নির্গত হইতেছিল। আমি শাসনকর্তার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র, শত শত নরনারী এবং বালক বালিকা তাঁহার গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ঔষুক্য সহকারে আমাকে দেখিতে লাগিল। শাসনকর্তা পূর্বকথিত ডাক্তারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিয়া আহত স্থানে একটি ঔষধ লাগাইবামাত্র উহা সম্পূর্ণরূপে জুড়িয়া গেল এবং ঘা শুকাইয়া গেল। শাসনকর্তা ক্ষতিপূরণস্বরূপ আমাকে নয় হাজার নয় শত টাকা, রত্নখচিত সাজসজ্জা-বিশিষ্ট একটি অশ্ব এবং একদল কৃতদাস-দাসী উপহার প্রদান করিলেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহারা আমার উপকার সাধন করিবেন তাহাও বলিলেন। তৎপরে তাঁহারা আমাকে বিদায় দিলেন। ডাক্তারের ঔষধে আমার আহত স্থান এরূপ নিদোষরূপে আরাম হইল যে, এক্ষণে আমাকে দেখিলে লোকে মনে করিবে যে, আমি জন্মাবধি এইরূপ হস্তবিহীন। একমাস পরে আমি আর এক জাহাজে আরোহণ করিয়া আমার গন্তব্য স্থানে গমন করিলাম।” *

পটুগীজগণ যাহু বিজ্ঞান পারদর্শী। উপরোক্ত ঘটনা যাহুবিজ্ঞানসম্বৃত বলিয়া আমি মনে করি। বঙ্গদেশীয় ঐন্দ্রজালিকগণও এই বিজ্ঞান অভিজ্ঞ।

* এই গল্পটি আরব্য উপক্ৰাসের সিদ্ধবাদ বলিকের গল্পের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে।

মাণ্ডো দুর্গের ইতিহাস

সমগ্র হিন্দুস্থানেব মধ্যে মাণ্ডো দুর্গ স্তবিখ্যাত। নিম্নলিখিত বিস্ময়-জনক ঘটনা হইতে এই দুর্গেব উৎপত্তিৰ বিষয় জানা যাইবে।

হিন্দুস্থানেব কোনো নগৰেব একজন দৰিদ্ৰ অধিবাসী প্রত্যহ নিকটবর্তী জঙ্গলপূৰ্ণ পৰ্বতে কুঠাব লইয়া কাঠ কাটিতে যাইত। এই কাঠ কাটিয়া সে যাহা উপার্জন কৰিত, শুদ্ধাবাই তাহার সংসাৰ চলিয়া যাইত। মধ্যে মধ্যে এই কুঠাৰ মেবামত এং তীক্ষ্ণ কৰিবাব জন্য সে তাহা কৰ্ম্মকাৰেব বাড়ী লইয়া যাইত। একদিন কাঠবিয়া যখন কাঠ কাটিতেছিল, তখন তাহাব কুঠাব এক প্রস্তবেৰ গাৰস্পৰ্শ কৰে। যে কোনো বস্তু ইহাব সংসৰ্গে আসিত, তাহা স্বৰ্গে পৰিণত কৰাই এই প্রস্তবেব গুণ ছিল। প্ৰস্তব স্পৰ্শ কৰিবামাত্ৰ কুঠাব স্বৰ্গময় হইয়া গেল। কাঠবিয়া তাহা বুঝিতে না পাবিয়া কৰ্ম্মকাৰকে বলিল, “তুমি এ কি কৰিয়াছ ? আমাব জীবনোপায়স্বৰূপ এই কুঠাবেব ধাৰ তো একেবাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অবিকল্প ইহা তামায় পৰিণত কৰিয়া দিয়াছ।” কৰ্ম্মকাৰ কাঠবিয়া অপেক্ষা বুদ্ধিমান সে সকল রহস্য বুঝিল। সে কাঠবিয়াকে বলিল, ‘এই কুঠাব আমাকে প্রদান কৰিলে আমি তোমাকে এক নতন কুঠাৰ অৰ্পণ কৰিব। কিন্তু যে প্রস্তব তোমাব কুঠাব নষ্ট কৰিয়াছে, অগ্ৰে তাহা আমাকে দেখাও।’ নিৰোধ কাঠবিয়া তৎক্ষণাত তাহাৰ সেই স্থানে লইয়া গেল এং প্রস্তবটি দেখাইয়া দিল। কৰ্ম্মকাৰ আনন্দেৰ সহিত তাহা বহন কৰিবা নিজেব গৃহে গঠিয়া গেল। এং স্ত্রী পুত্র কাহাকেও প্রস্তবেব তত্ত্ব না বলিয়া ইহা তাহা হিন্দুস্থান অন্ধ কৰিয়া

বাথিল এবং কাঠুরিয়াকে এক নতুন কুঠাব প্রদান কবিয়া বিদায় দিল। তৎপরে এই সৌভাগ্যবান কাম্বকার তাহার নিকটে যত লৌহ ছিল সব স্থানে পবিণত করিতে লাগিল। ক্রমে সে একটি বিশাল অট্টালিকা প্রস্তুত করিল। বাৎসবিক ৬ হাজার হইতে ৯ হাজার টাকা বেতনে বহু সমব-বিছা-নিপুণ যোদ্ধা নিযুক্ত কবিল। অধীন কাম্বচারীবর্গের প্রতি তাহাব দয়া এবং দানের কথা পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়াতে পৃথিবীর নানা স্থানের বীর ও স্ত্রীবর্গ তাহাব নিকট আসিয়া একত্র হইলেন। সে সকলকেই সমাদরে অভ্যর্থনা কবিয়া আপন গৃহে স্থান দিল। তাহাব যে ভাণ্ডার সঞ্চিত ছিল, তাহা হইতে অনায়াসে এই বিপুল ব্যয় নিব্বাহ হইতে লাগিল। এই অক্ষয় বহু ভাণ্ডারকে, স্বদৃঢ় স্থানে নিরাপদে রক্ষা কবিবাব জন্ত সে অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িল এবং তদনুরূপ স্থান অন্বেষণ কবিতে লাগিল। বহু অনুসন্ধানের পর অভ্রভেদী পর্বত-বেষ্টিত একটি বিস্তৃত উপত্যকা দেখিতে পাইয়া সে ইহা সমব-বিছা অনুসারে গড়বন্দি করিতে দৃঢ়প্রজ্ঞ হইল। তৎপরে আব কালব্যয় না করিয়া সে কুড়ি হাজার মিস্ত্রি লইয়া একদিকে কার্য আরম্ভ করিল এবং তাহাব পুত্র আর কুড়ি হাজার মিস্ত্রি লইয়া বিপবীত দিক হইতে কার্য আরম্ভ কবিয়া দিল। এই প্রকার কার্য করিতে করিতে ত্রিশ বৎসর পবে পিতা পুত্র একস্থানে মিলিত হইল। এই দুর্গের বেড় ৪২ মাইল এবং ইহা প্রস্তুত করিতে এত অর্থ ব্যয় হইয়াছিল যে তাহা গণনা করা মানবেব অসাধ্য। এই দুর্গেব দশটি সিংহদ্বার এবং চারি দিকে চারিটি নির্গম-দ্বার প্রস্তুত হইল। পর্বতোপরি স্থাপিত প্রত্যেক সিংহদ্বার হইতে পর্বতের সামুদ্রিক পর্য্যন্ত ৫০ হাজার ধাপ ছিল। দুর্গের মধ্যে এক বিশাল উচ্চ মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। এই মসজিদেব মধ্যে এক হাজার প্রকোষ্ঠ ছিল এবং প্রতি শুক্রবারের উপা-

সন্যাস জন্ত প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে বেদী নিশ্চিত হইয়াছিল। এই প্রকাণ্ড হুর্গেব মধ্যে প্রকাশ উপাসনার দিন বিপুল জনসমাগম হইত এবং হাজাব প্রকোষ্ঠই মনুষ্যে পূর্ণ হইয়া যাইত। মসজিদেব সমান্তবাল ভাবে একটি বৃহৎ অতিথিশালা এবং কর্মকারেব পরিবারবর্গের সমাধির জন্ত একটি উচ্চ গোলঘব নিশ্চিত হইয়াছিল। এই গোল ঘবেব অভ্যন্তরে গবম জলের চারি ফোয়াবা কবা হইয়াছিল। ফোয়াবা হইতে ফোঁটা ফোঁটা কবিয়া যেদ্রব্য নিগত হইত তাহা ক্রমশঃ একত্র হইয়া বাশাকৃত প্রস্তরে পবিণত হইত। ইহা সর্বোৎকৃষ্ট মন্মথপ্রস্তর অপেক্ষাও দৃঢ় এবং উৎকৃষ্ট ছিল। কর্মকারেব আত্মীয় স্বজনেব সমাধিব জন্ত ইহা বক্ষিত হইত। এই জাঁকালো উপাসনালয় নিশ্চিত এবং ইহাব চতুর্দিকস্থ প্রদেশ কর্মকাব কর্তৃক অধিকৃত হইলে বুরহানপুরেব বাজার পুত্রেব সহিত তাহাব কন্যাব পাণিগ্রহণার্থ বুরহানপুরেব বাজাব দূত কর্মকারের নিকট উপস্থিত হইল। কর্মকার এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া কন্যার সাজসজ্জা এবং যাত্রার আয়োজন কবিত্তে ব্যাপ্ত হইল। তৎপরে সে কন্যাকে দূতের হস্তে অর্পণ কবিল। যাত্রাব প্রাক্কালে পরশ পাথবেব একখণ্ড স্বর্ণখচিত বস্ত্রে বাঁধিয়া কর্মকাব তাহা কন্যাব পাঙ্কীর মধ্যে রাখিয়া বলিল যে, সে যেন রাজাকে বলে যে বিদায়ের সময় তাহাব পিতা তাহাকে এই উপহাব প্রদান কবিয়াছেন। ইহা দেখিতে সামান্য বটে কিন্তু তাহাব পিতা ইহাব পরিবর্তে দুই লক্ষ টাকা পাইলেও ইহা পরিত্যাগ কবিতেন না, কেবল কন্যার প্রতি স্নেহবশতই তিনি ইহা তাহাকে প্রদান কবিয়াছেন। তৎপরে কর্মকার এই প্রস্তরের গুণ কন্যাকে বুঝাইয়া দিল। সে মনে করিয়াছিল যে বুরহানপুরেব রাজা ইহা হইতেই প্রস্তরের অসাধারণ গুণ বুঝিতে পারিবেন। দূতের সমভিব্যাহারে মাগৌর রাজকুমারী বহু অল্পচর

লইয়া তাপ্তীনদীর তীরে অবস্থিত বুৰহানপুর নগরে যাত্রা করিল। চারিদিনেব পৰে তাহাবা নৰ্মদা নদীৰ তীরে উপস্থিত হইল। এই স্থানে বুৰহানপুরেব বাজা বহু সম্ভ্রান্ত বংশায় কস্মচাৰিগণসহ কন্যাব অভ্যর্থনাব জন্য অপেক্ষা কৰিতেছিলে। কন্যাকে স্বৰ্ণ এবং স্তম্ভজিত অশ্ব অৰ্পণ কৰিয়া তাহাকে সমাবোহেৰ সহিত অভ্যর্থনা কৰিলেন। বিস্তৃত রাজা বাজবধুব উপযুক্ত বোনো প্রবাব জাকজমক এবং বহুমূল্য মৌতুক না দেখিয়া বিক্ষিপ্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন যে, ভবিষ্যতে সম্ভবত কন্তাব পিতা এই অভাব পূৰ্ণ কৰিয়া দিবেন।

কস্মচাবেব কন্তা বুৰহানপুরেব বাজাকে বলিল যে, পিতৃগৃহ হইতে বিদায়ের কালে তাহাব পিতা তাহাকে স্বৰ্ণখচিত বস্ত্ৰেব এবং থলিয়া দিয়াছেন, ইহাব ভিতৰ এক খানি প্রস্তব আছে। তাহাব মূল্য একশত পবগণাব রাজস্বেব তুল্য। পিতা কন্তাকে বলিয়া দিয়াছিল যে, বুৰহানপুরেব বাজা তাহাব অলঙ্কার এবং অস্ত্রাশ্ব বাজকীয় উপহাবেব বিষয় প্রশ্ন কৰিলে তাঁহাকে এই থলিয়াটি উপহাব দিবে। পিতাব আদেশানুসারে কন্তা বুৰহানপুরেব বাজাব পদতলে স্বৰ্ণখচিত থলিয বাখিল। তিনি ইহা থলিয়া প্রস্তব দেখিতে পাইলেন। অত্ৰ কোনো বস্তু না দেখিয়া অতিশয় বিবস্ত হইয়া তিনি প্রস্তব খানি নদীৰ জলে নিক্ষেপ কৰিলেন। তিনি মনে কৰিলেন, কন্তাব পিতা প্রস্তব উপহাব দিয়া তাঁহাব অবমাননা কৰিয়াছেন। তিনি ক্ৰোধভৰে সেই স্থান হইতেই রাজকুমারীকে তাহাব পিতৃসমীপে মাণ্ডো নগরে পাঠাইয়া দিলেন। মাণ্ডো-অধিপতি কন্তাব অপমানে ক্রুদ্ধ না হইয়া বুৰহানপুরেব বাজাকে এই মন্ত্ৰে এক পত্ৰ লিখিল :—

“আমাব কন্তাব দ্বাবা আপনাব নিকট যে দ্রব্য পাঠাইয়াছিলাম
“আপনি তাহাব মূল্য বুঝিলেন না। যে দ্রব্য প্রতিদিন আপনাব গৃহে

রাশি রাশি স্বর্ণ উৎপাদন কবিত্তে পাবিত, আপনি কি নিবুদ্ধিতা করিয়া নর্যদা নদীতে তাহা নিক্ষেপ করিয়াছেন ? তাহা উদ্ধাব করিবাব আর উপায় নাই।” পত্ন পাইয়া বুঝানপুন্নের বাজা হুংথে এবং অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি শত শত লোক নিযুক্ত কবিয়া নদীৰ তলদেশ অন্বেষণ কবাইলেন কিন্তু সেই বহুমূল্য প্রস্তর আব পাওয়া গেল না।

ইহাব বহুদিন পবে আত্মাব পিতা আকবব বুঝানপুন্নের তখনকার রাজাব বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। সৈন্তদলের সহিত যে সকল হস্তী ছিল, তাহাদেব একটিব পাদদেশে একটা বৃহৎ লৌহ-শৃঙ্খল ছিল।’ নন্দা নদী পার হইয়া অপর পাবে পৌছিবাব পব দেখা গেল যে হস্তীর পায়ের লৌহ শৃঙ্খল স্বর্ণ শৃঙ্খলে পবিণত হইয়াছে। নদী পার হইবাব সময় লৌহ শৃঙ্খলটি কখন যে সেই রহস্তময় হাবানো প্রস্তবেব সংস্পর্শে আসিয়াছিল তাহা কেহই বুঝিতে পাবে নাই। এই অপূর্ব ঘটনাব কথা তৎক্ষণাৎ পিতাকে জ্ঞাত করানো হইয়াছিল। তিনি নদীর তলদেশ অন্বেষণ করিবাব জন্ত বহু লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদের চেষ্টা বিফল হইয়াছিল।

মাণ্ডো দুর্গ অতিশয় সূদূত হইলেও ছবমাস অবরোধের পব পিতা ইহা অধিকার কবেন। এই দুর্গ অধিকার কবিয়া পিতা ইহাব সিংহদ্বার দুর্গ প্রাচীর প্রভৃতি ধ্বংস কবিত্তে আদেশ প্রদান করেন। কারণ এই দুর্গম গিরিদুর্গে অবস্থান করিয়া অনেক বিদ্রোহী প্রজা সম্রাটের বিরুদ্ধে সফলতাব সহিত সংগ্রাম করিত। মাণ্ডো দুর্গ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও ইহার সন্নিকটবর্তী প্রদেশ সমূহ পূর্বের তায়ই সমৃদ্ধিশালী রহিল। দক্ষিণাত্যেব বিদ্রোহী বাজাদিগকে দমন করিবাব জন্ত আমি যখন তথায় গমন কবি, তখন এই স্থানেব নিকট দিয়া আমাকে যাইতে হইয়াছিল।

আমি, এই ধ্বংসপ্রাপ্ত বিশাল দুর্গ পর্য্যবেক্ষণ কবিবার জন্ত ইহাব এক দিকে আরোহণ করিয়াছিলাম। সমুদয় স্থানটি পর্য্যবেক্ষণ কবিয়া আমি এই স্থানের নিশ্চল জলবায়ু এবং স্বাস্থ্যকাবিতা উপলব্ধি কবিয়া এতদূর প্রীত হইয়াছিলাম যে, নগরের উদ্ধাব সাধনে দৃঢ়সংকল্প হইলাম। আমি তৎক্ষণাৎ এই ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরে সুদৃশ্য এবং বিশাল অট্টালিকা সমূহ নির্মাণ কবিত্তে আদেশ দিলাম। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই কায্য সমাধা হইয়া গেল। আমি এই নগরে এক বৎসর বাস করিয়া ইহাকে কতকগুলি সুন্দর উদ্যান, মনোহর নির্ঝর প্রভৃতি দ্বারা পরিশোভিত করিলাম। আমার সভাষদগণ আমাব দৃষ্টান্ত অমুসরণ করিয়া নগরের সর্বস্থানে শোভন উদ্যান এবং বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ কবাইলেন।

দাক্ষিণাত্যের রাজাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন

আমার প্রিয়পুত্র খুবম, আদেলখাঁ এবং দাক্ষিণাত্যের রাজাদিগের সহিত যে সন্ধি স্থাপন করে, তদ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হয় যে, সেই সমৃদ্ধিশালী এবং সর্বোৎকৃষ্ট প্রদেশ সমূহ এবং পত্তন নগর * আমার কৰ্মচাৰীদিগের অধীনে থাকিবে। পত্তন নগর স্বর্ণখচিত বস্ত্রের জন্ম বিখ্যাত, ভারত-বর্ষের কোনো স্থানেই এই প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয় না। পিতা সৰ্বদাই বলিতেন যে এই নগরটি তাঁহার অধিকাবে আসিলে তিনি ইহার চতুর্দিকে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের দেওয়াল নির্মাণ কবাইয়া ইহাকে সুশোভিত করিবেন। বস্তুতঃ এই স্থানটি সৰ্ব্বাপেক্ষা জাঁকজমকশালী ও মূল্যবান বেষ্টনীর অল্পপযুক্ত নহে। উপরোক্ত সন্ধি অনুসারে হোসেন নিজাম সার রাজধানী আহমেদনগর, বেরার প্রদেশ এবং খানপুর জেলা আমার অধিকারে আসে। খানপুর জেলার প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোহর এবং ইহার স্বাস্থ্যও উত্তম। বেরার প্রদেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গমন করিতে হইলে একমাস সময় লাগে। এই প্রদেশে বহু সমৃদ্ধিশালী নগর এবং অসংখ্য সম্ভ্রান্ত লোকের বসতি আছে। এই সন্ধি অনুসারে উপরোক্ত প্রদেশ ব্যতীত চারিশত বৃহদাকার এবং সাহসী হস্তী আমার স্বাধিকারভুক্ত হয়। এই সমুদয় হস্তী স্বর্ণনির্মিত গাত্রাবরণ, শৃঙ্খল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা দ্বারা পরিশোভিত ছিল। প্রতি হস্তীতে ৭০ সের স্বর্ণ ছিল। হস্তীদিগের মখমলের গাত্রাবরণে

* অনহলওয়ারা পত্তনের রাজা এই নগরটি স্থাপন করেন। ইহার নাম সিদপুর পত্তন। এই ছটি নগরই সরস্বতী নদীৰ তীবে অবস্থিত।

মুক্তাখচিত নানা প্রকার জীবের চিত্র অঙ্কিত ছিল। অধীনতাৰ চিত্র স্বরূপ এই স্থানের অধিবাসীরা এই সময়ে তিনটি মুক্তাব মালা আমাকে উপহাৰস্বরূপ প্রেৰণ কৰিয়াছিল। প্রতি মালাৰ মূল্য ৬০ হাজাৰ টাকা। এতদ্ব্যতীত তাহারা হীৰক, চুনী মরকত প্রভৃতি সৰ্ব প্রকারেব বহু এবং অগ্ৰাণ্ণ বহু মূল্য দ্রব্যসম্ভার আমাকে পাঠাইয়াছিল আমাৰ কোষাগাৰ এবং পৰিচ্ছদাগাৰ অসংখ্য দ্রব্যে পরিপূৰ্ণ হইয় উঠিয়াছিল, তাহাৰ সবিশেষ বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। থুরমেব অম্লবোধে আমি পবাজিত বাজাদিগের অপরাধ মার্জনা কবিত্ব তাহাদিগকে কয়েকটি জেলা প্রত্যাৰ্পণ কবিতাম। আমি স্বভাবতঃই অপরাধীদিগেব ক্রটি ক্ষমা কবিত্ব তাহাদিগের সহিত মিলন প্রয়াসী। স্বল্পতঃ বিজিত প্রদেশেব অধিকাংশ অংশই আমি তাহাদিগকে প্রদান কবিতাম। কেবল বিজিত প্রদেশেব মুদ্রা আমাৰ নামে প্রচলিত কবিতাম এবং বেদী হইতে ধৰ্মোপদেশ প্রদান কবিতাব ভাব আমার কল্পচাৰী দিগেব উপব রক্ষিত হইল। খাঁ খানকে অপৰিমিত ক্ষমতা প্রদান কবিত্ব বিজিত প্রদেশেৰ শাসনকর্তা নিযুক্ত কবিতাম। বহুদিন হইতে আমি তাঁহাকে আমাৰ পত্র কিংবা দ্রাব হ্রায জ্ঞান কবি।

সঙ্গীতভেত্তর সম্মান

বুরহানপুর হইতে যখন সুলতান খবর আমাব সহিত সাক্ষাৎ কবিত্তে আসে তখন সে ওস্তাদ মহম্মদনেই নামে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশাস্ত্রবিশাবদ এবং মনোহর বংশীবাদককে সঙ্গে লইয়া আসে। সে আমাব সহিত তাহাব পরিচয় কবাইয়া দিয়া বলিল যে এই সঙ্গীতবিদ আমার নামে এক নতুন রাগিণী * সৃষ্টি কবিয়াছেন। দেখিলাম তিনি বংশীবাদনে অতুলনীয়। বাস্তবিক যখন তিনি আমার সম্মুখে তাঁহার নিপুণতা প্রদর্শন কবিত্তেছিলেন তখন এই যন্ত্রের উপর তাঁহার অসামান্য অধিকার দেখিয়া বিস্মিত হইলাম তাঁহার বংশীব বিনোদ নিঃস্বনে এতদূর বিমোহিত হইলাম যে আমি তৎক্ষণাৎ একটি দাঁড়িপাল্লা আনিতে আদেশ দিলাম। এই দাঁড়িপাল্লায় স্বর্ণ ছাবা তাঁহাকে ওজন করিয়া তাঁহাব ওজনের সম পবিমাণ স্বর্ণ তাঁহাকে প্রদান করিয়া পুরস্কৃত করিব স্থির কবিলাম। আমাব এই সবল অবগত হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আমাব নিকট হইতে প্রস্থান কবিলেন এবং পবক্ষণেই একহস্তে একটি সঙ্গীতের কাগজ এবং অপর হস্তে ছয়বর্ষ বয়স্ক একটি ক্ষুদ্র বালিকাকে লইয়া আমাব সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি বলিলেন যে যখন তিনি আমাব নামের রাগিণী সৃষ্টি কবেন, তখন এই কণ্ঠা তাঁহাব ক্রোড়ে ছিল, এই কাবণে কণ্ঠাও তাঁহাব পুৰস্কারের অংশী। আমি ইহা শ্রবণ কবিয়া তাঁহাব বাক্যে সম্মতি প্রদান কবিয়া তাঁহাকে ওজন কবিত্তে আদেশ দিলাম। তাঁহার ওজন ৭০ সেব স্বর্ণের তুল্য হইল। আমি

* সৌরত ই জাহাঙ্গীরী।

ইহা তাঁহাকে প্রদান করিতে বলিলাম এবং তাঁহাকে দ্বিতীয়বার ওজন করিয়া ঐ পরিমাণ স্বর্ণ তাঁহাব কন্ডাকে উপহার দিলাম। কিন্তু সেই লোকটি এমন ছদ্মনীয লোভের বশীভূত যে, এত স্বর্ণ লাভ কবিয়াও তাঁহার বাসনা কমিল না। তিনি কোষাধ্যক্ষদিগের সহিত স্বর্ণের ওজন লইয়া গোলযোগ আরম্ভ কবিয়া দিলেন। ইহাতে আমার প্রতি তাঁহাব অশ্রদ্ধা প্রকাশ পাওয়াতে আমি তাঁহাকে আমার সভা হইতে দূরীভূত করিয়া দিলাম। লোকটি এত উদ্ধত যে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার অগ্রেও তিনি আমার নিকট হইতে প্রত্যহ এক উষ্ট্র বোঝাই জলের দাবী কবেন। এই লোকটি বহু সদৃশ্যে ভুষিত ছিলেন কিন্তু লোভেব জগ্গ সব হারাইলেন। দেশের শাসনভার যাহা-দিগেব উপব অর্পিত আছে, তাহাদিগকে সম্মান ও শ্রদ্ধা না কবা মানবেব দোষাবলীষ মধ্যে অন্যতম। উপরোক্ত সঙ্গীতবিদকে দূরীভূত করিবার পর অবগত হইলাম যে, ইতঃপূর্বে তাঁহার নিবৃদ্ধিতা এতৎ অদম্য আকাঙ্ক্ষার জগ্গ আদেল খাঁ তাঁহাকে তাহার বাজধানী হইতে বহিষ্কৃত কবিয়া দেন। মাণ্ডৌ দুর্গে আমার দরবাবেব অবস্থিতিকালে সংবাদ পাইলাম যে, মির্জা রস্তম ৬ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ঋণ করিয়াছেন এবং এই ঋণের জগ্গ তাহাব উত্তমর্গগণ তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। মির্জা রস্তম ৫ হাজার অশ্বাবোহী সৈন্তেব অধিনায়ক-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বৎসরে ৩২ লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়া থাকেন, এতদ্ব্যতীত, আমার দানশীলতার জগ্গ অনেক উপহারও প্রাপ্ত হন। সুতরাং অপবিমিত ব্যয় কিংবা বিশৃঙ্খল সাংসারিক বন্দোবস্তের জগ্গই যে তাঁহার এত টাকা ঋণ হইয়াছে তাহা উপলব্ধি করিলাম এবং ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, তিনি কখনো এই ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হইবেন না। মির্জা রস্তম যে কখনো গায়ক বা

এই শ্রেণীর লোকদিগের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, তাহাও নির্দ্ধারিত করিতে পারিলাম না ; সুতরাং বুঝিতে পারিলাম যে, কর্মচারীবৃন্দকে অত্যধিক প্রশ্রয় দেওয়াতে তাহারাই এই টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। এবশ্বিধ ঋণভারে প্রপীড়িত হইতে থাকিলে মির্জা রস্তুমের সমুদয় উৎসাহ এবং কার্যক্ষমতা হ্রাস পাইবে বিবেচনা করিয়া আমি উত্তমর্ণদিগকে আমার নিকট আহ্বান করাইয়া তাঁহার সমুদয় ঋণ পরিশোধ করিয়া দিলাম। চতুর্দিকে ঘোষণা করিয়া দিলাম, ভবিষ্যতে যে কেহ মির্জা বস্তুমকে ঋণ প্রদান করিবে তাহাকে জরিমানাস্বরূপ সেই পরিমাণ টাকা প্রদান করিতে হইবে।

গুজরাট যাত্রা

বহুদিন গুজরাট প্রদেশ পরিদর্শন না করাতে আমি তথায় গমন কবিতে ইচ্ছুক হইয়া যাত্রাব আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলাম। সমুদয় বন্দোবস্ত শেষ হইলে আমি মাণ্ডৌ পরিত্যাগ করিয়া তদভিমুখে গমন কবিলাম। আমাব পিতা যখন এই প্রদেশ অধিকার কবেন তখন তিনি সভাষদদিগকে ইহার সীমান্ত দেশের প্রত্যেক প্রধান স্থানে রমণীয় পুষ্পোদ্যান-সমন্বিত স্বৰ্ণময় প্রাসাদ, বিশ্রামাগার ও ক্রীড়াস্থল নিৰ্ম্মাণ কবিতে আদেশ প্রদান কবেন। আমি গুজরাট প্রদেশের রাজধানীতে উপনীত হইয়া আহমেদাবাদের নিকটবর্তী থা খানের উদ্যানবাটিকায় বিশ্রামার্থ তাঁবু স্থাপন করিলাম। এই সম্ভ্রান্ত আমিবেব কস্তা খেউর-উল-নেসা বেগম এক্ষণে আমার অন্তঃপুরে অবস্থিতি কবিতেছেন। তিনি আমার সেবা করিবার জন্ত তাঁহাব পিতার উদ্যানবাটিকায় আমাকে কয়েকদিনের জন্ত বাস কবিতে অনুবোধ কবিলেন এবং আমার সাদব অভ্যর্থনা ও চিত্তবিনোদনের জন্ত সমুদয় বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাব সাগ্রহ ও সন্মুখ অনুবোধ প্রত্যাখ্যান কবিতে না পারিয়া আমি তথায় অবস্থিতি কবিতে লাগিলাম। এই সময় শীতকাল ছিল। শীতের প্রাবল্যে বৃক্ষ লতা ও গুল্ম, পত্র ও পুষ্পবিহীন হইয়া পড়িয়া ছিল। খেউর-উল-নেসা বেগম চাবি শত শিল্পীর সাহায্যে উদ্যানটিকে এ প্রকাবে স্তম্ভোদ্ভিত কবিলেন যে, আমি তাহাব মনোহর শোভা দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। যে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম পাঁচ দিন পূর্বে পত্র পুষ্প বিহীন ও শুষ্ক দেখিয়াছিলাম। তাহা এক্ষণে ফুলে, কলে ও সবুজ পত্রে

সজ্জিত হইয়াছে দেখিয়া বিমোহিত হইলাম। নানা প্রকার রঙীন কাগজ ও মোম দ্বারা ইহাদিগকে বসন্ত ও গ্রীষ্মকালের ত্রায় শোভমান করা হইয়াছে। শিল্পিগণ উত্থানে কমলালেবু, লেবু, পিচ, বাদাম ও আপেল-বৃক্ষ এবং নানা প্রকার পুষ্পবৃক্ষ প্রস্তুত করিয়াছে দেখিলাম। এ প্রকার নিপুণতার সহিত তাহারা এই সকল কৃত্রিম ফল ও পুষ্প নির্মাণ করিয়াছে যে, উত্থানে প্রবেশ করিয়াই আমি প্রকৃত মনে করিয়া ফল ও পুষ্প তুলিতে উদ্বৃত্ত হইলাম এবং তখন যে বসন্তকাল নহে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলাম। গাঢ় সবুজ বর্ণের মথমলের তাঁবু ও সামিয়ানা উত্থানের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। গোলাপ এবং অত্যাশ্চর্য বিচিত্র বর্ণের পুষ্পের সহিত ঘাস ও তাঁবুর বর্ণের একরূপ অপূর্ব সমাবেশ হইয়াছে যে, তাহা আমার মনে এক মনোবম ও স্নিগ্ধ ভাবের সঞ্চার করিল। নানা প্রকার বর্ণের এ প্রকার মনোহর সংমিশ্রণ আমি কোনো স্থানেই দেখি নাই। এই মনোমুগ্ধকর ও অতীন্দ্রিয় স্থানে আমি তিন দিন বাস করিতে অল্পমতি পাইয়াছিলাম। এই তিন দিনের মধ্যে বেগম আমাদিগকে নানা প্রকার স্বাস্থ্য খাদ্য দ্রব্যে পরিতুষ্ট করিয়া আমার সাহিত যে চারিশত মহিলা ছিলেন, তাহাদিগের প্রত্যেককে খোবাসানের নির্মিত এক একখানি স্বর্ণখচিত বস্ত্র ও বহু মূল্যবান, কারুকার্যশোভিত স্তম্ভাক্ষি দ্রব্যাদির উপহার দিলেন। প্রত্যেকের উপহারের মূল্য ৯ হাজার ৯ শত টাকা। বেগম আমাকে মণি, মুক্তা প্রভৃতি রত্নরাজি, বহুমূল্যবান পরিচ্ছদ এবং অনেকগুলি দ্রুতগামী ও শান্ত সবল অশ্ব উপহার প্রদান করিলেন। এই সমুদয়ের মূল্য সর্বসমেত চারিলক্ষ টাকা। বেগমের উপহারেখ পরিবর্তে আমি তাঁহাকে ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের মুক্তাব মালা এবং তিন লক্ষ টাকা মূল্যের কতকগুলি টুপী উপহার দিলাম। তাঁহাব পিতা যে পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই পদ অপেক্ষা উচ্চ আর এক হাজার অশ্বা-

রোহী সৈন্তের অধিনায়ক পদ তাকে অপণ কবিলাম। পরিশেষে বলিতেছি যে আমাদের চিত্তবিনোদন ও আবাসের জন্ত ভীষণ শীতকালেও খাঁ থানের বহু এক সপ্তাহের মন্য যে কলা বৌশল বুদ্ধিমত্তা ও কার্যক্ষমতা প্রদর্শন এবং যে প্রকার অদ্ভুত নিপুণতাব সহিত সমুদয় কাব্য নিষ্পন্ন কবিয়াছিলেন তাহা কখনো একশত প্রতিভাবান ও নিপুণ পুরুষ শিল্পী দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না।

বেগম খেউব উল নেসাব উজানবাটিকা পবিত্যাগ করিয়া যখন আমি গুজবাট প্রদেশের রাজধানীতে উপনীত হইলাম তখন অপেক্ষাকৃত অশোভন ও নিকৃষ্ট অট্টালকাগুলি পিতা মহাশয়ের স্মৃতির উপযুক্ত নহে দেখিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস কবিত্তে আদেশ দিলাম এবং তৎপরিবর্তে সুবিশাল, মনোহর ও স্তূপা অট্টালিকা নির্মাণ কবিত্তে বলিলাম। আমি এই প্রদেশে পাঁচমাস কাল অবস্থিতি করিলাম। এই সময়ের মধ্যে সন্নিকটবর্তী দশনীয় স্থান সমূহ পরিদর্শন করিলাম এবং মৃগয়া কবিয়া বহু পশু শিকার করিলাম। গুজবাটের প্রধান নগর আহমেদাবাদ সমগ্র হিন্দুস্থানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুবিখ্যাত। বিদ্রোহী মির্জাগণের সমগ্র (যাহারা আমার পিতাব সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল) এই স্থানে পাঁচজন স্বাধীন নৃপতির অবস্থিতি জ্ঞাপনের জন্য পাঁচ দিক হইতে নহবত বাজিত। এই নগর এত বৃহৎ যে, ইহা চতুর্দিকে ৬১টি পল্লীদ্বারা পরিবেষ্টিত। বিস্তৃতি এবং জন সংখ্যায় প্রত্যেক পল্লী এক একটি নগরের সমান এবং পৃথক শাসনকর্তা কর্তৃক শাসিত। এই সময়ে আহমেদাবাদ নগরের বিভিন্ন রাজ্যের পাঁচহাজার মহাজনের দোকান ছিল। এই সমুদয় হইতে এই সুবিশাল নগরের সমৃদ্ধি ও বিপুলতা স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। নগরের অসংখ্য অধিবাসীর মধ্যে বহু চোব, ডাকাত এবং ছুই প্রকৃতির লোক আছে। তাহারা এইকপ পাপ কার্যে এতদূর অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে

যে, আমি তাহাদের দমনের জন্য অতিশয় কঠিন আইন সকল বিধিবদ্ধ
করা সত্ত্বেও তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতেছে না। এমন কি প্রতিদিন দুই
তিন শত ডাকাতের প্রাণদণ্ড কবিতা ছি। তথাপি তাহাদিগকে এই পাপ-
পথ হইতে নিবৃত্ত কবিত্তে সমর্থ হই নাই। ডাকাতদিগের অত্যাচারের
জন্য গুজবাটের রাস্তাসমূহ এতদূর বিপদসঙ্কুল যে, পথিকগণ এই পথে
যাতায়াত কবিত্তে নানা প্রকারে নিপীড়িত হয় ও সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকে।
তাহারা এই পথে গমনাগমন কবিত্তে এত নিগৃহীত হয়, যে একদা
বিজ্ঞানদেবীর পীঠস্থান সিবাজ নগরী কোনো অবিবাসী এই পথে
আগায় উপনীত হইয়া বলিয়াছিলেন, “মানব বন্ধে বঞ্জিত পথ দিয়া
আমি ঈশ্বরের দয়ায় জীবন লইয়া নিরাপদে এ স্থানে আসিয়া পৌছিলাম।
যাহা বা গুজরাটের এই ভয়াবহ বিপদসঙ্কুল পথে প্রাণ লইয়া
চলিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহারা নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছে
বলিতে হইবে।” গুজবাট প্রদেশেব এক প্রাপ্ত হইতে অপব
প্রাপ্তে গমন কবিত্তে হইলে এক মাস কাল অতিবাহিত হয়। ইহার
সীমান্তদেশ গভীর জঙ্গল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বত দ্বারা বেষ্টিত। লোকে
অতি কষ্টে ইহা অতিক্রম কবিত্তে সমর্থ হয়। এই জঙ্গলে বিভিন্ন
প্রকারের অসাধারণ বন্য পশু সকল বাস কবে। মাণ্ডে হইতে এই
প্রদেশে প্রবেশ কবিবার পূর্বে আমি আমার এবং সৈন্যদিগের জন্য
এই ভয়াবহ বনের ভিতর দিয়া একটি সুগম রাস্তা প্রস্তুত কবিত্তে
নৌরুদ্দিন কুলি খাঁকে আদেশ কবিত্তেছিলাম। ইহাব জন্য যত টাকা
প্রয়োজন তাহা রাজকোষ হইতে তাহাকে লইতে বলিয়াছিলাম। এই
কর্মচারী কুড়ি হাজার লোক লইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই দুর্গম
বনের ভিতরে একটি পথ প্রস্তুত কবিলেন। আমরা এই পথ দিয়া নিরা-
পদে ও স্বচ্ছন্দে গুজরাটে প্রবেশ কবিত্তেছিলাম।

সমুদ্রে দর্শন

আহমেদাবাদ হইতে সমুদতীর তিন দিনের পথ। বহুদিন হইতে আমাব অসীম সমুদ দর্শন ববিবাব প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল বলিয়া, আমি এক্ষণে কাষে উপসাগবেব তীববর্তী কাষে নগবাভিমুখে গমন কবিলাম। তথায় উপনীত হইয়া একটি উচ্চ মঞ্চ নিম্মাণ কবাইলাম। ইহা সমুদের মধ্যে এক মাইল বিস্তৃত এবং হাজাব মণ ওজনের নজব দ্বাবা ইহাকে 'দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করা হইল। এই স্থানে নৌকাতে বসিয়া আমি সাত দিন এবং সাত বাত্রি মাছ ধবিবাব আমোদ উপভোগ কবিয়াছিলাম।

উজ্জয়িনী

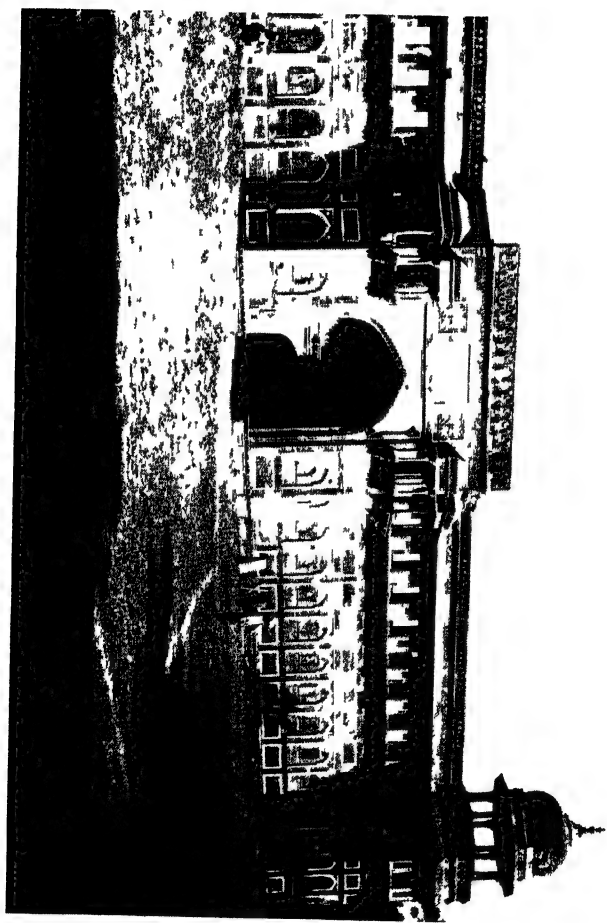
সাগর-বারিধৌত কাষে পবিত্যাগ কবিয়া আমি উজ্জয়িনী-আভিমুখে অগ্রসব হইলাম। সমগ্র হিন্দুস্থানেব মধ্যে এই নগবাটি সৰ্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই স্থানে পৌছিযা নগবেব নিকটস্থ একটি নিম্মল জলপূর্ণ ~~স্রোত~~ হ্রদের তীবে আমার বাসেব জন্ত কারুকায্যচিত্ত বৃহৎ মণ্ডপ নিম্মাণ কবাইলাম। এই হ্রদেব জল উজ্জয়িনীৰ গ্রাসাদেব পাদদেশ ধৌত করিত। ইহার নিকটবর্তী স্থানে এবং ভ্রমণ ও শিকাৰে চল্লিশ দিন ক্ষেপণ কবিলাম।

সেকেন্দ্রা বর্ণনা

উজ্জয়িনী হইতে আগ্রা প্রত্যাদত্তন করিবাব মানসে আমি সে স্থান পলিত্যাগ করলাম। আগ্রা সে সময় ভাণ্ডার মডক আরম্ভ হইয়াছিল। এই কারণে আমি এতেপুর্বে গমন ব্যবস্থা সেখানে চাৰিমাস অবাস্থিতি করলাম। আগ্রা মডকেব প্রকোপ হাস প্রাপ্ত এবং তথাকার বা নিম্নলিখিত ইল আম এতেপুর্বে ত্যাগ করিয়া গোবী নামক উদ্যান বাটিকার বাস করিতে লাগিলাম। ইহা আগ্রা সহরবহ বাহিবে অবস্থিত ছিল। আমাব পিতার বাজহের প্রমাণে এই উদ্যান তিনি নিম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাব অভ্যন্তরে চারিটি বৃহৎ পুষ্করিণী ছিল। প্রত্যেক পুষ্করিণীর তীরে স্তম্ভ ও উচ্চ মণ্ডপ ছিল। এই উদ্যানে অসংখ্যবর্ণকপে বৃহৎ বহু প্রাচীন সাহস্রপ্রস বৃক্ষ এবং নানা প্রকার ফলের বৃক্ষ ছিল। উদ্যান ত্যাগ করিয়া আগ্রা প্রবেশের পূর্বে সেকেন্দ্রা পিতার সমাধি-মন্দির দর্শন করা বর্তব্য বিবেচনা করিলাম। বহু পূর্বে সমাধির উপর যে অট্টালিকা নিম্মাণ করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এই সময়ে তাহা সম্পূর্ণ হয়। এই কার্যকার্যময় সমাধি-মন্দির দেখিতে অতিশয় মনোহর হইয়াছে। খিলানের উপর নির্মিত স্তম্ভশ্রেণী দ্বারা ইহাব চতুর্দিক পরিবেষ্টিত। এই স্তম্ভশ্রেণী দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ নির্মিত হইয়াছে। এই স্থানে আট হাজার হস্তী এবং অশ্ব একত্রে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে। সমাধি-মন্দিরের প্রধান দ্বার ত্রিশ হস্ত পরিমাণ বিস্তৃত, ইহাব উচ্চতাও ঐকপ। এই দ্বারের উপরে চারি খিলান-নির্মিত এক বৃক্ষ আছে, ইহাব উপরে

অংশ গোলাকার। সনগ্র অংশ একশত কুড়ি হস্ত উচ্চ এবং ছয়তলা বিশিষ্ট। ইহাব ছাদ হইতে নিম্নতল অবধি স্বর্ণচিত্র কাককার্য্যে শোভিত। এই দ্বারের চাবি কোণে ত্রিতল সমান উচ্চ প্রস্তব-নির্ম্মিত চাবিটি মিনার আছে। প্রবেশ-দ্বার হইতে সমাধি-মন্দির পর্য্যন্ত বাস্তা বক্রবর্ণের মন্ডন প্রস্তব দ্বারা মণ্ডিত। বাস্তাব দুই পার্শ্ব সুন্দর উদ্যান-শোভিত। উদ্যানে সাইপ্রেস, বহু সুপারি বৃক্ষ এবং কয়েকটি সর্বোবব আছে। প্রত্যেক সর্বোববের ফোয়াবা হইতে জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। প্রবেশ-দ্বার হইতে সমাধি-মন্দির পর্য্যন্ত প্রায় কুড়িটি ফোয়াবা আছে। সমাধির উপরে সাততলা মণ্ডপ। এই মন্দিরই মন্ডন মন্ডন প্রস্তব নির্ম্মিত। সনগ্র সমাধি মন্দির নিম্নাণ কবিতে ১ কোটা ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। আমি আদেশ দিয়াছি যে, প্রতি দিন এই পবিত্র মন্দির হইতে দ্বিভ্রমণে দুইশত প্রকাবের মিষ্টান্ন এবং দুইশত প্রকারের অন্যান্য আহায্য দ্রব্য বিতরণ করা হইবে। কোনো পথিকই যেন এখানে আসিয়া আপনাব খাদ্য দ্রব্য বন্ধন কবিয়া আহাব না কবে। পথিকের সংখ্যা যতই অধিক হউক, সকলেই এখানে আহাব পাইবে।

বর্ত্তমান সময়ে পিতাব সমাধি-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া আমাব মনে হইল, তিনি যেন জীবিত অবস্থায় সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন এবং আমি পুত্রের শ্রদ্ধা ভক্তি তাঁহাব চরণে নিবেদন কবিতে আসিয়াছি। পিতার সমাধির পাদদেশে আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কবিয়া অহুতাপের অশ্রুতে তাহা ধৌত করিলাম। তাঁহাব আত্মার মঙ্গলোদ্দেশ্যে এই শাস্তিপূর্ণ পবিত্র স্থান পবিত্যাগ কবিবাব সময়ে আমি নিকটস্থ দ্বিভ্রমণ অধিবাসী-দিগকে ৫০ সহস্র মুদ্রা বিতরণ করিলাম। তৎপরে অশ্বাবোহণ কবিয়া আগ্রার প্রাসাদ অভিমুখে গমন কবিলাম। আমাব বাসেব জন্ত এই

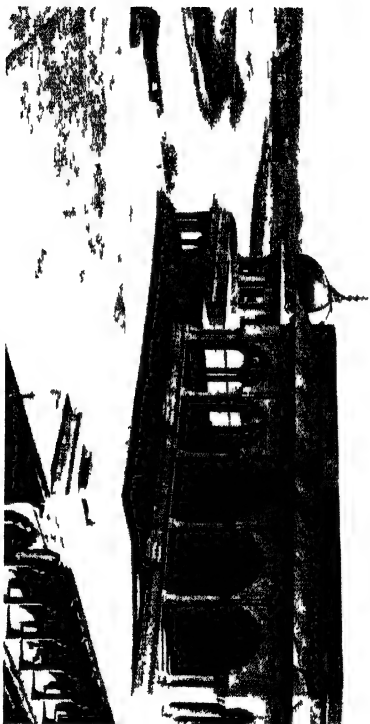


প্রাসাদের ভিতরে একটি গৃহ নির্মাণ করিতে ইতঃপূর্বে আদেশ প্রদান করিয়াছিলাম।

যমুনার দিকে যে দ্বার আছে তাহার উপর এই গৃহ বর্তমান। ইহা পঁচিশটি স্বর্ণমণ্ডিত স্তম্ভের উপর অবস্থিত। স্তম্ভগুলি চূণি, পাশা এবং মুক্তাখচিত। ইহাব বহির্দেশ গুপ্তজের ছায়া এবং নিরেট স্বর্ণমণ্ডিত। ইহার ভিতরের ছাদ অতি সুন্দর কারুকাৰ্য্যশোভিত এবং বহুমূল্য দ্রব্যাদি দ্বারা নির্মিত। ইহার নিকটবর্তী বৃক্ষ চারিতল এবং বহুমূল্য-বান মণি মুক্তা দ্বারা আবৃত। ইহার একটি, বারাগু যমুনার উপরেই আছে। এই স্থান হইতে আমার ইচ্ছানুসারে বহু হস্তী, নীল গাই, কৃষ্ণসার গৃগ ইত্যাদি পশুর লড়াই দেখিয়া থাকি। এই অট্টালিকার আর একতলা হইতে—এই তলাটি প্রায় যমুনা নদীর সহিত সমতল ভূমিতে অবস্থিত—আমি আমার দরবারের আমীরদিগকে লেখ্যের নিদর্শনস্বরূপ আমার নিজের পাত্র হইতে মদ্য দান করি। যাহারা আমার বিশেষ অনুগ্রহেব পাত্র তাহারা বারাগুর আমার আসনের সম্মুখে বসিয়া থাকে।

সাধারণেব জগু আর একটি গৃহ আছে। এই গৃহে উচ্চ নীচ সকল সম্প্রদায়ের লোক আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়। এই গৃহের একাংশ স্বর্ণের জালিনির্মিত পরদা দ্বারা পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। দরবার-গৃহেব 'সম্মুখে' একটি বিস্তৃত স্থান আছে। মনুষ্য সমান উচ্চ স্বর্ণ-মণ্ডিত আলিশা দ্বারা এই স্থান বেষ্টিত। এই স্থানে উৎসব ও দর-বারের সময় বিশিষ্ট সভাষদ্বর্গ, রাজকুমারগণ এবং এক হাজারী হইতে পাঁচ হাজারী পদের আমীরগণ দণ্ডায়মান থাকেন। ত্রিশ হইতে চল্লিশ হস্ত পরিমিত বিস্তৃত এক কার্পেট দ্বারা স্থানটি আবৃত থাকে। রৌদ্র নিবারণের জন্ত ইহার উপরিভাগ স্বর্ণখচিত মধ্যমলের সামিরানা দ্বারা

আচ্ছাদিত। এই মঞ্চ এবং এতাব ডাঃ কাড করা আদিস। নিবেট স্ব
 নিশ্চিত। ইম। একপ ভাব প্রস্থ। যে পাতক ত শ পৃথক বসিয়া
 স্থানান্তর লইয়া যাউত পাব। গাব। স্বাবাং বাজধানী হইতে ভি
 স্থানে দববাব করিবে হস্তা, এই মঞ্চ লক্ষ্য পায় স্থ পন বরা গা।
 ইতি নিশ্চয় কবিতে ১০৫০ মং অণ নারি পাঠ্য।



নাই আর্টিষ্টিক সোস

আগ্রাব দেওয়ান-ই-আম
(মকনা গৃহ)

*Council Chambers of
Agra ১৮২ পৃষ্ঠা।*

পারভিজের কথা

আগায় চব্বিশটা হুঁচকা বাস করিত। সব কবিরা আমাব পু। ফলতান পারভিজকে আনিবাব তথ্য গন্যাতবানে দত্ত পেবন কবিলাম। পারভিজ তখন যে স্থানেব শাসনকায়েব ভার লহবা তথাব বাস করিতেন। আমি তখন সবাদ পাইলাম যে পারভিজ আগা হইতে এক দিনের বাস্তাব মরো গেছি। তখন আমি মানাজ্যেব সবার আম্মীব এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে সত্ব তাগ কবিয়া তাহার সন্তিত সাক্ষাৎ কবিত্তে আদেশ প্রদান কবিলাম। তাহার সবারো মারিত হুঁচকা পারভিজকে সঙ্গে লহয়া আমাব সম্মুখে উপস্থিত হইবেন। পারভিজকে তাহাবা থেকপে শিষ্টাচার প্রদর্শন কবিবেন, আনি নিয়মিতকপে তাহা নিষ্ঠাবিত কবিয়া দিলাম। নগব তাগ কবিয়া তাহাবা পারভিজের নিকট গমন কবিবেন। তাহাব সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহার অগ্ন হইতে নামিয়া পারভিজকে কুনিশ কবিয়া সম্মান প্রদর্শন কবিবেন এবং যতক্ষণ না পারভিজ তাহাদিগকে অগ্নে আবেগণ কারবাব আদেশ প্রদান কবে ততক্ষণ তাহাবা এইকপে কুনিশ কবিত্তে থাকিবেন। কিন্তু ইতিমাদ-উদ দৌলাকে এইকপ শিষ্টাচার প্রদর্শন হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইল। তিনি কেবল অগ্ন হইতে নামিয়া দেলাম কবিয়া পনরায় অথাবোহণ করিবেন। পারভিজের আদেশ অপেক্ষায় তাহাকে থাকিতে হইবে না। এইকপে আমাব দববাব এবং সৈন্ত শ্রেণা হইতে কুড়ি হাজার বিশিষ্ট লোক পারভিজকে আনিবাব জন্য প্রেবণ কবিলাম। তাহাদিগকে আদেশ দিলাম যে, পারভিজ যে-দিন অগ্রা পৌছিবে, সে বাজি ওলাফমান উতানে তাহার বাসের বন্দাবস্ত কবিয়া বাখিতে হইবে।

পরদিন আমি এই আদেশ দিলাম যে, পারভিজের স্ত্রী আগমন-বার্তা ঘোষণা করিবার জন্য তাহাব উতান-বাটিকা এবং আগ্রাব প্রাসাদের মধ্যে যে রাস্তা আছে সেই রাস্তায় সমবাবধানান্তর বসন-চৌকির বন্দোবস্ত করিতে হইবে। নগরবাসিগণ, সূচারু বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া সাহজাদাকে দর্শন করিতে গমন করিল। যে রাস্তা দিয়া পারভিজ আগ্রাব প্রাসাদে আসিবে, সেই রাস্তায় দুই পার্শ্বে মণি মাণিক্যখচিত সজ্জায় শোভিত তিন সহস্র হস্তী দণ্ডায়মান হইল। আমার পোষাক হঠতে একটি পোষাক তাহাকে পাঠাইলাম। উহার কটবন্ধে আমার কটবন্ধের হীবক-খণ্ড বসাইয়া দিলাম। এই হীরকের মূল্য চাষি লক্ষ টাকা। এতদ্ব্যতীত একলক্ষ টাকা মূল্যের হীবকখচিত উষ্ণীয় এবং পাঁচ লক্ষ টাকার মৃত্তার মালা তাহাকে পাঠাইলাম। আমি আরও আদেশ দিলাম যে, আমার সভাবদ্দিগের মধ্যে যিনি আমার প্রতি অনুবাগ প্রদর্শন করিতে চাহেন, তিনি যেন পারভিজকে কোনোরূপ উপহার প্রদান করেন। ইহাব পবে অবগত হইয়াছিলাম যে, আমার এই আদেশের ফলে রত্নালঙ্কার, স্বর্ণ, হস্তী, অশ্বিতে পারভিজ দুই কোটি টাকার উপহার পাঠিয়াছিল।

সেই দিনই আমার প্রেবিত আমীরগণ যমুনা অতিক্রম করিয়া পাব-ভিজকে আগ্রাব প্রাসাদে আমার সম্মুখে লইয়া আসিলেন। আমাকে দেখিয়া একটু দূর হইতেই পাবভিজ ভূমিতে মস্তক ঠেকাইয়া আমাকে প্রণিপাত করিল এবং এইরূপে সাতবার প্রণিপাত করিতে করিতে সে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সপ্তমবার প্রণিপাত করিয়া সে বক্ষে হস্তনিবদ্ধ করিয়া আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তৎপরে পারভিজ আমার পদ চূষনার্থ সিংহাসনে আবোহণ করিতে উদ্যত হইলে আমি সাদেক-

মহম্মদ খাঁ এবং খোজা আবুল হোসেনকে তাহার সাহায্যার্থ তাহার দুই পার্শ্বে থাকিতে বলিলাম। ইহাব পর পারভিজকে আমার দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইলাম। আমার পুত্র খুবম বামপার্শ্বে বসিয়াছিল। তৎপরে পারভিজের অভ্যর্থনার জন্য মহাবৎ খাঁর প্রাসাদ সজ্জিত করিতে আদেশ দিলাম। মহাবৎ খাঁ তখন কাবুলের সীমান্ত-দেশে বিদ্রোহ নিবারণে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার পরিবারের বাসেব জন্য আর একটি প্রাসাদ নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলাম।

পরদিন পারভিজ রাজকীয় প্রথা অনুসারে আমার আনুগত্য স্বীকার করিতে আসিল। এই সময়ে সে নিম্নলিখিত বিপুল উপহার দ্রব্য আমাকে প্রদান করে। বহুমূল্যবান আশিটি সুশিক্ষিত হস্তী, স্বর্ণখচিত সজ্জায় সজ্জিত ইরকের সর্বোত্তম দুইশত অশ্ব, ক্ষিপ্ৰ গতির জন্য বিখ্যাত এক সচল উষ্ট্র, গুজবাটের একদল খেত বর্ণের বৃহৎ ঘাঁড়, চারিশত খাল পূর্ণ মথমল সাটিন এবং স্বর্ণখচিত সূক্ষ্ম বস্ত্র, ছাদশ খাল পূর্ণ হীরক, চুলী, মুক্তা এবং পাশা। সর্বশুদ্ধ চারিকোটি টাকার উপহার পাইলাম। এই সকলেব পবিতর্কে আমি তাহাব গলদেশে দশলক্ষ টাকার মুক্তার মালা পরাইয়া দিয়া তাহাকে দশ হাজার সৈন্তের অধিনায়কত্ব হইতে ত্রিশ হাজারেব অধিনায়ক-পদে উন্নীত করিলাম।

আগ্রায় পৌঁছিবাব এক মাস পরে পারভিজ একদিন তাহার আচরণে আমাকে বিস্ময়ান্বিত করিয়া ফেলিল। সে দিন সে গলদেশে একটি রুমাল বাঁধিয়া আসিয়া হঠাৎ আমার পদতলে পতিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। আশ্চর্যান্বিত হইয়া আমি স্নেহের সহিত তাহাকে এই গভীর দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল যে, তাহার তিন ভ্রাতা নানা প্রকার আমোদ প্রমোদে

মধ্যে থাকিয়া স্বাধীন জীবন বাপন করিতেছে। কিন্তু তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই পঞ্চদশ বৎসর ধরিয়া কারাগারে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, ইহা তাহার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। মানব ভ্রাতৃ জীব। অপরাধ, ভ্রুটি হওয়া মানবের স্বভাব। ক্ষমা করা মহতের ধর্ম। পারভিজের কাতর অনুরোধে বিগলিত হইয়া আমি খসরুকে ক্ষমা করিয়া তাহাকে স্বাধীনতা দিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। আমি পারভিজকে বলিলাম, সে যদি তাহার হতভাগ্য ভ্রাতার ভবিষ্যত আচরণের জন্য জামিন থাকিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিতে পারি। পারভিজ অবিলম্বে একটি কাগজে খসরুর জামিন হইবার কথা লিখিয়া দিলে আমি তাহার মুক্তির আদেশ প্রদান করিলাম। ষায়াতে এই শুভ অনুষ্ঠান রাজকীয় প্রথানুসারে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য দোরাবাগে বিপুল উৎসবের আয়োজন করিতে আদেশ দিলাম। এই স্থানে এক নির্ধারিত দিনে আমি আগ্রার প্রাসাদ হইতে গমন করিলাম এবং খসরুকে কারাগার হইতে মুক্ত করিবার জন্য আসফ খাঁ এবং খাঁ-ই-জাহানকে প্রেরণ করিলাম। তৎপরে আমি আমার পরিচ্ছদাগার হইতে পরিচ্ছদ, হীরকপচিত কোমরবন্ধ, সুসজ্জিত অশ্ব এবং কোপারা নামক হস্তী খসরুর নিকট প্রেরণ করিলাম। এই হস্তী চার্লিলফ টাকা দিয়া আমার পিতা ক্রয় করিয়াছিলেন। ইহার পৃষ্ঠে ত্রিশলক্ষ টাকার হাওদা ছিল। জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের পদের উপযুক্ত মর্যাদা এবং সন্ত্রম বক্ষার জন্ত আমি রাজকীয় অশ্বশালার দুইশত তিনটি সর্বোত্তম অশ্ব প্রেরণ করিলাম। তাহাব প্রতি সম্মানের চিহ্নস্বরূপ উপযুক্ত উপহার লইয়া রাজ্যের সমুদয় আমীরকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদেশ দিলাম। কারাগার হইতে দোরাবাগ পর্য্যন্ত তাহার পদব্রজে তাহার সহিত আগমন করেন, এরূপ আদেশও দিলাম। কিন্তু

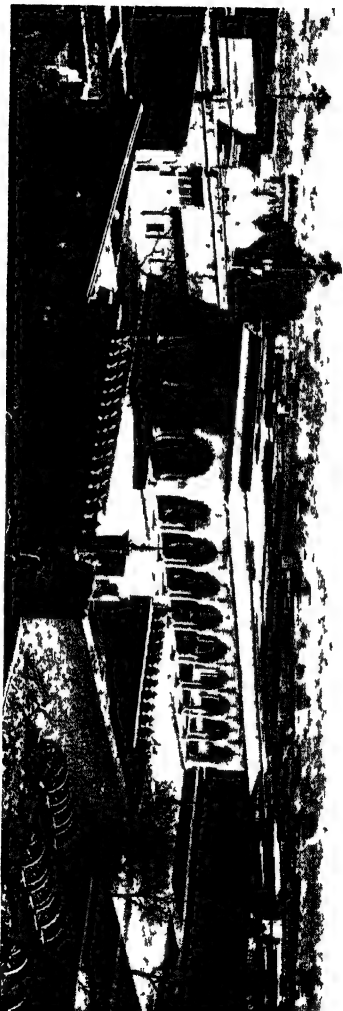
স্বলভান পারভিজের সময় নেকপ হইয়াছিল, এ ক্ষেত্রেও সইরূপ ইমিনাদ উদ-দৌলকে এইরূপ সম্মান প্রদান হইতে মুক্তি দেওয়া হইল। এইরূপ চৌকসমাপ্ত উৎসবেও নদো আমি পসবকে ক্ষম করিয়া তাহারে পানায় আমাব আশয়ে গরু করবও প্রস্তুত হইলাম। *

— — —

এতদ্বারা ইহাই উপলব্ধি হইতেছে যে, ভাষাভাষীর বাজহেব-মোড়শ বসন্তে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। তখন ১৬২১ কিংবা ১৬২২ খৃষ্টাব্দ।

খসরুর মৃত্তি

দববাব-গৃহেব সিংহাসনে যখন উপবিষ্ট ছিলাম, তখন খসরু আমার নিকট আনীত হইল। সে দূৰ হইতে আমাকে দেখিয়াই আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং নেখান হইতেই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কবিতে কবিতে আসিয়া আমার চরণে মস্তক বাখিল। আমি বারবাব তাহাকে মস্তক উঠাইতে বলিলাম কিন্তু সে এক ঘণ্টাকাল আমাব পদমূলে পড়িয়া বহিল। অবশেষে সে কাতবসবে বলিল, “আমি কোন্ মুখে পিতাব মুখের দিকে চাহিব? আমি যে ঘোরতব অপবোধে অপরাধী, তাহা কি ক্ষমাব যোগ্য?” এই বলিয়া অবশেষে সে মস্তক তুলিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং ভয়স্বরে তাহাব প্রাণের বেদনাব কথা জানাইয়া আমার কৃপা ভিক্ষা করিয়া পুনরায় আমাব পদতলে নিপতিত হইল। আমি তাহার এই মৰ্ম্মভঙ্গ অন্ততাপে ব্যথিত হইয়া তাহাকে উঠিতে বলিলে, সে উঠিয়া দুই হস্ত বক্ষেব উপব রাখিয়া আমাব সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, “দিবাৱাত্রি যাতনায় দগ্ধ হইয়াছি তবু পূৰ্বেব পাপাচরণের লজ্জা কিছুতেই লাঘব হইতে-ছেন।” ইহাতে আমি তাহাকে ক্ষমা কবিয়া মণি মুকুতাখচিত এক পাত্র আনিতে বলিলাম। এই পাত্র মণ্ডপূৰ্ণ কবিয়া আমাব চাবিপত্র খসরু, খুবম, পাবভিজ এবং সেহেবাবকে প্রদান কবিলাম। প্রীতির চিহ্নস্বরূপ তাহারা সকলে এই একই পাত্র হইতে অন্ন অন্ন মণ্ডপান কবিল এবং পরস্পরকে আলিঙ্গন কবিল। আমি দূর হইতে তাহাদের সম্মীতি ও মিলন দেখিয়া পুলকিত হইলাম। আমাব পঞ্চম পুত্র স্তলতান বথ ত সে সময়ে বঙ্গদেশে বিদ্রোহ নিবাবণে ব্যাপত ছিল। ইহা



নিউ ক'লিষ্টিক গ্ৰেদ

দে প্ৰযান হি থ। স—অ। হা।
স। বা। বণেৰ জহা দৰবাৰ-গৃহ ।

১৮৮ পৃষ্ঠা ।

পৰে প্যৰভিজ্ঞ আমাৰ পদতলে পতিত হইয়া তাহাৰ অন্তৰেৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিল। কিন্তু সে বলিল যে আৰ একাটি অনুগ্রহ লাভ কৰিলেই এই সুখ সম্পূৰ্ণ হয়। প্যৰভিজ্ঞ এবং তাহাৰ দুই দাতা চল্লিশ, ত্ৰিশ এবং কুড়ি হাজাৰ অখাবোছী সৈন্তেৰ অধিনায়ক। খসরুকেও যদি এইৰূপ একাটি পদ প্ৰদান কৰা হয়, তাহা হইলে তাহাৰ সকল হৃৎকোষ অবসান হইবে। প্যৰভিজ্ঞেৰ ভাৰুপ্ৰেমে আমাৰ হৃদয় বিগলিত হইল। আমি খসরুকে কুড়ি হাজাৰ সৈন্তেৰ অধিনায়ক আৰ্মীৰেৰ পদ প্ৰদান কৰিলাম। এ ক্ষেত্ৰে আমি ইহাও বিস্মৃত হই নাই যে, আমাৰ মৃত্যুৰ পৰ খসরুই ৰাজ্যেৰ সৰ্ব্বময়্য কৰ্তা হইবে। তৈমূৰ বংশেৰ চিৰ প্ৰচলিত প্ৰথাই এই যে, জ্যেষ্ঠ বৰ্ত্তমান খাৰ্বিতে বনিষ্ঠ ৰাজ্যেৰ অধিকাৰী হইবে না। সুতৰাং সকল দিক বিবেচনা কৰিয আমি খসরুৰ অপৰাধ মাৰ্জ্জনা কৰিয়া তাহাকে তাহাৰ উপযুক্ত সম্মানেৰ পদে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিলাম। শিকাৰ অভিযান এবং অগ্ৰাণ্য আগোদেৰ জন্ত তাহাকে দশ হইতে কুড়ি দিনেৰ অবকাশ প্ৰদান কৰিলাম। উপযুক্ত পুত্ৰেৰ উপৰই ৰাজ্যেৰ স্থিৰতা এবং মঙ্গল নিৰ্ভৰ কৰে। তাহাৰ পতি অগ্ৰাণ্য হাচৰণ কৰা বুক্ৰিৰ কাৰ্য্য নহে এবং আমি যে ক্ষমতা পৰিচালন কৰিবেছি তাহাৰও অন্তপযুক্ত।

কাশ্মীর যাত্রা

এই সময়ে, কাশ্মীরেব মনোহর পীতবর্ণের উপত্যকা সমস্ত দশন কবিত্তে আমাব প্রবল আকাজ্জা হইল। সেই সুন্দর দেশে যাত্রা কবিবার জন্য চারি শত জলগান নিম্মাণ করিত্তে আদেশ দিলাম। এবাবর নদী দিগ্গ গমন কবিয়া কাশ্মীর-পঞ্চতের পাদমূলে উপাঙ্কিত হইব বলিয়া মনস্ত কর্ণিলাম। দুই মাসেব নবো জলগান সকল নিম্মিত হইল। তাহা সূক্ষ্ম কাককায়া এবং শুদ্ধ পুরদা দ্বারা শোভিত কবা হইল। যাত্রাব পথে যে সকল জঙ্গল আছে, তাহা পরিষ্কার কবিবাব এবং নদীর উপব সেতু নিম্মাণের জন্য দুব্বদিন কুলি বেগকে দশ লক্ষ টাবা প্রদত্ত হইল।

মগ-বিদ্রোহ দমন

আগাতে কয়েক মাস শান্তিতে বাস কাৰয়া যমুনা নদী দিয়া দিল্লী অভিমুখে এক দিনেৰ পথ গমন কৰিবাঁচি এমন সন্ধ্যা সন্ধ্যা পান্ধাম যে, মগদিগৰ বাজা অস্তৰ্গত ঘনাক্ৰমে দুই হাজাৰ সৈন্য বাঁহা বঙ্গদেশে উপনীত হইয়া কামি থকা আকৰ্ষণ কৰিছে। আনাব পৰ সন্ধান বহুতৰ অবস্থান বাসিম পা নোহোৱাত জেনাৰেল বাঁহা বাঁহাছিল। আমি আনত সন্ধ্যা পান্ধাম যে মগবাজেৰ সতিত গোন্দাজ সৈন্য ও গোলাপ্ত। আছে। তাহাৰা মগবাজেৰ কাশিম খাকে আক্রমণ কৰিয়া চতুৰ্দ্দিকে বেগুন কৰিয়া থকা বাঁহা এবাৰ বাসিম থকা চাৰি স্থানে আঁতত হইয়া ভীষণৰূপে পৰাজিত হইয়াছে। কাশিম খা সৈন্যদিগকে পৰিত্যাগ কৰিবা বঙ্গদেশেৰ এক সুবক্ষিত দুৰ্গে আশয় গ্ৰহণ কৰিতে বাঁহা হইয়াছে।

এই নিদাৰুণ পৰাজয়েৰ সন্ধ্যা অবগত হইয়া আমি মোকাবেৰ খাঁ, উজ্জীৰ খা এবং সুজায়েত খাকে ঘটনা স্থলে প্ৰেৰণ কৰিলাম। তাহাৰা প্ৰত্যেকে সাত হাজাৰ সৈন্যেৰ অধিনায়ক ছিলেন এবং ঘোৰতৰ সংগ্ৰামে জয়ী হইয়া ইতংপূৰ্বেৰ বীৰত্ব প্ৰদৰ্শন কৰিবাঁচিলেন। তাহাদেৰ সহিত ষাট হাজাৰ আউজবেক অগ্ন্যৰোহা সৈন্য, কুডি হাজাৰ পদাতিক সৈন্য, এবং তিনশত কামান প্ৰেৰণ কৰিলাম। তাহাদিগকে বলিয়া দিলাম যে, শত্ৰু-সংখ্যা অধিক এবং পৰাক্ৰমশালা দেখিলে তাহাৰা যেন তাহা অবিলম্বে আমাকে অবগত কৰান। আমি তাহা হইলে এক লক্ষ অগ্ন্য-বোহী সৈন্য সঙ্গে দিয়া পাৰভিজকে বঙ্গদেশে প্ৰেৰণ কৰিব। সেনাপতিগণ

আলদহে পৌছিবার পূর্বেই সংবাদ পাইলেন যে, ছয় মাসের বাস্তার মধ্যে যে সকল আমীব আছে, তাহাদের সকলকে একত্র কবিয়া কাসিম খাঁ এক লক্ষ অশ্বাবোহী সৈন্য এবং কামান ও গোলাগুলি লইয়া শত্রুদিগকে পবাজিত কবিয়াছেন। তাহাদের ত্রিশ হাজার সৈন্য হত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট পলায়ন কবিয়া প্রাণ রক্ষা কবিয়াছে। কাসিম খাঁ তাহাদের পশ্চাক্রাবন কবিয়া তাহাদের দেশে গমন কবিয়া পলাতকদিগের চল্লিশ হাজার বালক বালিকা বন্দী করেন।

এই সমুদয় বন্দী এবং ত্রিশ হাজার হত ব্যক্তির মন্তক আমার নিকট প্রেরিত হয়। কাসিম খাঁ কৃতকার্যতার পুৰস্কারস্বরূপ তাহাকে আরও এক হাজার সৈন্তেব অধিনায়ক পদে উন্নীত কবিয়া মণি-মুক্তা-খচিত তববারি, কটিবন্ধ, স্বর্ণখচিত সজ্জায় সজ্জিত এক অশ্ব এবং এক হস্তী প্রেবণ কবিলাম। এই হস্তী আমাব নিজেব ব্যবহারের জন্য চাৰি লক্ষ টাকায় ক্রয় কবা হয়। এতদ্ব্যতীত আমাব পরিচ্ছদ হইতে এক পরিচ্ছদও তাহাকে উপহাব দিলাম। সেনাপতিগণ যখন একবার বিদেশে বহির্গত হইয়াছেন, তখন তাহাদিগকে সৈন্য লইয়া মগদিগেব দেশে গমন করিয়া তাহাদের সমূলে ধ্বংস করিতে আদেশ দিলাম। ঈশ্বরের কৃপায় এবং আমাব সৌভাগ্য-প্রভাবে তাহাবা যে এই কার্যে সফলতা লাভ কবিবেন তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি শুনিয়াছিলাম যে, মগদিগের রাজ্যে সুল্লর হস্তী প্রচুব পাওয়া যায়। আমি সেনাপতিদিগকে আদেশ দিলাম যে, তাহাবা যত হস্তী ধবিতে পাবেন, ধবিয়া আমাব নিকট লইয়া আসিবেন।



সম্রাট্ জাহাঙ্গীর

কনৌজের বিদ্রোহ দমন

আগ্রা হইতে যাত্র করিবার একমাস পরে আমি দিল্লীতে পৌঁছিলাম। এখানে আসিয়া শুনিলাম যে, কনৌজেব অধিবাসিগণ বিদ্রোহী হইয়া তথাকার শাসনকর্তা এবং কক্ষচাৰীদিগকে দুরীভূত করিয়া ঘোরতর বিকলাচরণ করিতেছে। এই সংবাদ পাইয়া আমি বগনিপুণ ও সাহসী আবতল্লা খাকে বিদ্রোহ নিবারণে প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলাম। যাত্রার পূর্বে তাঁহার সৈন্য পরিদর্শন কালে দেখিলাম যে, যুদ্ধেব উপযোগী কোনো হস্তী তাঁহার নাই। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহারে পাঁচটি রহং হস্তা, ইবকেব তিনটি উৎকৃষ্ট অশ্ব, একহাজার দ্রুতগামী উষ্ট্র এবং দশলক্ষ টাকা প্রদান করিলাম। বিদ্রোহ নিবারণ করিতে যাইয়া যাহাতে তাঁহার কোনো প্রকার অগ্রবিধা না হয়, এই জন্য তাঁহারে যথোচিতরূপে সুসজ্জিত করিয়া দিলাম।

অভিজ্ঞতা-প্রসূত একটি সারবাক্য এই আছে যে, সংগ্রামের সময় যখন তুমি তোমার সেনাপতিদিগকে বিপদের মুখে অগ্রসব করিয়া দাও, তখন তাহাদিগকে স্বর্ণ, অশ্ব এবং অন্যান্য দ্রব্য মুক্তহস্তে দান কর। তাহা হইলে তাহারা একান্ত নিষ্ঠা এবং উৎসাহেব সহিত সাত্রাজ্যেব সেবায় নিযুক্ত হইবে। অনেক সময় এইরূপ ঘটে যে, যাত্রাদিগেব হস্তে রাজ্যের ভার অপিত আছে, তাহারা অপরিমিত ব্যয় এবং বিলাসিতায় রাজ্যেব ধন নষ্ট করিয়া ফেলে। সুতরাং বিপদের সময় তাহারা অকর্মণ্য হইয়া রাজ্য রক্ষায় অশক্ত হয়। আমি যদি ক্রপণতা করিয়া সেনাপতিদিগকে সাহায্য না করি, তাহা হইলে যাহারা এইরূপ

অত্যাচার ও অবাজকতায় কষ্ট পাইতেছে, সেই সব অসহায় প্রজাব; কি ছুঁদশাই না হয়। মৃত্যুব পবে শেষ বিচারের দিনে আমার এই দায়িত্বহীনতার জন্য কতই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং ঘোব বিপদের দিনে ধনাগাব মুক্ত কবিয়া সকলকে সাহায্য করা কর্তব্য।

আবদুল্লা খাঁ তাঁহার ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া যাঠিবাব অনুমতি প্রার্থনা কবিলেন। তিনি বলিলেন যে, শত্রু-সংখ্যা যদি অধিক ও পরাক্রমশালী হয়, তাহা হইলে সেই দূবদেশে ভ্রাতার সাহায্য বিশেষ উপকারে আসিবে। আমি তাঁহার এই সঙ্গত প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে দ্বিধা করিলাম না। তাঁহার ভ্রাতা তিন হাজার সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। আবদুল্লা খাঁর অধীনে ত্রিশ হাজার অশ্বাবোহী এবং দশ হাজার উষ্ট্রারোহী গোলন্দাজ যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিল। অবিলম্বে আবদুল্লা খাঁ শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। শত্রুগণও একলক্ষ অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য লইয়া অমিতপরাক্রমে আবদুল্লা খাঁকে আক্রমণ কাঁবল। আবদুল্লা খাঁ তাঁহার ভ্রাতাকে এক অসম্ভাবিত দিক হইতে শত্রু-সৈন্য আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং তাহাদের সম্মুখ ভাগ আক্রমণ কবিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই শত্রু-সৈন্য পরাজিত হইল। কুড়ি হাজার সৈন্য হত হইল এবং অবশিষ্ট ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়া কনৌজের দুর্গে আশ্রয় লইল। তাহারা দুর্গ হইতে আবদুল্লা খাঁর সৈন্যের উপরে অনবরত গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। এই অবিশ্রান্ত অগ্নিবৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া আবদুল্লা খাঁ অপূর্ব বীরত্ব ও প্রত্যাংগনমতিত্বের সহিত কনৌজ দুর্গ আক্রমণ করিলেন। সৈন্যগণও তাহাদের সেনাপতির বীরত্বপূর্ণ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া দলে দলে তাঁহার পশ্চাদ্ভ্রমণ করিল। একটি সৈন্য গতানু হইবামাত্র আর একটি সৈন্য তাহার স্থান পূর্ণ করিতেছিল।

এইরূপে তাঁহারা দুর্গ অধিকার করিয়া ফেলিলেন। দশ হাজার শত্রু-সৈন্য হত হইল এবং তাহাদের সেনাপতি ধৃত হইলেন। দশ হাজার বিদ্রোহীর মস্তক, তাহাদের অধিপতির মুকুটের কুড়ি লক্ষ টাকা মূল্যের বস্ত্র সমূহ এবং কয়েক জন সেনাপতি বন্দী হইয়া আমাব নিকট প্রেরিত হইল। আবদুল্লা খাঁ বিজিত প্রদেশে বহিলেন। সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ কবিলে কি শাস্তি হয়, তাহাব দৃষ্টান্তস্বরূপ কনৌজের রাস্তার বৃক্ষে বৃক্ষে সংগ্রামে হত দশ হাজার বিদ্রোহীর দেহ উদ্ধপদ করিয়া ঝুলাইয়া দিতে আদেশ দিলাম। এস্থলে দুঃখের সহিত একথা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, প্রায়শঃ ভীষণ হত্যার পরও হিন্দুস্থানের অধিবাসীদের মধ্যে কখনো বিদ্রোহের শাস্তি হয় নাই। এট বিদ্রোহাচরণ ও তাহাদের চরম স্বভাবের জ্ঞান আমার পিতার এবং আমার রাজত্ব কালে প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে সংগ্রামে কিংবা ঘাতকের তরবারিতে বিভিন্ন সময়ে প্রায় দুই লক্ষ লোক মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। সর্বদাই সাম্রাজ্যের কোনো অংশের অধিবাসী বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিয়াছে। হিন্দু-স্থানে কখনো শাস্তি বিরাজ করে নাই।

এই সময়ে আগ্রার প্রাসাদ ও আমার পবিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ এবং আগ্রার শাসনকার্যে লঙ্ঘন থাকে নিযুক্ত করিলাম। তাঁহার জামাতা বাবা-নিরতকে আগ্রার কোতোয়ালীর কার্যে বহাল করিলাম। তিনি সাহসী পুরুষ। বহু রণক্ষেত্রে বিশেষতঃ কাবুলের সীমান্ত দেশে তিনি অপূর্ণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এক স্থানে তিনি দশটি আঘাত প্রাপ্ত হন। চল্লিশ জন শত্রুকে হত করিবার পর তিনি এইরূপে আহত হন।

দরবেশের কথা

এই সময়ে বাজবানী ত্যাগ কবিয়া যমুনা দিয়া জলযানে যাত্রা করিবার সময় আমার অন্তঃপুরেব চাবিশত স্ত্রীলোক আমার সঙ্গে রহিলেন। সময় সময় আমরা শিকাবেব উপযুক্ত স্থানে পৌঁছিলে নৌকা হঠতে অবতরণ কবিয়া আমি শিকাবেব আগোদে রত হইতাম। আমাকে নিরাপদে কাশ্মীরে পৌঁছাইয়া দিবার জন্ত নদী-তীর দিয়া একদল সৈন্ত যাইতেছিল। মণুবায় পৌঁছিয়া এক দরবেশেব কথা অবগত হইলাম। তিনি সেখানে কুড়ি বৎসর বিয়া বাস কবিতেছেন। মণুবায় হিন্দুদিগেব প্রধান তীর্থ ক্ষেত্র। স বাদদাতা আমাকে বলিল যে, প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যাকালে আকাশ হঠতে তাঁহাব মস্তকেব উপর স্বর্ণমুদ্রা বৃষ্টি হয়। আমি এই অর্নৈসর্গিক ব্যাপাবে আস্থা স্থাপন কবিতেনা পাবিয়া দরবেশকে দেখিতে গমন কবিলাম। তাঁহাব কুটীবেব দ্বাবে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, তাঁহাব চাবিশত শিষ্য চন্দ্র পবিধান কবিয়া দ্বাবেদেখে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট আছে। পূর্বেই দরবেশকে আমার আগমন-সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছিল। সন্ন্যাসীব বাসস্থানে প্রবেশ কবিয়া দেখিলাম, তাহা অনেকটা গহববেব মত। তিনি আমাকে দেখিয়া সেলাম কিংবা অস্ত্র কোনো প্রকারে সন্মান প্রদর্শন করিলেন না। আমি তাঁহাকে সেলাম করিয়া আমার ভক্তি অর্পণ কবিলাম। অতিশয় নম্রভাবে উপবেশন কবিয়া আমি তাঁহাকে কথা বলাইতে চেষ্টা করিলাম। অবশেষে তিনি কথা বলিলেন। তাঁহার প্রথম বাক্য এই “যে বাজা আপনাব জায শত শত রাজাকে পালন কবিতেছেন, আমি তাঁহারই সেবক।” তাঁহার কথা

শুনিয়া আমি তাঁহাকে কয়েকটি সহপদেশ দান করিতে বলিলাম। তিনি বলিলেন “ঈশ্বরের সৃষ্ট যেসকল প্রাণী আপনার আশ্রয়ে রক্ষিত আছে তাহাদের স্বথ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্ত চেষ্টা করিবেন। ইহাতে যে পুণ্য-সঞ্চয় করিবেন তাহা আপনার পাপ-ভার লঘু করিয়া দিবে। সাম্রাজ্যের নানা স্থানে শাসনকার্যের জন্ত যেসকল প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবেন তাহারা যেন অত্যাচারী এবং লোভী না হয়। সেদিকে দৃষ্টি রাখিবেন। যতদিন আপনার ক্ষমতা আছে বৃদ্ধ ও দরবেশদিগকে সম্মান করিবেন।” তৎপরে তিনি ছয় পংক্তি কবিতা আবৃত্তি করিলেন। তাহার অর্থ এই —“দুঃখ ও শোকভাবে প্রপীড়িত বৃদ্ধদিগকে উপহাস করিবে না। সে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবে না, যাহা ভগ্নহৃদয়কে গ্রাস করে। এক সময়ে গভীর এবং অল্প সময়ে উপহাসপ্রিয় হইবে না। হৃদয়ে মন্দভাব পোষণ করিবে না, তাহা হইলে তোমার বাক্যও মন্দ হইবে। যদি তুমি নিষ্কলঙ্ক থাকিতে ইচ্ছা কর, তবে নিন্দাপ্রিয় হইবে না।” কবিতা শেষ করিয়া তিনি বলিলেন, আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র এযাবৎ যে ব্যবহার পাইয়া আসিয়াছে, এখন হইতে তাহা প্রতি তদপেক্ষা সদাচরণ করিবেন। কারণ সেই আপনার উত্তরাধিকারী হইবে।” *

এক ঘণ্টা পরেই সন্ধ্যা হইল। দরবেশের এক শিষ্য উঠিয়া সন্ধ্যার নমাজ পড়িতে লাগিল। কয়েকটি বাতি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দরবেশ উপাসনায় নিযুক্ত হইলেন। উপাসনার সময় তিনি আটবার তাঁহার দেহ ভূমিতে নত করিলেন। তৎপরে আর পাঁচজন শিষ্য আসিয়া তাঁহার সম্মুখে স্থির হইয়া দণ্ডায়মান হইল। তিনি আকাশের দিকে হস্তোত্তোলন করিয়া উপাসনা আরম্ভ করিবামাত্র আকাশ হইতে স্বর্ণবৃষ্টি

* দরবেশের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয় নাই। খুম (সাজাহান) খসরুকে হত্যা করেন।

হইল। পরে সেই সকল স্বর্ণখণ্ড একত্র করিয়া দেখা গেল, তাহার মূল্য দশ হাজার পাঁচশত টাকা। দরবেশ ইহা সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ উপস্থিত অগ্রাশ্রয় দরবেশদিগকে প্রদান করিলেন এবং আর এক ভাগ আমাব রাজস্ব কর্মচারীদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতে বলিলেন। এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া আমি দরবেশকে বলিলাম যে, তাঁহাদের সকলের ভবণ পোষণেব জন্ত একটি গ্রাম প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। ইহাব বার্ষিক আয় ৫০ হাজার টাকা। দরবেশ বলিলেন, “যাহারা মানবের দয়াব উপব নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহাদিগের রক্ষার জন্ত এই টাকা ব্যয় কর। আমাব ইহাতে কোনো প্রয়োজন নাই। কারণ পার্থিব জিনিষের প্রতি আমার আকাঙ্ক্ষা নাই এবং তজ্জন্ত আমার ভাবনাও নাই।” আর বাক্যব্যয় না করিয়া আমি তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। তাঁহার গহবর হইতে কিয়দূবে আসিয়া মনে পড়িল যে, বিদায়ের কালে তাঁহার হস্ত চুষন করিয়া আসা উচিত ছিল। যখন আমার অন্তরে এই ভাব উদ্ভূত হইল তখনই দরবেশের একটি শিষ্য আসিয়া আমার নিকট বলিল যে, সে আমার অন্তরের ভাব অবগত হইয়াছে। এতদূর আসিয়া পুনরায় ফিরিয়া যাওয়া অশুভজনক। দিল্লী-নিবাসী এক দরবেশকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে সে আমাকে অনুরোধ করিল। মানবের অন্তরের কথা জানিবার তাহাব এত ক্ষমতা দেখিয়া আমি বিস্ময়াব্বিত হইলাম। তাহার ধর্মনিষ্ঠার প্রতি আমার শ্রদ্ধা শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। আমি তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে পুনরায় দরবেশের আশ্রমে গমন করিলাম। তাঁহাকে সান্নিধ্য প্রার্থনা করিয়া আমাব কার্য্য করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্ত আশীর্বাদ ভিক্ষা করিলাম। আর একটি কথা বলিয়াই এ বিষয় শেষ করিব। দরবেশের আশ্রম ত্যাগ করিয়া আমি স্বস্থানে ফিরিলে একব্যক্তি আমাকে বলিল যে খাঁ-ই-

দোবানের পুত্র আমার আচরণ লইয়া বিদ্রূপ করিয়াছে। সে বলিয়াছে যে, “এই তও দরবেশের প্রতাবণ য মুক্ত হইয়া সম্রাট কি বালকোচিত কার্য্য করিয়াছেন।” মানবের প্রাণের ভাব অবগত হইবার তাঁহার অত্যন্ত ক্ষমতা যদি আমি প্রত্যক্ষ না করিতাম, তাহা হইলে তাঁহার মন্তকোপরি স্বাবৃষ্টি হওয়ার ঘটনা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ থাকিয়া যাইত। কিন্তু এই ব্যক্তি যেকণ অসম্মানহৃৎক ভাবায় আমার আচরণেব উল্লেখ করিয়াছিল, তাহাতে ইহা অবহেলা করিতে পারিলাম না। তাহাব মন্তক ও মুখেব এক পার্শ্বের চর্ম তুলিয়া ফেলিতে আদেশ দিলাম। সেই অবস্থায় তাহাকে সহরেব চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া আনা হইল এবং ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল যে, প্রজাব রক্ষাকাবী ও উপকারী সম্রাটেব সম্বন্ধে এইরূপ অভদ্র ভাষা যে ব্যবহার করিবে ত হার শাস্তি এইরূপ হইবে। এ ক্ষেত্রে আমি অধিকতর কঠোরতা প্রদর্শন করিলাম, কারণ আমি শুনিয়াছিলাম যে, এই ব্যক্তি ইহতঃপূর্বে একবার দরবেশেব সজিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া অতিশয় উদ্ধত ব্যবহার করিয়াছিল। দরবেশ তাহাকে বলিয়াছিলেন, সে অল্প বয়স্ক বলিয়া তাহাব একপ ব্যবহারেব জন্য তিনি তাহাব মন্তক লইবেন না। কিন্তু তাহাব মন্তকেব ত্বকচ্ছেদ করাইবেন। দরবেশের কথা সম্পূর্ণরূপে বলিয়া গেল। বাস্তবিক এইরূপ সাধু ফকিরগণ সর্বদাই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। যদিও ধার্মিক ও সাধু ব্যক্তিগণ দৈত্য নহেন, তথাপি তাঁহারা দৈত্য হইতে অধিক পৃথক নহেন।

কর্তব্যপরায়ণতার প্রতি শ্রদ্ধা

মথুরা হইতে পারভিজ আমার নিকট বিদায় লইয়া এলাহাবাদের শাসনকাৰ্য্যে ফিরিয়া গেল। প্রথমে সাধারণ নিয়মানুসারে সে দুই হাজার সৈন্তের অধিনায়ক-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু পরিশেষে আমি তাহাকে কুড়ি হাজারের পদে উন্নীত করিয়া দিয়াছিলাম।^{১১} আনুমান্যসারে এস্থলে এ কথা বলিতেছি যে, কখনো তাহার আচরণে কোনো অপরাধের কাবণ পাই নাই। আমি একান্তভাবে আশা করি যে, সকল কাৰ্য্যে তাহার প্রাণের আকাজ্জক যেন পূর্ণ হয়। একটি সামান্য বিষয় এস্থলে লিখিতেছি। মথুরা হইতে যাত্রা করিবার অল্পকাল পরেই সে আমার নিকট অভিযোগ করিয়া পাঠাইল যে, যাত্রাকালে সে যখন আবদুল্লা খাঁর ছাউনীর নিকটবর্তী হইয়াছিল, তখন আবদুল্লা খাঁ তাহাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্ত তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে নাই। সত্ৰাটের পুত্র বলিয়া যে সম্মান সে দাবী করে, আবদুল্লা খাঁ তাহাকে তাহা প্রদান করে নাই। এই অভিযোগের উত্তরে আমি বলিয়া পাঠাইলাম যে, আবদুল্লা খাঁ যুদ্ধ যাত্রা পরিত্যাগ করিয়া কেবল তাহার তোষামোদের জন্ত যে তাহার নিকট উপস্থিত হয় নাই, ইহাতে সে কর্তব্যপরায়ণ প্রজার কাৰ্য্যই করিয়াছে। বরং সে ইহার অগ্রথাচরণ করিলে গোয়ালিয়র দুর্গে ত্রিশ বৎসরের জন্ত বন্দী হইত। সাহজাদা পারভিজ ইহাতে যতই অসন্তুষ্ট হউক না কেন, আবদুল্লা খাঁ যে যুদ্ধ যাত্রা স্থগিত করিয়া তাহার বালকোচিত অহঙ্কারের প্রশংসা দেন নাই, ইহাতে আমি সন্তুষ্টই হইয়াছি।

কাশ্মীরীদিগের পক্ষী ধরিবার অদ্ভুত প্রণালী

দিল্লীর নিকটবর্তী স্থানে পৌছিলে কয়েকটি লোক আমার নিকট আসিয়া বলিল যে, সে স্থানে শিকারের উপযুক্ত এক প্রকাব পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মাংস অতিশয় সুস্বাদু। শিকার অপেক্ষা এই সকল লোকের ভাষা আমার নিকট অধিকতর আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইল। ইহাদেব ভাষা কাশ্মীরের অধিবাসীদের গ্রায়। ইহারা এক প্রকার অদ্ভুত শব্দ কবিয়া উড্ডীয়মান পক্ষীদলের গতি রোধ করে এবং তৎপবে তাহাদের ধৃত করে। আমি এই পাখী ধরার ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত তাহাদিগকে আমার সম্মুখে পাখী ধৰিতে বলিলাম। নিকটবর্তী স্থানের একটি সমতল ভূমিতে সহস্র সহস্র পক্ষী আসিয়া থাকে। হাজার কাশ্মীরীকে এই কার্যে নিযুক্ত করিয়া আমি তাহা দেখিতে গমন করিলাম। যখন দলে দলে পক্ষীগুলি আকাশ দিয়া উড়িয়া বাইতে লাগিল, তখন কুড়িজন কাশ্মীরী একত্র হইয়া এমন একটি মুহু গুঞ্জন ধ্বনি তুলিল যে, তাহারা অনন্ত আকাশ-পথে যাত্রা তুলিয়া সেই রবে আকৃষ্ট হইয়া কাশ্মীরীদেব নিকটে আসিয়া পড়িল। অতি নিকটে আসিলে কাশ্মীরীগণ তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিল। নিরীহ পাখীগুলি সুশ্রাব্য রবে আকৃষ্ট হইয়া মাহুষের বিশ্বাসঘাতকতায় এমন করিয়া প্রাণ হারাইতে আসিল ভাবিয়া আমার অন্তবে করুণার সঞ্চার হইল। আমাদের অসঙ্গত কোতূহল নিবারণের জন্ত এতগুলি নির্দোষ নিরীহ প্রাণীর প্রাণহরণ করা দারুণ নৃশংসতার কার্য বলিয়া মনে হইল। যে কুড়ি হাজার পক্ষী ধৃত হইয়াছিল পরদিন তাহা মুক্ত করিয়া দিলাম। পক্ষী ধরার রীতি দর্শন করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। তাহাদিগকে হত্যা করা আমার স্বভাবের বিপরীত।

কৰ্মচাৰীৰ লোভেৰ শাস্তি

সেহৰিন্দে পৌছিয়া আমি খোজা উইসিৰ উত্থান দৰ্শন কৰিলাম।
আমাৰ নিৰ্দেশানুসারে ইহা পূৰ্বে নিৰ্মিত হইয়াছিল। খোজা উইসিৰ
স্থাপত্য বিছায় য়েৰূপ নিপুণতা আছে, উত্থান রচনায় সেইরূপ সুন্দর রুচি
আছে। বৰ্ত্তমান ক্ষেত্রে তাঁহার এই দুই গুণের সম্যক পরিচয় পাইয়া
আমি পুলকিত হইলাম। উত্থানে প্রবেশ করিয়াই আমি এক আচ্ছাদিত
বীথিকার মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। ইহার দুই পার্শ্ব রক্তবর্ণের গোলাপ গাছ
দ্বারা সজ্জিত। অল্প দূরে সাইপ্ৰেস, দেবদারু এবং নানা প্রকার পাতা-
বাহারের নিকুঞ্জ। সৰ্ম্মাপেক্ষা প্রাণঃসাব বিষয় এই যে, এই মনোবম
উত্থানের নিৰ্ম্মাণ-কাৰ্য্য চল্লিশ দিনে সমাপ্ত হইয়াছিল। এই বীথিকা
অতিক্রম করিয়া আমরা বিচিত্র বর্ণের পুষ্প-ভূষিত এক স্থানে
আসিলাম। ইহার মধ্যস্থলে একটি জলাশয় দেখিলাম। জলাশয়ের
মধ্যভাগে অষ্টকোণবিশিষ্ট একটি মনোহর মণ্ডপ। চতুৰ্দ্দিকে
সুদৃশ্য স্তম্ভশ্রেণী দ্বারা ইহা বেষ্টিত। মণ্ডপ দ্বিতল এবং ইহাতে দুইশত
লোকের বসিবার স্থান আছে। সমগ্র মণ্ডপ সুচারু চিত্রে চিত্রিত।
জলাশয়ে দুইশত হাঁস ক্রীড়া করিতেছিল। ইহার চতুৰ্দ্দিক প্রস্তর দ্বারা
শোভিত। উপরোক্ত স্থানে যে সকল পুষ্প-বৃক্ষ ছিল তাহাদের বর্ণ
যেমন সমুজ্জল, সৌৰভও তেমনি মনোমুগ্ধকর। আমার পরিতৃপ্তির চিহ্ন-
স্বরূপ আমি সেই স্থানেই খোজা উইসিকে সাত শত সৈন্তের অধিনায়ক-
পদ হইতে এক হাজাৰের পদে উন্নীত কৰিলাম।

এই উত্থান পরিদৰ্শন কৰিবার পৰদিন এমন এক ঘটনা ঘটিল যাহা

এ স্থলে উল্লেখ না কবিয়া থাকিতে পারিতেছি না। কর্মচারীগণ আমাকে বলিলেন যে, সেহবিন্দেব হিন্দু তহসিলদার আমার নিকট এক আবেদন পত্র প্রদান করিতে বাগ্ৰ হইয়াছেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আমার নিকট আহ্বান কবিয়া লোক পাঠাইলাম। আবেদন পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল :—“মুসলমানদিগের সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ কবা আমার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু ধনী হিন্দুদিগের সম্পত্তির উপর যদি একটা কর স্থাপন করা যায় তাহা হইলে ‘জেক’ কব মাপ করিয়া রাজ্যের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূর্ণ হইবে। সম্রাট যদি এই কব স্থাপন কবেন এবং আমারে তাহা সংগ্রহের ভার দেন, তাহা হইলে আমি তিন বৎসরের অগ্রিম কব প্রেবণ কবিত্তে পারি।” আবেদন পত্র পাঠ কবিয়া আমি তাঁহাকে ঐ টাকা আনিতে বলিলাম। সেহবিন্দেব মধ্যে এই তহসিলদার বিশেষ ধনী ব্যক্তি। তিনি তৎক্ষণাৎ আমার নিকট হইতে প্রস্থান কবিয়া উষ্ট্র-পৃষ্ঠে বক্তবর্ণ বস্ত্রে বাবিয়া মোহবেব তোড়া লইয়া আসিলেন। যাহা সে স্থানে উপস্থিত ছিল, তাহাদিগের মধ্যে দশটি তোড়া বিতরণ করিয়া দিতে বলিয়া অবশিষ্ট কোষাগারে রাখিতে আদেশ দিলাম। তৎপরে আমি তহসিলদারকে বলিয়া দিলাম যে, পবদিন প্রাতঃকালে আমার নিকট উপস্থিত হইলে আমার আদেশ-পত্র তাঁহাকে প্রদান করিব।

পবদিন সূর্যোদয়ের পূর্বেই বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইয়া গলদেশে লক্ষ টাকা মূল্যের মুক্তাব মালা পবিয়া আশান্বিত হৃদয়ে সহান্ত্রবদনে তহসিলদার আমার সন্মুখে উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কবিলাম যে, তাঁহার চাকুরীর মূল্যস্বরূপ তিনি যে স্বর্ণবাশি আমাকে দিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজের সম্পত্তি, না অথ কোনো হিন্দুও তাহাতে অংশ আছে। তিনি বলিলেন যে তাঁহার পিতা মৃত্যুকালে তাঁহাকে এই ধন অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। মাটির নীচে বড় বড় কলসী পূর্ণ কবিয়া তিনি সমুদ্র

স্বর্ণ-মুদ্রা প্রোথিত কবিতা বাখিয়াছিলেন এবং কষ্টে পড়িলে পুত্রকে তাহা ব্যবহার করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি যে পবিমাণ স্বর্ণ-মুদ্রা সম্রাটকে দিয়াছেন, তাহার দ্বিগুণ এখনো মাটির নীচে আছে। তাঁহাকে ঋণ করিয়া এই টাকা দিতে হয় নাই। তহসিলদারের উক্তি শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। আমি তাঁহাকে স্পষ্টই বলিলাম যে, তাঁহার বাক্য আমার মিথ্যা মনে হইতেছে। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে সাদেক মহম্মদ খাঁকে ঐ স্থান দেখাইয়া দিতে তাঁহার কোনো আপত্তি হইতে পারে না। তিনি তৎক্ষণাৎ সাদেক মহম্মদ খাঁকে সেই স্থান দেখাইয়া দিয়া, দুইজনেই পুনরায় আমার নিকট আসিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় যাহা আমাকে অর্পণ করিয়াছেন তাহা রাখা অসম্ভব বিবেচনা করিলাম না। কিন্তু তাঁহার সম্মান সম্বন্ধিত অনিষ্ট করিয়া তাঁহার গুপ্তধন লওয়া আমি অসুচিত মনে করিলাম। তাঁহার লোভের জন্ত তাঁহাকে শাস্তি প্রদান করিবার মানসে মুরাদদিন কুলিকে এক উষ্ট্র আনিতে আদেশ দিলাম। তাঁহাকে বলিলাম যে এই হিন্দুব পোষাক এবং মুক্তাব মালা-শোভিত গলদেশ তাহারই নিজস্ব থাকিবে। কিন্তু মুরাদদিন কুলি যেন তাঁহাকে সহরের বাহিরে লইয়া গিয়া তাঁহার পেট কাটিয়া উষ্ট্রের সহিত তাঁহার দেহ বাধিয়া সহর পরিভ্রমণ করেন এবং চতুর্দিকে নিম্নলিখিত রূপ ঘোষণা প্রচার করেন :—“প্রজার মঙ্গল উদ্দেশ্যে সম্রাট যে ‘জেকত’ কর চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া মাপ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহার পুনঃ প্রচলনের জন্ত চেষ্টা করিয়া প্রজার পিতৃসম সম্রাটের নামে কলঙ্ক আরোপ করিতে চাহে তাহার কার্যেব শাস্তি এইরূপই হয়। যাহারা এইরূপে প্রজার প্রতি অত্যাচার করিয়া সম্রাটের অপমান করে, তাহারা যেন এই দৃষ্টান্ত শ্রবণ করিয়া রাখে।”

অতঃপর বিষয় বর্তমানকালে একরূপ লোক অতি কমই দেখা যায় কে

আপনার স্বার্থ সাধনোদ্দেশ্যে সম্রাটকে পর্যাস্ত পাপভারে পীড়িত করিয়া তোলে। শেষ বিচারের দিনে এই সকল কার্যের জন্য সম্রাটকেই কৈফিয়ত প্রদান করিতে হইবে। অধিকন্তু আমাব সম্পত্তি ও স্বর্ণ বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি কিছুই কম পড়িয়া যায় নাই যে, আমি অপবের কষ্টোপার্জিত অর্থের অংশ গ্রহণ করিব। এইরূপ নিদারুণ অত্যাচার কার্যের জন্য ঈশ্বর কি যথোচিত শাস্তি দিবেন না? ধর্মশাস্ত্রে বলে “ফলাফলের চিন্তা ঈশ্বরের প্রতি অর্পণ করিবা। তুমি কেবল মানবের প্রতিপালক হও।” এই দুইটি গুণ আয়ত্ত্ব করা কঠিন। আলেকজান্ডারও ইহাতে অশক্ত হইয়াছিলেন। “পার্থিব জীবনের অহঙ্কার দূরীভূত কর। ইহাই জ্ঞানের প্রধান তোষণরূপ। তোমার স্বজাতি-সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন কর। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের সদ্যবহাব কর, তোমার শত্রুকে স্তম্ভ করিয়া রাখিযো না। তোমার সৃষ্টিকর্তার মনোমত কায্যে তোমার সময় ক্ষেপণ কর। পরার্থপরতা ও বীর্যযুক্ত করুণাই প্রধান বস্তু। তোমার যদি এই সকল গুণ না থাকে, তাহা হইলে তোমার প্রকৃত মনুষ্যত্ব নাই, তুমি মনুষ্যের প্রস্তর মূর্তি মাত্র। তাহা হইলে বলিতে হয় যে, তুমি বিজ্ঞানের বিধি সমূহের এক শত ভাগের মধ্যে এক ভাগও কার্য্যে পবিণত করিতে সমর্থ হও নাই। দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার কালে তুমি যদি মানব জাতির প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার সকল জ্ঞানই বিফল। বহু পবিশ্রম এবং অধ্যবসায় দ্বারা মানব খ্যাতিলাভ করে। ইঞ্জিয়-পববশ হইলে তুমি ধর্মতত্ত্ব অবগত হইবে কিরূপে? তুমি যদি অনন্ত স্বর্থের অমৃত আশ্বাদ পাইতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে তোমার শক্তির মর্যাদা উপলব্ধি কর। ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব।”

খুরমের লাহোর আগমন

উপরোক্ত উছানে এক সপ্তাহ কাল নানা প্রকাব আমোদ প্রমোদে যাপন করিয়া আমি খোজা উইসিকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলাম। তিনি আমার নিকটে আসিলে তাঁহাকে আমার এক পবিচ্ছদ এবং ত্রিশ হাজার টাকা উপহার দিলাম। তৎপবে সেহরিন্দ পবিত্যাগ করিয়া কাশ্মীর-অভিমুখে যাত্রা করিলাম। কাশ্মীরেব পীতবর্ণ উপত্যাকাভূমি দর্শন করিতে বহুদিন হইতেই একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল। লাহোর হইতে তিনদিনেব পথের সমীপবর্তী হইলে আমার পুত্র খুবম বলিয়া পঠাইল যে, এই সহব দর্শনের জন্ত সে দশ দিনের ছুটি প্রার্থনা করিতেছে। দুই বৎসর হইল সে ইহা দর্শন করে নাই। এই দুই বৎসবে আমার আদেশানুসাবে যে সকল মনোহর উছান এবং সুদৃশ্য অট্টালিকা দ্বাৰা নগরটি সুশোভিত হইয়াছে, তাহা দেখিতে তাহার একান্ত আগ্রহ হইয়াছে। গিরিবন্ধে প্রবেশ করিবার পূর্বে সে আমার সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা কবে। খুরমেণ এই সঙ্গত প্রার্থনায় আমি কোনো আপত্তিৰ কারণ দেখিলাম না। অবিকল্প তাহার লাহোর আগমন যাহাতে রাজপুত্রের পদোচিত ঐশ্বৰ্য্যময় আডম্বরের সজ্জিত সম্পাদিত হয়, তদনুসং আদেশ দিলাম। বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত দুইশত উষ্ট্র, মণিমুক্তাখচিত কোমরবন্ধ, তববাবি, উষ্ণীষ, ঝাডলপ্তন রাজদণ্ড ইত্যাদি রাজপুত্রকে প্রদান করিতে বলিলাম। রাজপুত্র শোভাযাত্রা করিয়া পৌছিয়া এই দ্রব্যগুলি নগর কোতোয়ালের হস্তে অর্পণ করিবেন। লাহোরেব অধিবাসীদিগকে লাহোর নগর

রাজপুত্রের অভ্যর্থনার উপযোগী করিয়া সজ্জিত করিতে আদেশ দিলাম । নগরের অভ্যন্তরের সমুদয় বাজার ও রাজপথ এবং নগরের বাহিরে চারিক্রোশব্যাপী স্থান স্বর্ণখচিত কার্পেট ও সামিয়ানা দ্বারা সজ্জিত করিতে বলিলাম । নগর-কোতোয়াল চারি পাঁচ দিন পর্য্যন্ত এইরূপে নগর সজ্জিত করিয়া রাখিবেন এই আদেশ দিলাম । লাহোর নগরের প্রবেশ-পথ আলমগঞ্জ হইতে সুলতান খুরম নগরে প্রবেশ করিবার জগু হস্তীতে আরোহণ করিবে । এই স্থান হইতে তাহার অগ্রে স্বর্ণবস্ত্র এবং মুক্তাখচিত মথমলে সজ্জিত ত্রিশটি হস্তী এবং বহুমূল্য সাজে সজ্জিত আরব, ইরক ও বদক্সানের পনেরো শত অশ্ব গমন করিবে । প্রত্যেক অশ্ব একজন সহিস ধরিয়া লইয়া যাইবে । রাজপুত্রের পশ্চাতে চল্লিশটি হস্তী যাইবে, ইহার উপরে রাজবাদকদল বসিবে । তাহাদের অগ্রে আশিজন লোক বাঁশী এবং পঞ্চাশজন শিঞ্জা বাজাইয়া চতুর্দিক মুখরিত করিতে করিতে যাইবে । হস্তী এবং বাদকদলের পশ্চাতে বর্মধারী কুড়ি হাজার অশ্বারোহী সৈন্য যাইবে । তাহাদের হস্তস্থিত বর্ধার মুখাগ্র রেশমী ঝাঁপা দ্বারা শোভিত থাকিবে এবং অশ্বগুলির দেহ ব্যাঘ্রচর্ম দ্বারা আবৃত থাকিবে । তাহাদের গলদেশে সিঙ্ক-ঘোটকের লেজ ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে । এইরূপ মহা আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সহিত শোভাযাত্রা করিয়া রাজপুত্র নগরের বাজার এবং রাজপথ দিয়া গমন করিবে । নগরে প্রবেশ কালে রাজপুত্রের হাওদার মধ্যস্থিত থলিয়া হইতে চারি ক্রোশ ব্যাপিয়া রাস্তার দুই পার্শ্বস্থিত জনসাধারণের মধ্যে দশলক্ষ রৌপ্য-মুদ্রা এবং ঘোলোকেটি স্বর্ণমুদ্রা বিতরিত হইল । এইরূপ ঐশ্বর্য্যময়, মদগর্বিত শোভাযাত্রা করিয়া রাজপুত্র রাবী নদীর তীরে উপস্থিত হইল । এই স্থানে তাহার অভ্যর্থনাক্র জগু অসংখ্য তাঁবু সজ্জিত করা হইয়াছিল । খুরম এই স্থানে তিন

দিবস অতিবাহিত কবিয়া গায়কদল এবং অগ্ৰাণ্ণ অভ্যাগতদিগকে প্রচুর পরিমাণে পুরস্কৃত করে। চতুর্থ দিবসে সে লাহোর ত্যাগ কবিয়া আমাব সহিত সাক্ষাৎ কবিত্তে আগমন কবে। তাহার জন্ত প্রতীক্ষা কবিয়া আমি হাসন আবদাল নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলাম। লাহোর হইতে এই স্থান পাঁচ দিনের রাস্তা। কিন্তু ক্রমাগত অশ্ব পবিবর্তন করিয়া একদিন এবং এক বাত্রিতে পাঁচদিনের পথ অতিক্রম কবিয়া, সে যে দশদিনের ছুটি আমাব নিকট হইতে লইয়াছিল, তাহারই মধ্যে আমার নিকট উপস্থিত হইল। যথোচিত কৃণিশ কবিয়া সে আমাকে কুড়ি লক্ষ টাকাব বত্মালঙ্কাব, আবন ও ইবকেব তিনশত অশ্ব এক সহস্র উষ্ট্র এবং পাঁচটি উৎকৃষ্ট হস্তী উপহাৰ প্রদান কবিল। প্রত্যেক হস্তীৰ মূল্য তিন লক্ষ টাকা। ইহার পবিবন্তে আমি তাহাকে চল্লিশ সহস্র সৈন্তেব অধিনায়কেব পদ হইতে পঁয়তাল্লিশ সহস্রেব পদে উন্নীত কবিলাম। আমি এক সপ্তাহ কাল হাসন আবদালে অবস্থিতি কবিলাম। এই সময়ে যে উৎসব হইল তাহাতে আমি সাহজাদা খুরমকে মুক্তাব মালা উপহাৰ দিলাম। ইহা ১৮ লক্ষ টাকা ব্রিদিয়া ক্রয় কবিয়াছিলাম।

মির্জা রস্তুমের পুত্রের মৃত্যুতে শোক

হাসন আবদাল হইতে যাত্রা করিবার জন্য যেদিন আদেশ দিলাম সেদিন প্রবল বৃষ্টিপাত হইল। এই বৃষ্টি তিনদিন এবং তিনরাত্রি সমভাবে রহিল। বৃষ্টি থামিলে আমরা কালানোরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, নদীতে একরূপ ভাষণ বান ডাকিয়াছে যে, নদী পার হওয়া অসম্ভব। পর দিন আমি আদেশ দিলাম যে, যে পর্য্যন্ত না বান কমিয়া যায় সে পর্য্যন্ত সকলেই এই স্থানে অবস্থিতি করিবেন। ষাঁহারা বৃহৎ হস্তীতে আরুঢ় ছিলেন, তাঁহারা আমাব আদেশ সত্ত্বেও জিনিষপত্র লইয়া নদী পার হইতে চেষ্টা করিলেন এবং ষাঁহাদের বেগবান তেজস্বী অশ্ব ছিল, তাঁহারাও বিবেচনারহিত হইয়া নদীতে ঝাঁপ দিলেন। ইহাব ফলে মির্জা রস্তুমের পুত্র নদীর ভীষণ স্রোতের মধ্যে পড়িয়া প্রাণ হারাইল। এই বালকের বয়স অতি অল্পই ছিল;—সবে কিশোর কাল অতিক্রম করিয়াছে। সে অস্বারুঢ় হইয়া দশজন অহুচরের সহিত নদীতে নামিয়াছিল। কিন্তু নদীর যে স্থান পার হইবার উপযোগী তাহা ভুল করিয়া এমন স্থানে ঝাঁপ দিয়াছিল, যে স্থানের জল অতি গভীর এবং স্রোতোবেগও এমন ভয়ানক যে, সর্কাপেক্ষা বলশালী হস্তীকেও ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে। নদীর মধ্যস্থলে যখন তাহারা উপস্থিত হইল, তখন প্রচণ্ড স্রোতে বালক অশ্ব হইতে চ্যুত হইয়া নদীর জলে পড়িয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে কোথায় ভাসিয়া গেল। তাহার অহুচরবৃন্দ ভাহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিল কিন্তু সকলই বিফল হইল এবং অহুচরগণও প্রাণ হারাইল। মির্জা সীতায় দিতে একেবারেই জানিত না। আর -

জানিলেও নদীর বেগ এরূপ প্রচণ্ড হইয়াছিল যে, সর্বোৎকৃষ্ট সন্তরণ-কারীও এস্থলে প্রাণ বাঁচাইতে সক্ষম হইত না।

এই শোকজনক ঘটনার সংবাদ পাইয়া আমি একেবারে মর্ম্মাহত হইলাম। সেদিন সারারাত্রি আমি ঘুমাই নাই, কিছু আহাৰ এবং পানও করি নাই। বালকটিকে আমি হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ঢালিয়া দিয়াছিলাম। সাধারণতঃ আমি যখন হস্তীতে আরোহণ করিতাম, বালক আমার সম্মুখে বসিয়া অঙ্কুশ হস্তে হস্তীকে চালনা করিয়া লইয়া যাইত। তাহার বয়স অপেক্ষা তাহার নানা প্রকার গুণ সমধিক-রূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। ছয় মাস হইল আমি তাহাকে ইতিমাদ-উদ্-দৌলার এক কন্যার* সহিত বিবাহ দিয়াছি। এই বিবাহে তাহাকে ১ কোটী ৮০ লক্ষ টাকার নানাপ্রকার দ্রব্য উপহার দিয়া-ছিলাম। তাহার পিতা ভ্রাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন হইতে সে ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। সম্প্রতি আমি তাহাকে আমার পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছি। বালককে অশ্বপৃষ্ঠে, নদীতে নামিবার অল্পমতি দিয়া-ছিলেন কেন, ইহা বলিয়া আমি তাহার পিতাকে কঠোর তিরস্কার করিলাম। বাস্তবিক ইহার উত্তরও কিছু ছিল না। কারণ তাঁহারই অধীনে প্রায় একশত হাতী ছিল। কিন্তু এই সকল বাহ্য কারণ লইয়া ক্ষোভ করিলে কি হইবে? আমার মনে হইল, কোনো নির্দারুণ অদৃষ্টবশে এমন পবিত্র ও সৰ্ব্ব গুণাধার বালকের বলির প্রয়োজন হইয়া-ছিল। নিঃসন্দেহরূপে বালককে দ্বিতীয় জোসেফ বলা যাইতে পারে। মির্জার সন্তানের পুত্রের জন্য যে মর্ম্মস্তদ বেদনা পাইয়াছিলাম এমন আর কখনো পাই নাই। নিম্নলিখিত বাক্যে আমার হৃদয়ের বেদনা কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

* সম্ভবতঃ নূরজাহানের এক বৈমায়েয় ভগিনী।

“তোমাব গোলাপপুষ্প তুল্য বদনমণ্ডলের দর্শন হইতে বঞ্চিত হইয়া আমি কি গভীর যাতনাই পাইতেছি।” তোমার নিদারুণ অভাব আমার হৃদয়ে সহস্র শেল বিদ্ধ করিয়াছে। তুমি যখন এ জগতে ছিলে, তখন এই পৃথিবী সুন্দর পুষ্পোদ্ভানের হ্রাষ সহাস্ত ও প্রীতিকর বোধ হইত। কিন্তু তোমার বিচ্ছেদে আমার হৃদয় হইতে রক্তবর্ণ পুষ্পের রক্তবিন্দু ক্ষরিত হইতেছে। তোমাব গোলাপি গওদেশ, তোমার অশ্রুসজল চক্ষের দীপ্তি আমার নিকট হইতে চিরতবে লুপ্তায়িত হইয়াছে! তোমার সংসর্গে আমি যেমন সুখ পাইতাম, এখন তেমনি বেদনা পাইতেছি। আমার সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তুমি কোন্ অন্তরীক্ষে লুকাইলে! আমার চিন্তার অংশী আব কে হইবে? আমার অন্তর হইতে অশ্রুজল বিন্দু বিন্দু কবিতা ক্ষরিত হইতেছে। অদৃষ্ট তোমাকে মৃত্যুবাণে বিদ্ধ করিয়াছে, সেই সঙ্গে আমাকেও অক্ষত বাখে নাই। এই পৃথিবীর উদ্ভানে কোন্ গোলাপ তোমাব হ্রাষ মনোমুগ্ধকর? হায়, সে গোলাপের পাপড়িগুলি কোন্ নির্দিয় এমন অকালে খসাইল? নিষ্ঠুর রাক্ষসের কবলে তুমি এত শীঘ্র পড়িলে কেন, কে আমাকে বলিয়া দিবে? বসন্ত ঋতু আসিয়াছে, উদ্ভানে গোলাপ ফুটিয়াছে। কিন্তু হায়, আমার ভাগ্যে কেবল যাতনা ও বেদনাই আসিয়াছে। তোমার মনোহর মুক্তি আমার অন্তবে চিরদিনের জন্ত অঙ্কিত হইয়া রাখিয়াছে। তোমার জীবন অক্ষুরিত হইতেছিল মাত্র। তাহা ফলে ফলে সুশোভিত হইবাব পূর্বেই মৃত্যুর ভীষণ ঝড়ে সমূলে উৎপাটিত হইয়া গেল। হায়, তোমার প্রাণুটিত যৌবন, তোমার প্রীতিপ্রদ সৌন্দর্য্য চিরাক্ষকারে নির্বাপিত হইয়া গেল!”

এই শোকাবহ যাতনাধায়ক ঘটনার কথা আর অধিক বলিব না। নদী হইতে যুবকের মৃত দেহ উদ্ধারের জন্ত আমি এক সহস্র উৎকৃষ্ট সস্তরণকারী প্রেরণ করিলাম। কিন্তু তাহাদের ‘সকল চেষ্টাই বিফল

হইল। তাহার মৃতদেহেব কি হইল তাহাও জানা গেলনা। এই ভীষণ নদীতে এই যে একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা নহে, সেই প্রচণ্ড বানে পঞ্চাশ সহস্র লোকের জীবন নাশ হইয়াছিল। বান কমিয়া যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই তাহাবা পরপাবে যাইবাব জন্ত নদীতে লাফাইয়া পড়িয়াছিল। নদী-তীরে এমন প্রচণ্ড শীত হইয়াছিল যে বাজকীয় আস্তাবলের দশ হাজার হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব ব্যতীত সৈন্তদিগের বহু হস্তী, উষ্ট্র এবং অশ্ব মৃত্যু-মুখে পতিত হইল। ঈশ্বর, তোমার ভীষণতম গ্রীষ্মকালের জন্য শত শত ধন্যবাদ। কাবণ গ্রীষ্মের জন্ত কখনো এত প্রাণ নাশ হয় নাই। সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ এবং প্রাচীনতম লোকেরাও বলিয়াছিলেন যে, তাহাবা কখনো এত শীত এবং শীতের জন্ত এত প্রাণীর জীবন নাশও দেখেন নাই।

কাশ্মীর দর্শন

কাশ্মীর পর্বতের পাদদেশে সাত দিন ও সাত রাত্রি ধরিয়া নিরব-চ্ছিন্নভাবে বরফ পড়িল। ইহাতে কোনো প্রকারের জালানি দ্রব্য পাওয়া একান্ত দুর্ঘট হইয়া উঠিল। সৈনিক বিভাগের সহিত অসংখ্য ফকির আসিয়াছিল। আগুনের অভাবে তাহাবা অচিবে মৃত্যু-মুখে পতিত হইবে ভাবিয়া সৈন্তদিগকে আদেশ দিলাম যে, এক সহস্র উষ্ট্র লইয়া দুবাস্তর হইতে যেরূপে পারে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইবে এবং প্রথম দল কাষ্ঠ লইয়া আসিলেই তাহা ফকিরদিগকে বিতরণ করিয়া দিবে, নতুবা তাহাদের মৃত্যু নিশ্চিত। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক ফকিরকে তুলাব জামা এবং ভেড়ার চামড়ার গাত্রাবরণ প্রদান করিতে আদেশ দিলাম।

ববফ পডাব নিবৃত্তি হইলে আমার কৰ্মচাৰীদিগকে বলিলাম যে, তাহাদেব মধ্য যাহাবা লাহোৱে প্ৰত্যাবৰ্ত্তন কৰিতে ইচ্ছা কৰে তাহাৰ চলিয়া যাইতে পাবে। আমাব অমুচৰদিগকে অনৰ্থক কষ্ট দেওয়া আমি অত্যায়ে মনে কৰি। তৎপবে আমাৰ সঙ্গ য়ে তিনশত অমুচৰ সৰ্কদা থাকে, তাহাদিগকে এবং আমাব ভাণ্ডাব বিভাগ লইয়া কাশ্মীৰ-অভিমুখে যাত্ৰা কৰিলাম। পৰ্কতেব সীমান্ত প্ৰদেশ অতিক্ৰম কৰিবাব পৰ শাত বছ পৰিমাণে কৰ্মিয়া গেল। কাশ্মীৰেব পীত বৰ্ণ মনোহৰ উপত্যকায় আমি একমাস কাল শিকাব ও অন্যান্য আমোদ প্ৰমোদ এবং নানা স্থান পৰিভ্ৰমণে ক্ষেপণ কৰিলাম। তৎপৰ বাজধানীতে প্ৰত্যাবৰ্ত্তন কৰিতে ইচ্ছা কৰিলাম। পথে লাহোৰ দেখিযা যাইব হিব কৰিলাম। সাত বৎসৰ হয় আমি এই সহব দেখি নাই। ইতিমধ্যে নগবেৰ পুৰাতন দুৰ্গসমূহ ভাঙিয়া ফেলিয়া বক্তবৰ্ণ প্ৰস্তব দ্বাবা পুনৰায় দুৰ্গ নিৰ্মাণ কৰিতে আদেশ দিয়াছিলাম। বাবী নদীৰ তীবে সত্ৰেব নিকটে প্ৰাচীৰ বেষ্টিত এক উগ্ৰান বচনা কৰিতেও আদেশ দিয়াছিলাম।

কাশ্মীৰ হইতে ফিৰিয়া এক দিনেৰ পথ অতিক্ৰম কৰিবাব পৰ সংবাদ পাইলাম যে, কাবুলেব দুন্দাগু অধিবাসিগণ বিদ্ৰোহী হইয়া চতুৰ্দ্দিকে অত্যাচাৰ কৰিতেছে। ইহাতে আমি পাঁচ হাজাৰ সৈন্যেৰ মনসব্দায় মহাবত থাকে বিদ্ৰোহ দমন কৰিবাৰ জন্তু কাবুল যাত্ৰা কৰিতে আদেশ দিলাম। তাহাব সহিত কুড়ি হাজাৰ অখাৰোহী সৈন্য, দশ হাজাৰ উষ্ট্ৰা-ৰোহী সৈন্য এবং দুইশত ভীষণতম হস্তী লইয়া যাইতে বলিলাম। আল্লাদাউদ খাঁ এই বিদ্ৰোহেব নেতা। তাহাব বিষয় পূৰ্বেই উক্ত হইয়াছে। আফগানদিগেব মধ্যে তিনি প্ৰথম শ্ৰেণীৰ লোক। তিনি বিনা কাৰণেই আমাব সভা হইতে প্ৰস্থান কৰিয়া কাবুলেৰ নিকটে উপস্থিত হইয়া এই বিদ্ৰোহ ঘটাইয়াছেন। আমি মহাবত থাকে বলিয়া দিলাম যে,

তিনি যদি তাঁহাকে বন্দী করিতে পারেন তবে তাঁহাকে সশবীবে আমার নিকট যেন প্রেরণ কবেন। কারণ তাঁহার কৃতদ্রতাব জন্য আমি তাঁহাকে স্বয়ং শান্তি দিতে ইচ্ছা করি। লোকে তাহা দেখিয়া বুঝিবে যে, মিথ্যা। অজুহাতে আমার নিকট হইতে পলায়ন কবিলে কেহ সহজে পবিত্রাণ পাইতে পাবে না।



সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমাধি

১২৫৭



* এই স্থানেই জাহাঙ্গীর আত্ম জীবনী শেষ করিয়াছেন।

